
উপহার।

সাহিত্য-গগনের কোন্ কোন্ উজ্জ্বল নক্ষত্র কমলিনী-সাহিত্য-মন্দিরের কীর্ত্তিধ্বজা আলোকিত করিতেছেন—তাহাই দেখুন।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী।
শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী।
শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী।
শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী।
শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া।
শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
,, দুর্গাদাস লাহিড়ী।
,, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ।
,, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ।
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি-এ।
,, দীনেন্দ্র কুমার রায়।
,, কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম-এ।
,, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল।
,, নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ।
,, হেমেন্দ্রকুমার রায়।
,, বিভূতিভূষণ ভট্ট, বি-এল।
,, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ।
,, ব্রজমোহন দাস।
,, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
,, প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।
,, শরৎচন্দ্র পাল, পরিচালক।

প্রতি মাসেই সাহিত্য-জগদ্বরেণ্য উল্লিখিত সুলেখক লেখিকা-বৃন্দের একখানি করিয়া মনোমদ উপন্যাস—পূর্ব্বের মতই আপনাদের হাতে দিতে পারিব।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত.
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল।

স্বত্বাধিকারী—
কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির।

প্রমাণ।

'বিচিত্রার' পর 'স্বপ্নবাণীর' প্রকাশ—সে আজ কত দিনের ব্যবধান! কিন্তু কি করিব—উপায় ছিল না। 'স্বপ্নবাণী' বিজ্ঞাপিত হইবার পর যখনই শুনিলাম, সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া শয্যাশ্রয় লইয়াছেন, উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল হৃদয় লইয়া সেই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া গিয়া সাহিত্য-দেবীর পদপ্রান্তে উপনীত হইলাম। বই ছাপা ত দূরের কথা; সে মূর্ত্তি দর্শনে সেই সময় বাস্তবিকই শিহরিয়া উঠিয়াছিলাম। তাহার পর তুহিন-শীতল নিস্পন্দ বক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া 'স্বপ্নবাণী' প্রকাশ সম্বন্ধে একরূপ উদাসীন ছিলাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মৃত্যু বিভীষিকা-দ্রষ্টা পথভ্রান্ত দিশাহারা পান্থ—দূরাগত কণ্ঠের জীবন্ত শব্দ-ঝঙ্কার শ্রবণে যেমন পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তির আশা প্রাপ্ত হয়,—তেমনি এক চিন্তামগ্ন স্তব্ধ সন্ধ্যায় স্বপ্নবাণী সদৃশ সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীর অভয় 'পত্রবাণী' সম্বল করিয়া আমরা পুনরায় সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী-ভবনে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বাংলার বীণাপাণি শয্যাশ্রয় ছাড়িয়া উঠিয়া বসিয়াছেন। আমাদের দেখিয়াই বীণা বিনিন্দিত কম-কণ্ঠে অমরার অমিয়া ঢালিয়া, বাংলার মাতৃময়ী ব্রতধারিণী সাহিত্য-জননী কহিলেন, "এসেছ! আহা, বড় লোক্‌সান হ'ল তোমাদের! কি করি বল, শুয়ে শুয়েও তোমাদের প্রুফ্‌ দেখে দিয়েছি, নিজের হাতে লিখে, বাকীটুকু শেষ করে দেবো, এমন শক্তি এখনও পাইনি—এখনও পথ্য

পাইনি!—তবুও আজ লেখা শেষ করে দেবো তোমাদের। মুখে বলি আমি, লিখে যদি নিতে পারো তোমরা—"

ওঃ, গ্রাহক মনোরঞ্জনার্থে কি কষ্টই না জানি দেবীকে সে দিন দিয়া আসিয়াছি! শয্যানিম্নে সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীর পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার আদিষ্ট শব্দগুলি লিখিবার সময় মনে হইতেছিল, যেন বঙ্গীয় উপন্যাস-সাহিত্য লিখন প্রণালীর 'ক' 'খ' শিখিতেছি। যাই হোক্, প্রকাশের বহু বিলম্ব হইলেও 'স্বপ্নবাণীতে' শ্রদ্ধেয়া স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া যাহা দিয়া গেলেন ও পরিসমাপ্তিতে যাহা দিতেছেন;—বর্ত্তমান উপন্যাস-সাহিত্য যুগের প্রত্যেক লেখক, লেখিকার তাহা দেখিয়া, লেখার প্রতিযোগীতায় ঈর্ষা হওয়া উচিত।

পরিশেষে সর্ব্বসাধারণ্যে ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন যে, 'স্বপ্নবাণী' বইখানিকে কেবল 'নভেল' পাঠোপযোগী মনে না করিয়া ইহার মধ্য হইতে এই অবসরে সাহিত্যের সারাংশটুকু বুঝিয়া লইয়া, সকলেই নিজের শিক্ষা ও অপরের শিক্ষার সুবিধা করিয়া রাখিবেন—তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

নববর্ষ—১৩৪৩

বিনীত প্রকাশক—

শ্রীগোষ্ঠ বিহারী দত্ত,

শ্রীশরৎ চন্দ্র পাল।

স্বপ্নবাণী।

স্বপ্নরাণী

(বিচিত্রার পরিসমাপ্তি)

প্রথম পরিচ্ছেদ

রজনীর স্বপ্ন প্রভাতে মিলাইয়া যায়, মানসিক-কল্পনা দিবসের কর্ম্মসংঘাতে মনের কোণে চাপা পড়িয়া থাকে ; কিন্তু স্বভাবজাত আদর্শ আকাঙ্ক্ষা বারম্বার প্রতিহত হইয়াও লক্ষ্যের দিকে মুখ ফিরাইয়া রাখে।

এ কয়েক দিন স্বপ্নের কথা জ্যোতির্ম্ময়ী একরকম ভুলিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু যে আকাঙ্ক্ষাভাব প্রসূত তাঁহার ঐ স্বপ্ন, সেই ভাবটি যথেষ্ট কর্ম্মনিবিড়তা সত্ত্বেও তাঁহার অন্তর-নিভৃতে অন্তঃশীলারূপে প্রবাহিত। "এই বৈষম্যময় জগতে,—মানবের এই স্বার্থপূর্ণ জীবন সংগ্রামে, সাম্যময় প্রেমনীতি কি সম্ভব ?" এই প্রশ্নটি যখন তখন তাঁহার মনে উঠাপড়া করিতে থাকে। যুক্তি উত্তরে কহে—"সম্ভব নহে, সম্ভব নহে !" কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মার মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাসবাণীর প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে—"সম্ভব, সম্ভব, এ যুগে না হউক কোন ভবিষ্য-যুগেও সম্ভব, তাহার জন্য প্রস্তুত হও। ঝড় ত চিরস্থায়ী নহে, ঝটিকাঝঞ্ঝা শান্তিরই বাহক, বৈষম্য সাম্যেরই সূচনা। গতি তরঙ্গসঙ্কুল, পথ কষ্টকর, কিন্তু লক্ষ্যস্থান সুন্দর প্রেম নিকেতন !"

স্বপ্নবাণী

"তবে হে পথ প্রদর্শক ধ্রুবজ্যোতি, অন্ধকার গগনভেদ করিয়া দর্শন দাও তুমি, দর্শন দাও !"

তখন প্রত্যূষকাল, জ্যোতিৰ্ম্ময়ী পাঠগৃহে, বাতায়ন পার্শ্বে টেবিল প্রান্তে চৌকিতে বসিয়া পিতার একটি কবিতা নিজের খাতায় তুলিতেছিলেন। সম্মুখভাগে স্নিগ্ধ করোজ্জ্বল তটিনী প্রবাহিত, তরুবেষ্টনীর মধ্য হইতে বিহঙ্গের গীতিঝঙ্কার উথলিয়া উঠিতেছে, মৃদু সমীরহিল্লোলে, বাতায়ন নিম্নের প্রস্ফুটিত মাধবী-লতা-কুঞ্জোত্থিত ফুলগন্ধ মাঝে মাঝে তাঁহার নাসিকাবিবরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল, বালিকা অনন্যমনে গানটি লিখিতেছিলেন।

সহসা বাতায়ন পার্শ্বের নারিকেল তরুশীর্ষ হইতে একটী ছোট পাখী পরিচিত কণ্ঠে শিশ্ দিয়া যেন ডাকিল—"জ্যোতিৰ্ম্ময়ী জাগো।" বালিকা চমকিয়া নতমুখ উন্নত করিবামাত্র পাখীটি উড়িয়া দূরবর্ত্তী আমবাগানের ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। রাজকুমারী তখন আমগাছের দিকে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, কি সুন্দর বর্ণরঞ্জন! সুবর্ণ লোহিতের মৃদুঘনবৈচিত্র্যে পূর্ব্ব-দক্ষিণ গগন কোথাও স্তরে স্তরে, কোথাও রেখাকারে, কোথাও অপূর্ব্ব ছাপে সুরঞ্জিত। এই উজ্জ্বল লোহিতাভ অম্বরতলে এক-খানা প্রকাণ্ড কৃষ্ণমেঘ ভাসিয়া চলিয়াছিল। সূর্য্যদেব দিগ্মণ্ডল হইতে ঊৰ্দ্ধে উঠিতে উঠিতে বার বার তাহার মধ্যে আত্মগোপন করিতেছিলেন, বালিকার দৃষ্টি যখন আকাশের দিকে পড়িল, তখন সবিতৃদেব মেঘাচ্ছন্ন। জ্যোতিৰ্ম্ময়ী যেন কোন বন্ধুর দর্শন আশায় নিরাশ হইয়া একটা ক্লান্ত নিশ্বাস সহকারে আবার লেখনী মসীপূর্ণ

করিয়া লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লেখা শেষ করিয়া গানটি একবার পড়িয়া দেখিলেন,—

মনটি ওরে, ভাল ক'রে ভাসতে শেখো ভাসতে শেখো ;
সাঁৎরে উঠতে হবে কূলে এই কথাটি মনে রেখো।
জলের পথ এ লম্বা বাঁকা, হেথায় নাইক নৌকা নাইক সাঁকো!
চলতে গিয়ে গায়ের জোরে, এলিয়ে পড়বে জলের ঘোরে
হারিয়ে ফেলবে সকল শক্তি : ঠিক দেখো ভাই ঠিক দেখো!
উঠতে যদি চাওরে কূলে, ভাসতে শেখো ভাসতে শেখো।
ঐ দেখা যায় নদীতীরে ঘরখানি ;
দেখতে কাছে, বয় যে মাঝে জোর পানি।
ঘনিয়ে আসবে আঁধার যখন, পিছিয়ে পড়বে শতেক যোজন,
ঘূর্ণিপাকে পড়বে ঘুরে যদি একটুও বাঁকো!

আবৃত্তি শেষ করিয়া গানটি গুণ গুণ করিয়া গাহিতে গাহিতে আবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এবারও জ্যোতিৰ্ম্ময়ী সূর্য্যের দর্শন পাইলেন না। ভাস্করদেব তখন বাতায়ন উৰ্দ্ধে উঠিয়া পড়িয়াছেন। বালিকা নিমীলিত নয়নে অন্তর্জ্যোতিকে ধ্যান করিয়া মনে মনে কহিলেন, "হে ধ্রুবজ্যোতিঃ! প্রচ্ছন্ন থাকিও না তুমি, প্রকাশ হও, প্রকাশ হও! হে আমার অন্তর্দেবতা, হে কর্ণধার! এই তরঙ্গাকুল অকূলে হাল ধরিয়া কূলপথে লইয়া চল তুমি।"

আকাশ তখন আর লোহিত সমুদ্র নহে, শুভ্র মেঘস্তূপে সমুজ্জ্বল নীলাম্বর বক্ষ ; তাহার দুএকটি স্থান কৃষ্ণবর্ণ মেঘবেষ্টনে

অতি রমণীয় দেখাইতেছিল। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহা দেখিয়া ভাবিলেন, "হায়রে! এইরূপ প্রেমালিঙ্গনে আমাদের অন্তর্জাতিক মিলন মহিমাময় হইবে কবে? দুরাশা কি?" আবার সেই পাখীটি সহসা ডাকিয়া উঠিল। এবার বাতায়ন নিম্নের মাধবী-লতাবল্লী হইতে সে শিস্ দিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল—"পাখি, তুমি বল ত ভাই আমার আশা সফল হইবে কি না?" পাখী উড়িল, উড়িতে উড়িতে উত্তর দিয়া গেল—"কে জানে, কে জানে!"

বালিকা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিলেন "হায়রে! অন্তর্জাতিক মিলন! জগতের সাম্যমৈত্রী ভাব! সত্যই বড় দুরাশা! আমাদের নিজেদের মধ্যেই আগে মিলন হোক্। উচ্চ স্তর প্রত্যাশা করিবার পূর্ব্বে নিম্নস্তর গঠনের আবশ্যক। এই যে বঙ্গবিভাগ ঘটনা, হে ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তৃ পুরুষ, ইহা দ্বারা যেন সেই মিলন সোপান গঠিত হয়।"

হঠাৎ চটিজুতার শব্দ শোনা গেল, অনাদি একখানা খবরের কাগজ হাতে করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইয়া কহিল, "দিদিমণি, রাণীদিদি, রাজকুমারী ভাই পড়ে দেখ!"

বলিয়া কাগজখানা টেবিলের খাতাপত্রের উপর ফেলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজকুমারী সেখানা সরাইয়া রাখিয়া সহাস্যে কহিলেন, "ব্যাপারখানা কি তুমিই বলনা ওগো গেজেটাবতার! চতুর্ম্মুখের দর্শন পেয়ে আমি কি দুর্ম্মুখের আশ্রয় নিতে যাব! বলে ফেলো সব খবরগুলো?"

অনাদি একটু চিন্তিতভাবে বলিল, "বঙ্গবিভাগ ত হয়ে গেল দিদি?"

"সে খবর ত পুরান হয়ে গেছে,—নতুন কিছু বল?"

অনাদি তাহার কেশহীন গুম্ফে তা দিবার ভাণ করিয়া কহিল, "আরে আরে—কি বলছিস্ দিদি! এ কথা কি কখনও পুরান হয়? এই মহাকাণ্ডের উপর দিন দিন নতুন নতুন ক্যাক্‌ড়া গজিয়ে এটাকে যে চিরনবীন করে তুলেছে। বটানিকেলের বটগাছ কি কারো চোখে পুরাণ ব'লে ঠেকে, এইটে বল্ দেখি? অথচ গাছটার না জানি আদি, না জানি অনাদি! পড় পড় ভাই কাগজখানা, উপাধ্যায়ের বক্তৃতাটা একবার প'ড়ে দেখ। এ লেখা কোনো মা পড়লে তাঁর কোলের ছেলেরও রক্ত টগবক করে ফুটে উঠবে।"

কাগজখানা টেবিল হইতে উঠাইয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর হাতের কাছে অনাদি তুলিয়া ধরিল। জ্যোতির্ম্ময়ী আড়নয়নে নামটা দেখিয়া লইয়া সেখানা নিম্নে নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিলেন, "এ রকম মারকাটের কথায় তোমাদের তেজ বাড়ে, আমি ভাই নিস্তেজ, হতাশ হয়ে পড়ি। কিছুদিন থেকে আমার মনে কি কথা তোলাপাড়া করছে জান অনাদি?"

অনাদি শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "আমরা ভাই অভিশপ্ত জাত, নৈতিক বল হারিয়েই আমাদের এই দুর্দ্দশা! তুমি কি ভাব অত্যাচার দ্বারা আমরা জাতীয় জীবন লাভ করব? কখনই না। যারা রক্তপাতের

উপদেশ দিয়ে ছেলেদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন—তাঁরা দেশের সর্ব্বনাশ করছেন।"

অনাদি ভূমিনিক্ষিপ্ত কাগজখানা উঠাইয়া ক্ষুদ্রাকারে ভাঁজ করিতে করিতে কহিল, "না গো না—রক্তপাতও চাই বই কি, ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত দেখ না ভাই, ওরা কি সহজে দাসত্বমুক্ত হয়েছে?"

জ্যোতির্ম্ময়ী উত্তেজিতস্বরে কহিলেন, "সে দৃষ্টান্ত আমাদের আদর্শ হতে পারে না। সেই ভীম বীভৎস নিষ্ঠুরতা মনে করলেও কষ্টে আতঙ্কে দেহের রক্ত জল হয়ে যায়—আত্মা করুণায় বিগলিত আর্দ্র হয়ে ওঠে। ওরকম বিজাতীয় অনুকরণের কথা ভুলেও মনে এনোনা ভাই। আমাদের বলীয়ান হতে হবে ধর্ম্মের বলে, নৈতিক বলে। দৈহিক বলের সার্থকতা সেইখানেই, যেখানে এই শক্তি আধ্যাত্মিক বলের সহায় স্বরূপ। ইংরাজকে 'মারাকাটা' দূরে থাক, বিপন্ন হ'লে তাদেরও রক্ষা করতে হবে আমাদের।"

"আরে তুমি যে যীশুখৃষ্ট হয়ে উঠলে? কিন্তু তাঁর follower নামধেয় যারা—তারাও ত ওকথা মানছে না দিদি!"

"তাদের অধঃপতন সুরু হয়েছে। কিন্তু আমরা পুরাতন যুগ ফিরিয়ে আনতে পারব তখনই, যখন এই সত্য আমাদের মনে আবার জেগে উঠবে। যুদ্ধ বিদ্রোহ তখন তোমাদের কিছু করতে হবে না—সাম্যমৈত্রীর পতাকার নীচে তখন জাতি বিজাতি এক হয়ে যাবে, ভারতবর্ষ বিনা রক্তপাতে, অঙ্গুলি-তাড়নে তখন স্বরাজ লাভ করবে।"

অনাদি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা ভাই, তখন আমি সর্ব্বাগ্রে নিশানহস্তে সেই পতাকার তলে গিয়ে দাঁড়াব। এখন এস রাণীদিদিজি, তোমার হাতে রাখী বেঁধে দিই, দেশসুদ্ধ লোক এই রাখী পরে 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' হচ্ছে।"

অনাদি পকেট হইতে এক গোচ্ছা রাখী বাহির করিয়া টেবিলে ফেলিল এবং তাহার মধ্য হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এক গাছি বাছিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর হাতে বাঁধিতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ী পরিতে পরিতে বলিলেন, "বাংলা দেশের এই রাখিবন্ধন সমস্ত ভারতের পক্ষে যেন শুভ হয় ভাই।" অনাদি তাড়াতাড়ি রাজকুমারীর হাতে রাখিটা কষিয়া দিয়া দুই হাত পকেটে পুরিয়া দুই নেত্র বিস্ফারণ পূর্ব্বক জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে চাহিয়া কহিল, "নিশ্চিন্ত হও দিদি। সে বিষয়ে এই শর্ম্মা গ্যারান্টি। তুমি যে পথটা বাৎলালে, সেটা যে কি এবং কোথায়—তা যদিও আমি ঠিক বুঝতে পারিনি,—কিন্তু তুমি ভাই দেখে নিও, আমাদের সংকল্পিত উপায়ে অল্পদিনের মধ্যেই ভারত বিদেশীবিবর্জ্জিত হয়ে যাবে। দেশে হুলস্থূল বেধে গেছে, —বিদেশী যা কিছু—সব বয়কট"—

"এই যে পণ্ডিত মশায়!"

"বন্দে মাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে পণ্ডিত মহাশয় গৃহপ্রবেশ করিলেন।

---

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

"নমস্তে পণ্ডিতমহাশয়, আসতে আজ্ঞা হোক্।"

জ্যোতির্ম্ময়ী এবং অনাদি উভয়েই এক সঙ্গে এই কথা বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে স্বাগত করিয়া লইলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রত্যুত্তরে হাত তুলিয়া স্বস্তিবাচন করিবামাত্র অনাদি একগাছি রাখি-হস্তে অগ্রসর হইয়া কহিল, "হাতটা আর নামাবেন না পণ্ডিত মশায়; আরো একটু বাড়িয়ে দিন, আপনার হাতে রাখি বেঁধে ধন্য হই।"

জ্যোতির্ম্ময়ী তাড়াতাড়ি চৌকি হইতে উঠিয়া বলিলেন, "না পণ্ডিত মশায়, আপনার হাতে রাখি পরাব আগে আমি।"

বলিতে বলিতে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেন; কিন্তু অনাদি ততক্ষণ ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের হাতটা অধিকার করিয়া লইয়া বাঁধন সূত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তিনি গ্রেপ্তার অবস্থাতেই বামহস্তে আপনার দাড়ী টানিতেছেন। অনাদি রাজকুমারীর দিকে ব্যঙ্গকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "তুমি বাহুবল মানতে চাও না দিদি, তোমার নৈতিক বল এখানে পরাস্ত কি না তুমিই বল?" পণ্ডিত মহাশয় উত্তরে কহিলেন, "তবে কিনা বাহুবলের কার্য্য পদ্মপত্রস্থিত জলবৎ ক্ষণস্থায়ী। এস রাজকুমারি, তুমি না হয় আমার এই বাঁ হাতটাতেই রাখি পরাও।" দাড়ীতে হাত বুলাইবার এ হেন আবেশ হইতেও আপনাকে বঞ্চিত রাখিয়া পণ্ডিত মহাশয় রাজকুমারীর দিকে বাম হাতটা বাড়াইয়া

ধরিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া হাতটা ধরিয়া রাখি পরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরাইতে পরাইতে বলিলেন, "দেখলে অনাদি নৈতিক বলের আকর্ষণ?"

অনাদির রাখি বন্ধন তখনি শেষ হইয়াছে, পণ্ডিত মহাশয়ের ডান হাতটা ছাড়িয়া দিয়া সে কহিল, "আচ্ছা, বেশ গো বেশ! কিন্তু একটা সূত পরাতে তুমি দিনটা কাবার করবে নাকি? থাক্ তোমার সূত বাঁধা, তুমি ততক্ষণ গান লেখ, সময়ের সদ্ব্যবহার হোক্।"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "তোমারই দোষ, এমন ছোট্ট রাখি এনেছ যে টানাটানিতে এর ক্ষীণ জীবনটুকু বুঝিবা ছিঁড়ে যায়!"

"দাও তবে আমাকে, এ রকম tug of war তোমার কর্ম্ম নয়। দেখ আমার হাতের জোরে এই পাট সূতও কি রকম লম্বা হয়ে পড়ে!"

অনাদি সবলে পণ্ডিত মহাশয়ের হাতখানা টানিয়া লইয়া রাখি কষিতে প্রবৃত্ত হইল। জ্যোতির্ম্ময়ী হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, অনাদি ওগাছা আপনার হাতে বেঁধে দিক্, আমার গাছা আমি পরে পরিয়ে দেব, কি বলেন পণ্ডিত মশায়?"

"তোমার হাতের রাখি না পরে আমি এখান থেকে উঠব না মা, তবে হাতটা যদি—আরে আরে কর কি বাপু—এখানা যে একটা প্রাণবন্ত জীবের, এ কথাটা যে দেখছি একেবারেই ভুলে যাচ্ছ!"

এমন বিকৃত মুখভঙ্গীতে পণ্ডিত মহাশয় এই আর্ত্তনাদ করি-

লেন যে—কারুণ্যরস হাস্যরসে পরিণত হইল। জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—

"বাহুবলের পরীক্ষায় অনাদি দেখ্‌ছি আপনার নিকট সার্টিফিকেট আদায়ের চেষ্টায় আছে—"

অনাদি আরো একটু জোরে সূতা কষিয়া কহিল, "নিশ্চয়। পণ্ডিতজি হচ্ছেন—আমাদের ব্যায়াম সমিতির সেক্রেটারি, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যদি কখনো বাংলা দেশে বাধে, তবে আমাদের যে দ্রোণাচার্য্যের অভাব হবে না, এই আশায় আমরা বুক বেঁধে আছি, বুঝলেন ত পণ্ডিত মহাশয়!"

"বুঝেছি বাবা, তাহলে হাতটাকে অবিলম্বে রেহাই দিতে হচ্ছে; নইলে তোমাদের তথাকথিত সম্মান-আসন শূন্যই পড়ে থাকবে।"

"এই নিন্ আপনার হাত, দেখে নিন্ ভাল ক'রে কোথায় একটু টোসকায় নি পর্য্যন্ত।" অনাদির নিকট হইতে অব্যাহতি লাভে পণ্ডিত মহাশয় এইবার তাঁহার মুক্ত হস্ত দাড়ি পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া হাঁফ ফেলিয়া একখানা আরাম কেদারায় বসিয়া পড়িলেন। জ্যোতির্ম্ময়ীও তাঁহার পূর্ব্ব পরিত্যক্ত চৌকিখানা পুনরধিকার করিলেন, কেবল অনাদি বসিল না। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট দাঁড়াইয়া কহিল—

"পণ্ডিত মহাশয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বে-আদপী মাপ কর্‌বেন, বলুন ত আপনি স্বদেশী কিম্বা বিদেশী?"

পণ্ডিত মহাশয় দক্ষিণ হস্ত দাড়ি হইতে মুক্ত করিয়া বাড়াইয়া

ধরিয়া এবং বাম হস্ত টিকিতে বুলাইয়া বলিলেন, "এই শিখা এবং চর্ম্মই ত তোমার প্রশ্নের উত্তর বাবাজি!"

অনাদি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "উঁহুঁ, শুধু টিকিতে আর কালো রঙে আজকাল স্বদেশী হওয়া যায় না! স্বদেশীর ভাবার্থ এখন বদল হয়ে গেছে। বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করবেন না বলে শপথ করেছেন কি?"

"কই তাত করিনি বাপু।"

"করুন তবে। এই যে আপনার হাতের ক'গাছি কালো সুতো, শব-জাগান মন্ত্রে যেগুলি তৈরি—এই সুতো হাতে বেঁধে আপনি স্বদেশী তন্ত্রে বাঁধা পড়েছেন, বুঝলেন ত? এখন পয়লা নম্বরে—আপনার গলার ঐ পৈতার গোচ্ছাটা আপনাকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হচ্ছে।"

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, "এ কেমন কথা বাবাজি! আমি ত ব্রহ্মজ্ঞানী নই; কিম্বা সিদ্ধ পুরুষও হইনি এখনো!"

"ও ওজরে পার পাবেন না গুরুজি? সিদ্ধ অসিদ্ধ সকলের পক্ষেই এখন বিদেশী পণ্য নিষিদ্ধ।"

খুব জোরে জোরে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে সে এই কথা বলিয়া চলিল, "জানেন ত, জার্ম্মাণি দেশের সুতা থেকেই আমাদের দেশের সব পৈতা তৈরি হয়। আপনি যতই কেন হা-হুতাশ করুন না, স্বদেশী কালাপাহাড়দের হাত থেকে কিছুতেই এ সুতাকে রক্ষা করতে পারবেন না; শেষে আপনার গলাটায় পর্য্যন্ত টান পড়তে পারে।"

পণ্ডিত মহাশয় এতক্ষণ এক হাতেই দাড়ি টানিতেছিলেন, এইবার দুই হস্তেই দাড়ি রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া বিস্মিত স্বরে কহিলেন, "জার্ম্মাণি সুতার উপবীত! সে গুলো তাহ'লে বাবাজি তোমাদের রাজারাজড়ার গলায় শোভা পাবার উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হয়। কিন্তু আমার গলার এই গোচ্ছাটুকু খুড়িমার চরকা-কাটা ধন।"

"তাই নাকি? আপনি দেখছি তবে ভাগ্যবান! হতভাগ্য আমাকেই তাহ'লে দেখছি আত্মহত্যার পাপে লিপ্ত হ'তে হোল!"

অনাদির নম্রবুদ্ধি নিয়োজিত হস্ত তৎক্ষণাৎ নিজের কণ্ঠোপবীত-গুচ্ছ আক্রমণ করিল।

"আরে করিস্ কি, করিস্ কি, অপগণ্ড বালক!"

কিন্তু পণ্ডিতমহাশয়ের এই চীৎকার-প্রতিবাদ ব্যর্থ করিয়া অনাদির ধর্ম্ম এবং বর্ণব্যঞ্জক সূত্র বাতায়ন পথে মাধবীলতা জালের মধ্যে গতি লাভ করিল। জ্যোতির্ম্ময়ীও প্রথমটা একটু আশ্চর্য্য হইলেন; কিন্তু সহাস্যে কহিলেন, "বাহারে! ব্রাহ্মণ পুত্র হ'য়ে অসঙ্কোচে পৈতা ত্যাগ করলি! ত্যাগ স্বীকারের এ হাতে খড়ি নাকি?"

অনাদির মনের গুপ্ত কথা যেন রাজকুমারী প্রকাশ করিয়া দিলেন; সে তাড়াতাড়ি সেকথা চাপা দিয়া কহিল, "রাণী-ঠাকরুণ, এবার ভাই তোমার পালা! কাঁচের চুড়ি ও বিলাতি ফিতা মেয়ে-মহল থেকে একবারে উঠিয়ে দাও। তোমার ইস্কুলের মেয়েরা চরকা কাটে বটে; কিন্তু তাতেই শুধু হবে না,

গাঁয়ে গাঁয়ে চরকা ধরাও, তাঁত বোনার ব্যবস্থা কর—অধিকন্তু এ রাজ্যে বিলিতি জিনিষ যেন আদৌ স্থান না পায়—দোকানদারদের উপর এইরূপ কড়া হুকুমজারি করে পাঠাও।"

অনাদির উৎসাহে জ্যোতির্ম্ময়ীও এতক্ষণ একটা আনন্দমত্ততা অনুভব করিতেছিলেন; কিন্তু অনাদির শেষ কথায় তিনি একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া হতাশার স্বরে কহিলেন, "আমাদের ব্যবহার্য্য সমস্ত জিনিষ যেদিন দেশ থেকেই পাওয়া যাবে—সেদিন সত্যই সত্যযুগ ফিরে আসবে। আসবে, সেদিন আসবে ভাই—এ আশা আমিও করি—কিন্তু এখনো বিলম্ব আছে। সেজন্য প্রস্তুত হ'তে এখনো আমাদের অনেকটা সময় লাগবে।"

অনাদি কহিল, "অর্জ্জনে বিলম্ব থাকলেও বর্জ্জনে ত আমি কোন বাধা দেখিনে। এক কাঁচের চুড়ি গুলো থেকেই কোটি কোটি টাকা বিলাতে চলে যাচ্ছে। এমন কত সখের জিনিষ,—ফিতা, পাউডার, সেণ্ট—"

পণ্ডিত মহাশয় অনাদিকে বাধা দিয়া কহিলেন, "বাবাজি,—সখের জিনিষকে তোমরা যতটা হেয়জ্ঞান কর, সহজ-ত্যাজ্য ভাব আসলে তা মোটেই নয়। এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ মহা সৃষ্টি, এটা বিধাতার সখ্ ছাড়া আর কি বল ত হে বাপু? এই সৃষ্টির মূলে প্রয়োজনটা যে কি ছিল, আজও পর্য্যন্ত কোন মুনি ঋষি তার সন্ধান পান নি!"

জ্যোতির্ম্ময়ী কহিলেন, "তা সত্যি, সংসারে প্রয়োজনীয় খরচের চেয়ে সখের খরচই বেশী তাতে সন্দেহ নেই।"

এই অনুমোদন বাক্যে পণ্ডিত মহাশয়ের আনন্দ, তাঁহার দাড়ির টানকে দ্বিগুণিত করিয়া তুলিল, তিনি কহিলেন, "দেখেছ ত মা হাড়ি ডোমের মেয়েদের অঙ্গে কাঁসার গহনার চাপ! সেই সখের ভারকে তারা পালকের মতই লঘু জ্ঞান করে!"

অনাদি বলিয়া উঠিল, "ফিনফিনে বিলিতি কাচের চুড়ির চেয়ে কাঁসার চাপও ঢের ভাল মশায়, সে যে আমাদের মাতৃভূমির দান!"

"আমিও বলি সে ঢের ভাল!" পণ্ডিত মহাশয় উত্তেজিত স্বরে কহিলেন, "কিন্তু জননী যার প্রতি বিমুখ, তাঁর দান যে হতভাগ্য পায়নি, তারও ত প্রাণে সখ্ আছে, তখন তার সখ মেটাবার সহজ উপায়—স্বল্পমূল্য বিলিতি জিনিষ ব্যবহার করা।

—জানত বাবাজি, সন্ন্যাসী ফকীরদেরও সখের হাত থেকে অব্যাহতি নেই। লালা বাবুর গল্প শুনেছ বোধ হয়? তিনি সংসারের মায়া ত্যাগ করেও ভোগসুখ একেবারে ত্যাগ কর্‌তে পারেন নি। গাছতলায় শুয়েও ইটের উপর মাথা রেখে নিদ্রা দিচ্ছিলেন, তারপর পথিক স্ত্রীলোক দুইজনের 'ব্যঙ্গোক্তিতেই নাকি এ ঘুম তাঁর ভেঙ্গে যায়।"

অনাদি কহিল, "আপনিও এ সম্বন্ধে টোলের পণ্ডিতের নাম রাখতে পারবেন। দেখেছ দিদি, পণ্ডিত মহাশয়ের দাড়িটা দিন্‌কে দিন কি রকম চক্‌চকে হচ্ছে? বিলিতি ব্রসের টানটা এর উপর যে ভাল করেই পড়ছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।" পণ্ডিত মহাশয় দেয়ালের আরসির দিকে সচকিত দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু তাঁহার মাথার অর্দ্ধেক খানা ছাড়া আকাঙ্ক্ষিত প্রতিবিম্ব

তাহাতে দেখিতে পাইলেন না। তিনি একটু অপ্রস্তুত ভাবেই উত্তর করিলেন, "বাবাজি, আমরা লঘু খড়, তোমাদের ইঙ্গিতেই আমরা চলি ফিরি, দৃষ্টান্ত দেখাও, গতি আপনা হতেই ফিরবে।"

অনাদি বলিয়া উঠিল, "সেই কথাইত এতক্ষণ ধরে রাণী দিদিকে বলছি।" "রাজকুমারী ভাই, দোকানদারদের ডাক ক'রে জানিয়ে দাও যে বিলিতি জিনিস রাখলে তাদের বিপদে পড়তে হবে।"

রাজকুমারী উত্তর করিলেন, "না অনাদি, বিলিতি জিনিষ একেবারে বর্জ্জন করার সময় এখনো আসেনি। সেজন্য কিছুদিন ধরে এখনো আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। ভেবে দেখ—দু' বেলা দু' মুষ্টি অন্ন যে সব লোকের মেলে না, তাঁতের দামী কাপড় কিনে পরা কি তাদের সাধ্য? তাঁত-শিল্পকে উদ্ধার করবার সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানারও বিস্তৃত আয়োজন চাই, নইলে বিলিতি শস্তা জিনিসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরাই হেরে যাব।"

অনাদি দমিবার পাত্র নয়; এই কথার উত্তরে সমান উৎসাহে কহিল, "তা বুঝি হচ্ছে না ভাবছ? বঙ্গলক্ষ্মী মিলের বিজ্ঞাপনটা পড়ে দেখ, তা ছাড়া সাবান, দেশলাই, কাঁচের বাসন প্রভৃতি প্রস্তুতেরও আয়োজন হচ্ছে।"

আশানন্দে জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয় ভরিয়া গেল। তাহার সেই অকাল-আনন্দ ম্লান করিয়া দিয়া পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, "আরে অর্ব্বাচীন, একটা বঙ্গলক্ষ্মী মিল দেশের কত কাপড় যোগান্ দেবে বল্ দেখি?"

অনাদি রাগিয়া কহিল, "দেশের কোনো খবর জানেন না আপনি, অথচ একটা কথা বলে বসেন? কেন, বোম্বাই অঞ্চলের কাপড়ের মিল গুলো কি ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয় নাকি?"

কৃষ্ণশ্মশ্রুরাজির মধ্য হইতে পণ্ডিত মহাশয়ের শ্বেত দন্তরাজি প্রছন্ন ব্যঙ্গে বিকশিত হইয়া উঠিল,—তিনি হাসিয়া কহিলেন, "ভারতের কোটি কোটি লোকের কাপড় যোগানো—বাংলা বোম্বায়ের দুচারটি মিলের কর্ম্ম নয় গো!"

অনাদি চড়া মেজাজে কহিল, "ক্রমশঃ আরো হবে।"

"আশা ত সেইরূপই করি। কিন্তু যতক্ষণ তা না হয় অনাদি, ততক্ষণ?"—এ কথা বলিলেন জ্যোতির্ম্ময়ী আশাভঙ্গের স্বরে। উত্তর হইল, "ততক্ষণ বিলিতি কাপড় গুলোকে কর্ম্মনাশা জলে নিক্ষেপ কর। ধ্বংসের উপর গঠন আরম্ভ চিরদিনই হয়ে আসছে। এর মধ্যেই এ কাজ সুরু হয়েছে। ক'লকাতার ছেলেরা পথ দেখিয়েছে, বিষাদপুরেও শুনছি ইতিমধ্যে অগ্নিকাণ্ড—লুটপাট হয়ে গেছে। বিজনকুমার এ দলের একজন গুপ্ত নেতা, তিনি এখন ঘোর স্বদেশী। এবার আমাদের পালা, আমরা সব স্কুলের ছেলেরা এজন্য প্রস্তুত আছি। দোকানদারদের একবার কেবল নোটিশ দিতে বাকী—আর রাজকুমারী দিদির হুকুমের অপেক্ষা!"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি ক্রোধদীপ্ত স্বরে কহিলেন, "অনাদি, ভুলে গেছ কি তোমাদের শপথ? অত্যাচার নিবারণ করাই তোমাদের ব্রত, তার পরিবর্ত্তে

অযথা পীড়নে, পৈশাচিক উন্মাদনা কাণ্ডে তোমরা প্রবৃত্ত হ'তে যাচ্ছ! আর এ কার্য্যে আমার অনুমোদন প্রত্যাশা কর?"

পণ্ডিত মহাশয় 'বন্দে মাতরং'' ধ্বনিতে সংক্ষেপে জ্যোতির্ম্ময়ীর পোষকতা করিয়া কহিলেন, "বৎসে, আয়ুষ্মতী হও—!"

এই সময় একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—"ডাক্তারবাবু আসিতেছেন।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শরৎকুমার গৃহাগত হইয়া অন্য দিনের ন্যায় সাদর অভ্যর্থনা লাভ করিলেন না। এমন কি, তৎকর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া রাজকুমারী তাঁহাকে প্রত্যভিবাদন করিতে পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। গৃহের এই অস্বাভাবিক মৌনভাব লক্ষ্য করিয়া শরৎকুমার প্রথমটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই প্রকৃতিস্থ ভাবে অনাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ঘরের আবহাওয়াটা বড় Stuffy ব'লে মনে হচ্ছে; ব্যাপারটা কিহে অনাদি?"

রাজকুমারীর ভর্ৎসনাঘাত একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু বীর বালক অনাদি মৌনতায় সে অভিমান-জ্বালা গোপন রাখিয়া দেয়াল উর্দ্ধে সূর্য্যোদয়-তৈলচিত্রের নিম্নদেশে রক্ষিত বিবেকানন্দ

স্বামীর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি খানির দিকে গুম্ভাবে চাহিয়াছিল। এবং এই অপ্রকাশ্য জ্বালার যত কিছু চাপভার সবটা ডান পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে চাপিয়া ধরিয়া প্রতিশোধ স্পৃহা-পরতন্ত্র মার্জ্জার-শাবকের ন্যায় তদ্দ্বারা মেজিয়ার বহুমূল্য কোমল কার্পেটের পশমগুলিকে আক্রমণ-বিধ্বস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। গৃহে ঢুকিয়াই দেশী চটি জুতা জোড়াটাকে চৌকীর তলায় সে বিশ্রাম প্রদান করিয়াছিল। আজকাল অনাদি বিলাতী জুতা ত্যাগ করিয়াছে।

অনাদির অভিমানে দুঃখ অপেক্ষা ক্রোধের ঝাঁজটাই ছিল বেশী। "স্ত্রীলোকের কি একটুও মতি-স্থিরতা নাই! এতদিন ধরিয়া স্বদেশানুরাগে হৃদয় জ্বালাইয়া তুলিয়া, দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিতে শিখাইয়া আজ যখন ঠিক কাজ করিবার সময়টি আসিয়া দেখা দিল, তখন কিনা জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়া বসিলেন, 'বিলিতি জিনিষ ধ্বংস কোরোনা।' হে চাণক্যদেব, কি সার কথাই তুমি বলিয়া গিয়াছ! তোমার বুদ্ধিকে নমস্কার! স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী বলিয়া প্রলয়ঙ্করী! বিশ্বাস করিও না তাহাকে,—কেহ বিশ্বাস করিও না, কখনো না, এ জীবনে না, পরজীবনেও না।"

শরৎকুমারের প্রশ্নে তাহার ক্রুদ্ধ চিন্তায় বাধা পড়িল। তাঁহার দিকে চাহিয়া কি উত্তর দিবে—ভাবিয়া ঠিক করিয়া লইবার পূর্ব্বেই রাজকুমারী উত্তরস্বরূপ কহিলেন, "এঁরা বিদেশী অনুকরণে পীড়ন নীতি অবলম্বন ক'রে স্বদেশী হ'তে চান। দোকানদারদের যত বিলিতি পণ্য এঁরা জ্বালিয়ে দেবার মতলব এঁটেছেন। জুলুম ক'রে এঁরা দেশোদ্ধার করবেন, হায় রে!

কার উপর যে আশা বাঁধব! আপনিও কি এই অত্যাচার অনুমোদন করেন ডাক্তার-দা?"

উত্তর হইল—"মোটেই না।" উচ্চারণে বেশ জোর দিয়াই শরৎকুমার এই কথা বলিলেন। হঠাৎ যেন দক্ষিণা বাতাসের একটা ঝাপটা আসিয়া গৃহের উত্তপ্ত রুদ্ধবায়ুকে ছিন্নভিন্ন করিয়া উড়াইয়া দিল, সেই স্বাস্থ্যপূর্ণ স্নিগ্ধ বায়ু হৃদ্‌রোগীর ন্যায় সজোরে নিশ্বাসে গ্রহণ করিতে করিতে হৃত-আশা পুনর্লাভ করিয়া রাজকুমারী অনাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে দৃষ্টির অর্থ—"শুনিলে ত অনাদি, কি বল তুমি ইহাতে?"

ডাক্তারের এই জোর কথায় অনাদির মনটাও যেন ডিগ্‌বাজি খেলিয়া ঠিক স্থানটির উপর গিয়া পড়িল।

শরৎকুমারের বিদ্যাবুদ্ধির উপর তাহার সুগভীর শ্রদ্ধা। তিনিও যখন তাহাদের কল্পিত কার্য্যকে দেশের পক্ষে অহিতকর বলিয়াই জ্ঞান করিতেছেন, তখন অপর যে যাহাই বলুক, সে কার্য্য তাহার পরিত্যজ্য। এই ভাব মনে আসিবামাত্র পাথরের মত শক্ত রাগটাও তাহার জল হইয়া পড়িল। টেবিলের ঘড়িটা ঠুং করিয়া উঠিয়া জানান্ দিল—"সময় বহিয়া যায় যে, ভাবনাতেই দিন কাটাইলে চলিবে না ত!"

অনাদি ঘড়ির দিকে চাহিয়া অতঃপর সহজ ভাবেই বলিল, "দিদি ভাই, ৮॥ টা বাজলো, স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে নিইগে। আমাদের কর্ত্তব্য, রাণীদিদি, তোমরা দু'জনে মিলে মীমাংসা করে রাখ।"

রাজকুমারী বুঝিলেন, অনাদির মনের গতি ফিরিয়াছে। শরৎকুমারকে এজন্য স্বগত ধন্যবাদ দিয়া প্রকাশ্যে হৃষ্টচিত্তে অনাদিকে কহিলেন, "তুমি ভাই স্কুলে গিয়ে ব্যায়াম সমিতির ছেলেদের আজ বিকালে বাগানে আস্‌তে ব'লো। ব্যায়াম খেলার দিন আজ নয়; না ডাকলে কেউ এদিকে আসবে না। আমার রাখি-বন্ধনের নিমন্ত্রণ সবাইকে জানিয়ে দিও।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া অনাদি তাহার চটি জুতা জোড়ার খোঁজে প্রবৃত্ত হইল। এই সসম্মান স্বীকারোক্তিতে রাজকুমারীকে সে নিরুত্তর করিয়াছে বলিয়াই মনে করিয়াছিল,—কিন্তু তাহার ভুল ভাঙ্গাইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী আবার কহিলেন, "যে আজ্ঞে" নয়!— আমার হাতের 'রাখী' প'রে আজ তোমাদের আর একবার শপথ করতে হবে যে; দেশের নামে তোমরা কোন অত্যাচার করবে না। ব্যায়াম সমিতির উদ্দেশ্য যদি তোমরা কেউ ভুল বুঝে থাক ত সে ভুল আজ ভেঙ্গে যাক্। বুঝলে ত অনাদি?"

"বুঝেছি, বুঝেছি আর বেশী বলতে হবে না।" আর একটা কি কথা সে বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু চাপিয়া লইয়া করায়ত্ত জুতা জোড়াকে পদায়ত্ত করিয়া চট্‌পট্ গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইল। পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "আমায়ও এখনি যেতে হবে, ন'টা বাজলেই উঠব। মায়ের কাছে এলে আর যেতে ইচ্ছা করে না।" শরৎ-কুমার বলিলেন, "যেতে হ'বে সকলেরই এক সময়ে— ব্যস্ত হচ্ছেন কেন।"

রাজকুমারীর এতক্ষণে হুঁস হইল, শরৎকুমার আসিয়া পর্য্যন্ত

বসেন নাই, অনুশোচিত চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ডাক্তার-দা, বসুন, কি বর্ব্বর আমি! অতিথিকে অভ্যর্থনা ক'রতে পর্য্যন্ত ভুলে যাই। মাপ কর্ব্বেন।"

শরৎকুমার একটা চৌকীর মাথায় হাত রাখিয়া যেমন দাঁড়াইয়া ছিলেন, তেমনি রহিলেন; বসিবার কোন লক্ষণই প্রকাশ না করিয়া সহাস্যে কহিলেন, "ভয়ে ক'ব, না নির্ভয়ে, আজ্ঞা করুন।"

উত্তর হইল—"অবশ্য নির্ভয়ে।"

আশ্বস্ত হইয়া শরৎকুমার কহিলেন, "আমাদের শাস্ত্রকারগণ যেহেতু শিষ্টাচার প্রয়োগে সাধারণ আলাপের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনার যুক্তি দিয়ে যান্ নি, সেই হেতু বর্ত্তমানে আপনার ভাষাকে বিদেশী অনুকরণভাব-দুষ্ট বলা যায় কিনা? পণ্ডিত মহাশয় তাহার বিচার করুন।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "এ বিচারের ভার এখনি আমি গ্রহণ ক'রতে অপারক। মনুসংহিতা এবং পাণিনি—এই উভয়-বিধ শাস্ত্র আয়ত্ত ক'রে নিয়ে তবে এ প্রশ্নের উত্তর দান করা যেতে পারে, একটু অপেক্ষা ক'রতে হবে বাবাজি।"

জ্যোতির্ম্ময়ী সহাস্যে কহিলেন, "আচ্ছা, ক্ষমা করতে হবেনা, বসুন ডাক্তার-দা?"

ডাক্তার বলিলেন, "ক্ষমা করবার অধিকারও ত আমাদের নেই রাজকুমারী। মানুষে দোষ করে—দেবতারা ক্ষমা করেন, আমরা মানুষ—আপনারা দেবী—ক্ষমা করতে হয় যদি, সেও আপনারাই কর্ব্বেন—"

পণ্ডিত মহাশয় লোকটি রসগ্রাহী; ডাক্তারের বাক্যে প্রীত হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক কহিলেন, "সাধু—সাধু!"

ডাক্তার মস্তক আনতিতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে চাহিয়া আবার কহিলেন, "আমায় এখনি যেতে হবে রাজকুমারী, বসবার ত বেশী সময় নেই; তা ছাড়া গৃহকর্ত্রী যখন দাঁড়িয়ে আছেন—তখন—"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, 'হ্যাঁ, তখন আপনি বসেন কি করে? আপনি যে মূর্ত্তিমান বিনয়—সে কথাটা ভুলে যেতে হয়।"

কথা কহিতে কহিতে একগাছি 'রাখি' তুলিয়া লইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন; মনের ইচ্ছা 'রাখি' গাছটি শরৎকুমারের হাতে বাঁধিয়া দেন। কিন্তু সে ইচ্ছাটা কার্য্যে পরিণত করিতে মনের মধ্যে কি যে একটা সঙ্কোচ আসিয়া বাধা দিল; তিনি রাখিগাছা ডান হাতের অঙ্গুলি দ্বারা বাম হস্তের তর্জ্জনীতে পাকাইতে পাকাইতে কহিলেন—

"ডাক্তারদা তবে কি—?"

তাঁহার কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল—এই সময় নয়টার প্রথম ঘণ্টা পড়িবামাত্র পণ্ডিত মহাশয় তাড়াতাড়ি জ্যোতির্ম্ময়ীর কাছে আসিয়া হাতটা বাড়াইয়া কহিলেন—

"তোমার হাতের রাখি না প'রে যেতে পারছিনে মা।"

মনের আবেগে এই তৃতীয় ব্যক্তিটির অস্তিত্ব জ্যোতির্ম্ময়ী সহসা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, সচকিত লজ্জিত ভাবে হাসিয়া বলিলেন—

"আসুন পণ্ডিতমহাশয়, রাখি পরিয়ে দিই।"

হাতের সে রাখি গাছটি টেবিলে রাখিয়া তিনি আর এক গাছি রাখি তুলিয়া লইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের হস্তে কসিয়া দিতে দিতে কহিলেন—

"উপদেশ দিন্ এখন গুরুজি, আমার কাজ কি?"

রাখি ধারণ করিয়া পণ্ডিত মহাশায় বলিলেন, "মা, তোমাকে উপদেশ দিই এমন সাধ্য আমার কি! তুমি স্বয়ং শক্তিরূপা ভগবতী! তুমিই আমাকে আদেশ করিবে, আমি পালন করিয়া চলিব।"

গুরুদেব গম্ভীরভাবেই এই কথাগুলি বলিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী হাস্য-পরিহাসে এই গুরুগম্ভীর বাক্যভার লঘুতরল করিবার উদ্দেশে খুব খানিক হাসিয়া লইয়া কহিলেন, "দেখুনত ডাক্তার-সাহেব, গুরুজির কথার শ্রী!"

ডাক্তার তাঁহার মনের ভাবটা ধরিয়া লইয়া পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন, "গুরুজি ত ঠিক কথাই ব'লেছেন। আপনি কি মনে করেন, আপনার গুরুজি তিব্বত-বিহারী মহাত্মা—উপদেশের অতীত?"

পণ্ডিতমহাশয় দুইগাছা রাখিতে কিরূপ শোভা হইয়াছে তাহা দেখিতে বাম হাতটা দাড়ি হইতে নামাইয়া ছিলেন, পুনরায় হস্ত যথানিয়োজনে নতমুখ উন্নত করিয়া বলিলেন, "মায়ের উপদেশ বাবাজি, মহাত্মাদেরও শিরোধার্য্য। আদেশ কর মা তুমি আমাকে, কি করিব?"

শরৎকুমার কহিলেন, "ওঁকে তবে আদেশ করুন রাজকুমারী, উনি যেন ঘরের পোষাপাখীটাকে পাড়াপড়সীর নাম ডাকতে না শেখান্।"

পণ্ডিতমহাশয় হঠাৎ 'থ' হইয়া গেলেন. দাড়ী হইতে হাতটা সহসা নামিয়া পড়িল। জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া কহিলেন, "ডাক্তারদা —কি যে বলেন আপনি ?"

"আচ্ছা, পণ্ডিতমহাশয়কেই জিজ্ঞাসা করুন কথাটা ঠিক কি না ?"

পণ্ডিতমহাশয়ের কথা ফুটিল—কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন, "পাড়াপড়সীর নাম ডাকতে শেখাই আমি! এ কি বিশ্বাসের কথা না ? কে বল্লে বলত হে ?"

উত্তর হইল—"যার নামে পাখী বুলি ধরেছিল সেই বলছিল।"

"সেই বলছিল ! লোকটা কে শুনি ! নামটাই বলনা !"

"সে কথা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন।"

পণ্ডিতমহাশয়ের অতঃপর ধৈর্য্যচ্যুত হইল, চড়ামেজাজে কহিলেন, "আমি কিছু জানি টানিনে বাপু, তুমি কি জেনেছ, শুনেছ তুমিই বলতে পার।"

"নিতান্তই শুনবেন সেকথা !" বেশ গম্ভীর হইয়া শরৎকুমার এ কথা বলিলেন—"শুনুন তবে। কাল সকালে আমি যাচ্ছিলুম যখন আপনার বাড়ীর পাশ দিয়ে হাসপাতালে, আপনার পাখীটি তখন মনের সুখে বুলি ধরেছে—আর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে একজন স্ত্রীলোক গালে হাত দিয়ে বলছে—কি ঘেন্না গো কি আক্কেল,

দেবদেবীর নাম রইল শিকেয় তোলা—আর পাখী ধরেছে বিন্দুর নাম।”

শরৎকুমার যে সরস অভিনয়ে কিরূপ গল্প জমাইতে পারেন রাজকুমারী আজ তাহার প্রথম পরিচয় পাইলেন, হাস্যোল্লাসে গৃহ পূর্ণ হইল। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় ইহাতে যোগ দিতে পারিলেন না, তিনি ক্রুদ্ধস্বরেই কহিলেন, “দেখেছ বিন্দু-ময়রাণীর স্পর্দ্ধা! পাখীকে আমি কি না তার নাম্ গান করতে শেখাব!”

“কিন্তু আমারো মনে হোল, পাখী বিন্দু বিন্দু বলেই যেন ডাকছে।” এই সমর্থন বাক্য পণ্ডিতমহাশয়ের অসহ্য হইয়া উঠিল। সক্রোধে বলিলেন, “দাঁড়াওনা গলাটিপে পাখীটাকে মেরে ফেলছি গিয়েই।”

শরৎকুমার পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবেই বলিলেন, “কি বলেন গুরুজি! রাখিবন্ধনের উপদেশ এক মুহূর্ত্তেই ভুলে গেলেন!”

পণ্ডিতমহাশয়ের ওষ্ঠাধর এইবার হাস্যরেখায় উন্মীলিত হইল, সহাস্যে কহিলেন, “জানেন ডাক্তার সাহেব,—আমি শেখাচ্ছিলুম পাখীটাকে ফুলের নাম!”

“ফুলের নাম!” শরৎকুমার ব-অক্ষর আদি ফুলের নাম মনে করিতে চেষ্টা করিলেন—“বকুল, বেলা, বনতুলসি, বংশীবট, কই ব-ওয়ালা ফুলের নাম ত বেশী মনে আসছে না গুরুজি? তবে বধূ বলে অভিধানে একটা কথা আছে, কাব্যকারগণ ফুলের সঙ্গে তার তুলনা করে থাকেন বটে!”

পণ্ডিত মহাশয় যে বিপত্নিক তাহা শরৎকুমার জানিতেন না। গুরুজি একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তরে কহিলেন,—

"কেন, বন্ধু শব্দ! আসল ব্যাপারটাও বাবাজি তাই। এই—এই—ধর অরবিন্দ। আমি তা'কে হৃদয় বন্ধু ব'লে মনে করি কিনা —তার প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধাভক্তি। কে জানে তা থেকে এমন উল্টো উৎপত্তি হবে! উপর অংশ বাদ দিয়ে পাখী হত-ভাগাটা কিনা শেষটুকুই ধ'রলে!"

"ভবিষ্যতে সাবধান হবেন,—দেখছেন ত কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! কোন দিন শেষে সাগরিকার সারির মত আপনার পাখী একটা কাণ্ড কারখানা ক'রে বসবে!" এই কথা বলিয়া শরৎকুমার জ্যোতির্ম্ময়ীর দিকে চাহিয়া বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনার গুরুজিকে উপদেশ দিতেও সাহসী হচ্ছি রাজকুমারী, দেখছেন ত—ডাক্তারেরও মতিভ্রম হয়!"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "মতিভ্রম নয়, ঠিক বলেছ বাবাজি,—আমার মনের মধ্যে একটা ভাবনা ধরে গেল! দেখো মা, একথাটা যেন কুন্দের কাণে না যায়। তিনিও ত এ থেকে উল্টো বুঝতে পারেন!"

তাঁহার এই অনুনয় ভঙ্গীতে কণ্ঠাগত হাস্যোচ্ছ্বাসকে বহু কষ্টে চাপিয়া লইয়া রাজকুমারী কহিলেন, "কুন্দদিদির বাড়ী থেকে আসতে এখনো দেরী আছে, তিনি যতদিনে আসবেন, ততদিনে এ' কথাটা চাপা পড়ে যাবে।"

রাজকুমারীর এ প্রসঙ্গ ভাল লাগিতেছিল না, তিনি অতঃপর

ইহা বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে শরৎকুমারের দিকে চাহিয়া গম্ভীর-ভাবে কহিলেন,—

"ডাক্তার-দা আপনি এখানে হঠাৎ এ সময় কেন এলেন তা ত এখনো বল্লেন না!"

পণ্ডিত মহাশয় একবার ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমারও যে কৌতূহল জন্মাল,—এখনো পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে পারি, কথাটা শুনেই যাই।"

সকলের কৌতূহল নিবারণ করিয়া শরৎকুমার উত্তর করিলেন, "রাজাবাহাদুরের দৌত্য নিয়ে এসেছি। আগামী সপ্তাহের রবিবারে প্রসাদপুরে বঙ্গবিভাগ-প্রতিবাদ্-কনফারেন্স হবে; অতিথিসম্বর্দ্ধনার জন্য আপনি প্রস্তুত হ'য়ে নিন্। সভার প্রোগ্রামও আপনাকেই ঠিক করতে হবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "সত্যি! বেশ বেশ! অতিথিসৎকারের জন্য ভাবিনে ডাক্তার-দা। সে বন্দবস্ত ত আপনারাই করবেন, কিন্তু গানের রিহার্সেলের জন্য সময়টা যেন একটু সংক্ষেপ মনে হচ্ছে।"

শরৎকুমার বলিলেন, "আজ শুক্রবার, এখনো পূর্ণ ১০টা দিন হাতে আছে; তার মধ্যে আপনার রিহার্সেল খুব হয়ে যাবে।"

পণ্ডিত মহাশয় এইবার প্রস্থানোদ্দেশে পদ বাড়াইয়া বলিলেন, "ভাবিত হয়ো না মা, আমরা তোমার সহায় আছি। এখন আসি তবে, বিকালে সর্ব্বাগ্রে ছুটে আসব।"

পণ্ডিত মহাশয় চলিয়া গেলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "আমার বড় আহ্লাদ হচ্ছে ডাক্তার-দা; অনেকদিন ধরে এখানে একটা জাতীয় সভা আহ্বান করবার কথা আমি বাবাকে বলছি। দেশের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিশেষত সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা বহুদিন ধরে আমার মনে জেগেছে, তা বোধ হয় আগেই একদিন আপনাকে বলেছি। খুব সুখবর ডাক্তার-দা!"

"আরও একটি সুখবর আছে রাজকুমারী। মকদ্দমায় আমরা বেকসুর মুক্তিলাভ করেছি।"

রাজকুমারীর মুখকান্তি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, তিনি পূর্ণানন্দে কহিলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সত্যাই ন্যায়াবতার। কালই বিকালে গিয়ে আমি তাঁদের রাখি পরিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে আসব। আর দেখব যদি এই প্রতিবাদ কন্‌ফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট তাঁকেই করতে পারি। ডাক্তার-দা, আজ বিকালে রাখিবন্ধনের সময় আপনিও আসছেন ত?"

"নিশ্চয়। কিন্তু না, সম্ভবতঃ আসতে পারব না, হাসপাতালে আজ বিকালে একটা অস্ত্রচিকিৎসা আছে।"

রাজকুমারী একটু ক্ষুণ্ন হইয়া পড়িলেন, দু-এক মুহূর্ত্ত সময় লইয়া বলিলেন, "তবু চেষ্টা করবেন, আমি অপেক্ষা করব—ফিরতে যদি সন্ধ্যা হয়ে যায়—তবুও আমি অপেক্ষা করব।"

একি মধুরতা! এ কি মাদকতা! এই দুই চারিটী কথায় শরৎকুমারের মনোপ্রাণ সহসা অমৃত ধারায় ভরিয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে মুগ্ধের ন্যায় কহিলেন; "Caseটা বড় কঠিন, আমার মনে

হচ্ছে ফিরতে রাত হয়ে যাবে, অপেক্ষা করবেন না রাজ-কুমারী।"

রাজকুমারী বলিলেন, "বেশ, অপেক্ষা করব না তবে। তবুও পারেন ত আসবেন ডাক্তার-দা। অনাদির ভাব দেখে আমার মনে ভারী একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। আমি যদি ভাল করে ছেলেদের বোঝাতে না পারি, আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন যে, তারাই যথার্থ দেশভক্ত, সাধক যারা—" জ্যোতির্ম্ময়ী হঠাৎ থামিয়া পড়িলেন, কি বলিয়া এই বাক্য সমাপ্ত করিবেন যেন ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না। শরৎকুমার সে অভাব পূরণ করিয়া কহিলেন, "তাহারাই যথার্থ দেশভক্ত, সাধক,—যাহাদের মূলমন্ত্র রক্তপাত নহে আত্মপাত। শোণিতার্ঘ্য—মাতৃভূমি সুখে গ্রহণ করেন না, তাহাতে তাঁহাকে কলঙ্কিত করা হয়।"

কি সুন্দর কথা! জ্যোতির্ম্ময়ী কি স্বপ্নবাণী শুনিলেন!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনাদি স্কুলে গিয়া দেখিল, ব্যায়াম সমিতির অনেক ছেলেই অনুপস্থিত। শুনিল, ন্যাসন্যাল শিল্পের প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান করিতে তাহারা কলিকাতায় গিয়াছে। অগত্যা স্বল্পসংখ্যক মাত্র

বন্ধুবান্ধব লইয়াই বিকালে অনাদি জ্যোতির্ম্ময়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষায় আসিল।

অতিথিগণ আসিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই আতিথ্যকারিণী বাগানে আসিয়া আয়োজন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। দাসদাসী-গণ তাঁহার আদেশে ও উপদেশে খাদ্যসম্ভার তরুকুঞ্জে টেবিলে সাজাইয়া রাখিতেছে, কর্ত্রী স্বয়ং স্বহস্তে সরবৎ প্রস্তুতভার গ্রহণ করিয়াছেন। এতই নিবিষ্ট চিত্তে তিনি একার্য্য করিতেছিলেন যে ইতি মধ্যে হরিরাম কখন যে নিকটের তরুপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই।

হরিরামের স্কন্ধে এক বৃহৎ লৌহ ধনুকছিলা; আসিবার পথে ইহার ঘুন্টীগুলা সজোরে নাড়াইয়া আপনার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিতে সে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু এ শব্দেও রাজকুমারীকে তাহার অস্তিত্বে সচেতন করিতে পারে নাই দেখিয়া অতঃপর নিঃশব্দেই কিছু দূরে দাঁড়াইয়া কার্য্যরতা সেই লক্ষ্মী মূর্ত্তিকে প্রীতিনয়ন ভরিয়া দেখিতেছিল। এই অসামান্য রূপ-লাবণ্যময়ী বালিকা শিশুকালে তাহারি ক্রোড়ে মানুষ হইয়াছে—ইহা ভাবিয়া গর্ব্বানন্দে তাহার বক্ষঃ জোয়ারের জলের মতই ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ী কার্য্যান্তে হাত ধুইয়া আর একবার উত্তমরূপে টেবিল-সজ্জা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইয়া একখানি লৌহ-চৌকিতে আসিয়া যখন বসিলেন; তখন হরিরাম নিকটে আসিয়া নমস্কার পূর্ব্বক কহিল, "এই দেখ রাণি-মা, তোমার আদ্য পুরুষের সেই নামজাদা ধনুক।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "এত দিনে খুঁজে পেয়েছ, হরিরাম ?"

"পাব না ? মা আমার আজ্ঞা করলেন—খুঁজি আন সে পুরাতন ধনু ; হরিরাম কি আর চুপ করি থাক্তি পারে ? বলব কি মা দুখের কথা, তোষাখানার হইচে যেডা নব কর্ম্মকর্ত্তা, সেটা একটা আস্ত জাম্বো।"

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া বলিলেন, "জাম্বো কি হরিরাম ?"

"এই তোমরা যানারে কও জাম্বুবান, আমরা তানারেই কই জাম্বো ! সেডাকি বোজে—মতির মালা আর ইটুপাটুকেলের তফাৎ ! এই ধনুছিলাটা কিনা ফেলি রাখচে কতক ভাঙ্গা-চোরা জিনিষ পত্তরের মদ্দি —"

"তা পেয়েছ ত, সেই ভাল।"

"হাঁ তা পাইচি। না পালি বড় খারাবি হোত। ঠাউর মশয় লিখি থুইচে যে, এ ধনুতে রাজ্যি বদলি হইবে। রাম—ধনুক ভাঙ্গি তবে ত সীতারে পাইচিলেন মা !"

জ্যোতির্ম্ময়ী হরিরামকে এবিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, "হরিরাম, তুমি এতদিন ছেলেদের লাঠিখেলা শিখিয়েছ, এইবার তোমার কাজ বাড়লো, এবার ধনুর্ব্বাণ ছুঁড়তে শেখাও।"

"তা শিখাব বইকি ! কিন্তু তাহলে ধনুক তৈরি করাও মা, এ ধনু-ছিলা তুলতি পারে এমন জন ত এয়ানে দেহি নে। এ ধনুক হইচে সনাতন চৌধুরীর হাতের ধনুক ; এই ছিলায় যহন

বাণ ছুট্‌ত, তহন বন জঙ্গলের কোন জানোয়ারই রেহাই পাত না।"

কৌতূহলপরায়ণা শশীদাসী রাজকুমারীর পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিয়া উঠিল—"সত্যি রাণীদিদি, ঠিক কথা! পাঁড়ের মুখেও এই কথা শুনেছি।"

হরিরাম বলিল, "পুঁথির কহন কি মিথ্যা হয়! শোন ও বাক্যি! গণক ঠাউর রাজপুঁথিতে এই সব লিখি থুইচে। ডুটো কুঁদো বাঘ গাঁ উজোর করি যহন ফ্যাল্লে, তহন প্রজারা কাঁদি কাটি রামপুরের রাজার পা চাপি ধরলো; ঠিক কি না তুই ক?"

শশীদাসী কহিল, "রামপুর নয়গো—রাজপুর।"

হরিরাম রাগিয়া বলিল, "রামপুর হইল জিলা আর রাজপুর হইল—রাজার পাটস্থান! মেয়েজাত এমন আম্মক তাত এই দেহি। রাজা পাটে বসি হুকুম দিলেন, এ বাঘ যে মারি আনবে সে প্রসাদপুর বক্‌সিস পাবে। সনাতন চৌধুরী খবর শুনিত ভারী খুসী—রাজদরবারে আসি কইলেন—আমারে দানপত্র লিখিয়া দেওয়া হোক।"

এতক্ষণ জ্যোতির্ম্ময়ী নীরব হাস্যমুখে তাহার দীর্ঘকাহিনী শুনিয়া যাইতেছিলেন। এই বার তাহার উপন্যাস সংক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "তারপর সনাতন চৌধুরী বাঘ শীকারের পুরস্কার স্বরূপ রাজ্য এবং রাজকন্যা এক সঙ্গে লাভ করিলেন? এই না হরিরাম?"

কিন্তু এত সহজে হরিরাম নিবৃত্ত হইবার নহে; সে কহিল,

"কহন কথা আরো কইচে যে, সনাতন চৌধুরী হাত্তির পিঠে চড়ি—রাজপুরীতে আইলেন।"

রাজকুমারী বলিলেন, "শ্বেত হাতীর পিঠে অবশ্য।"

"হাঁ মা! রাজা বাঘ দু'টারে মাইরা ছিলায় বাঁধবার কালে—ধনুকের ঘুন্টির রবে জঙ্গল ভইরা উঠ্‌লো; আর অমনি—"

দাসী বলিল, "ঘুন্টির রবে না বংশীধ্বনিতে? সবাই কয় রাজা খুব বাঁশি বাজাতে পারতেন।"

"শোন বাক্যি! ঘুন্টির রব বংশীধ্বনির চেয়ে কম নাকি?"

হরিরাম ধনুকের ঘুন্টিগুলা ঝন্‌ঝন্ করিয়া বাজাইয়া দিল— রাজকুমারী হাসিয়া কহিলেন, "আমার ত এ ধ্বনি বাঁশির স্বরের চেয়েও সুমধুর মনে হ'চ্ছে।"

আহ্লাদে হাস্যবিকশিত হইয়া উঠিয়া হরিরাম কহিল, "এই ঘুন্টির রবে শ্বেতহস্তী বনের বাহিরে আইসা, চৌধুরী মশয়কে শুঁড়ে তুইলা পিঠে চড়ায়ে রাজার কাছে আইনা হাজির করলেন, রাজা ত দেইখা শুইনা অবাক্, তিনি কইলেন—ওগো সনাতন চৌধুরী, তুমি তু দেহি ব্রাহ্মণ সন্তান—তোমারেই আমি কন্যাদান করব। রাজমাতা আপুনি আইসা তহন বরণ কইরা হাতি থে নামাইলেন। পুঁথিখান একবার পইড়া দেহ মা!"

"পুঁথি পাওয়া যাচ্ছে না হরিরাম!"

"পুঁথি পাওয়া যায় না!—"আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতে গিয়া হরিরামের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে বলিল,—

"এ সেই দুর্জ্জন বেটার কীর্ত্তি! চুরিয়ে রাখ্‌ছে। আজ্ঞা কর মা, তার ভিটে পুড়িয়ে পুঁথি আনি।"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "না, সে সব কিছু করতে হবে না; তাঁর কাছেই থাক না; ক্ষতি কি তাতে। হরিরাম তুমি ধনুকটা কাঁধ থেকে নামাও ত, দেখি আমি তুলতে পারি কি না?"

হরিরাম "হা হা" করিয়া হাসিয়া ধনুক নামাইয়া ভূমে রাখিল। জ্যোতির্ম্ময়ী উঠাইতে চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হইয়া কহিলেন, "তাই ত ভয়ানক ভারী! ব্যায়ামের দিনে এবার এর দ্বারা আমার ছেলেদের শক্তি পরীক্ষা করতে হবে।"

হরিরাম বলিল, "মা জননি, ঠাউরের সে আজ্ঞে নেই; এ ধনুক যারে তারে ধরতে দিতে নিষেধ। এমন কহন আছে, রাজার ঘরে যদি পুত্র সন্তান না হয়, ত এই ধনুক যে বেটা ধারণ করবে——"

এ কাহিনী শোনার দায় হইতে নিষ্কৃতিলাভের অভিপ্রায়ে রাজকুমারী তাড়াতাড়ি বলিলেন, "আচ্ছা হরিরাম, এ ধনুক তুমি নিয়ে গিয়ে হাতিয়ারশালায় দেয়ালে সাজিয়ে রাখগে— আমার এখন একটু কাজ আছে।"

হরিরাম আর কোন কথা না কহিয়া ভূমিপতিত ধনুক সজোরে স্কন্ধে ধারণ করিল। এই সময় রূপসিংহ দ্বারবান আসিয়া সৈনিক প্রথায় সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক রাজকুমারীর নিকট একখানি পত্র-পাত্র ধরিল। রাজকুমারী পত্রখানি তুলিয়া হস্তে গ্রহণ করিবামাত্র সে আর একবার কায়দাসহকারে তাঁহাকে

সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। পত্রখানি পণ্ডিত মহাশয়ের। লিখিয়াছেন, আজ বিকালে তিনি সম্ভবতঃ জ্যোতির্ম্ময়ীর নিমন্ত্রণে আসিতে পারিবেন না। কারণ, দুপুরের 'পর হইতে তাঁহার পাখীটির বুলি সহসা বন্ধ হইয়া পড়ায় তিনি বড়ই ভাবিত আছেন। যতক্ষণ তাহার বুলি না ফোটে—ততক্ষণ তাঁহার গতিবিধি সমস্তই অনিশ্চিত।

এই সংবাদে জ্যোতির্ম্ময়ীও ভাবিত হইয়া পড়িলেন,—তিনি জানেন, পাখীটি পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাণের ধন, তাহার মৃত্যু হইলে পণ্ডিত মহাশয়ের বড়ই কষ্ট হইবে। তিনি গমনোদ্যত হরিরামকে ডাকিয়া কহিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়ের পাখীটার অসুখ করেছে—তুমি ত হরিরাম একজন শীকারী, পাখীর চিকিৎসা জান বোধ হয়?"

হরিরাম মাথা নাড়িয়া বলিল,—"উঁহুঁ; আমি জানিনে; হাতেম মিঞা জানে। সে আমার বাড়ীর কাছেই থাকে।" জ্যোতির্ম্ময়ী সানুনয়ে কহিলেন, "যাও হরিরাম, এখনি তাকে নিয়ে গিয়ে পণ্ডিত ম'শায়ের পাখীটিকে দেখাও। ব'লো, সারাতে পারলে খুব বক্‌সিস্‌ পাবে।"

হরিরাম 'যে আজ্ঞা' বলিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক ঘুন্টি বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেল।

অপরাহ্নে যথাসময়ে নিমন্ত্রিত বালকগণ আম বাগানে আসিয়া সমবেত হইল। জ্যোতির্ম্ময়ী স্বয়ং তাহাদিগকে রাখি পরাইবেন, তাহাদের আনন্দ-উৎসাহ দেখে কে? বন্দেমাতরম্‌ ধ্বনি তুলিয়া

তাহারা প্রবেশ করিল; বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে রাখি পরিয়া আনত-মস্তকে তাঁহাকে নমস্কার অভিবাদন করিল। জ্যোতির্ময়ীর জীবন মাতৃভাবে সার্থক হইয়া উঠিল। তিনি রাখিবন্ধন শেষে প্রত্যভিবাদনে আর একবার তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "আজকের রাখিবন্ধন-উৎসব আমাদের ব্যায়াম উৎসবেরই একটি অঙ্গ। সমিতির প্রতিষ্ঠা দিনের শপথ তোমাদের মনে আছে ত?"

ইহার উত্তরে বহুকণ্ঠ একই কণ্ঠের মত ধ্বনিত হইয়া উঠিল—"মনে নেই সে শপথবাক্য! কি বলেন রাজকুমারি?" সকলে থামিলে, বসন্তকুমার নামে সমিতির একজন তেজস্বী বলবান যুবক উত্তর করিল, "দেশের কাজে যদি কোনদিন এই বাহুবল সার্থক করতে পারি তবেই সে শপথ ভোলার দিন আসবে; তার আগে নয়।"

রাজকুমারী নীরব হইয়া পড়িলেন; বসন্তকুমারের একথার অর্থ তিনি ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। কিছু পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাহুবলের সার্থকতাই ত আমাদের কার্য্যের উদ্দেশ্য নয়—বসন্ত; আমাদের পথ ত অত্যাচারের পথ নয়। আমাদের জীবনের সার্থকতা, কার্য্যের সফলতা আত্মপাতে; রক্তপাতকে কখনো যেন আমরা গৌরবের কার্য্য ব'লে বিবেচনা না করি।"

সহসা সুপ্তি ভঙ্গে অতিথির দল যেন চমকিয়া উঠিল। ব্যায়াম সমিতি প্রতিষ্ঠার দিনে তাহারা কি শপথ করিয়াছিল অক্ষরে

অক্ষরে তাহা কাহারো স্মরণ ছিল না; দেশের জন্য কাজ করিতে তাহারা শপথবদ্ধ—এই কথাই মাত্র তাহাদের মনে জাগরূক ছিল। অনাদি কেবল প্রাতঃকালে তাহার বিস্মৃত স্মৃতি পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়া পাইয়াছে। অন্য কেহ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই সে জ্যোতির্ম্ময়ীর নিকট আসিয়া নতমস্তকে বলিল,

"যথাদেশ রাজকুমারী; রক্তপাতকে অবজ্ঞা করিয়াই আমরা চলিব।"

"কিন্তু যদি আবশ্যক হয়!"

একটী ক্ষীণদেহ অল্পবয়স্ক বালক পশ্চাৎ হইতে এই প্রশ্ন করিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী উত্তরে কহিলেন, "আত্মরক্ষার জন্য, দুর্ব্বলরক্ষার জন্য বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ ত অনিবার্য্য,—কিন্তু—"

রাজকুমারী এই পর্য্যন্ত বলিয়া সহসা থামিয়া গেলেন— অনাদি তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ কহিল, "কিন্তু রক্তপাতে দেশ ব্রত উদ্‌যাপন-সঙ্কল্প আমাদের মনে যেন না জাগে। রাজ-কুমারী এই কথাই ব'লছেন আর এই ভাবের শপথেই আমরা পূর্ব্ব হতে নিজেদের আবদ্ধ করেছি। 'অন্যথা বল প্রকাশ বা দ্বন্দ্ব করিবে না।' ইহা আমাদের নিয়মাবলীর একটি সূত্র।"

সকলেরই মনে হৃত স্মৃতি পুনর্জ্জাগরিত হইয়া উঠিল। ব্যায়াম প্রতিষ্ঠাদিনের আনন্দ উচ্ছ্বাসের কথা মনে পড়িল,—উৎসাহ ভাবে নীয়মান হইয়া সম্মুখের বালকশ্রেণী অবনত মস্তকে বলিল,

"আমরা রাজকুমারীকে গুরু বলিয়া জানি, গুরু বলিয়া মানি, তাঁহার আদেশ সর্ব্ব সময়েই শিরোধার্য্য।"

এই বলিয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে তাহারা জয়ধ্বনি তুলিল। পশ্চাতের দুই চারিজন বালকের নীরবতা সেই জয়ধ্বনির মধ্যে কেহ লক্ষ্য করিল না।

ইহার পর বালকগণ আনন্দ কোলাহল করিতে করিতে ভোজের দিকে মনোনিবেশ করিল। যখন বিহঙ্গ বৈতালিকগণ সন্ধ্যাবন্দনায় কানন মুখরিত করিয়া তুলিল, পান ভোজনাদি শেষ করিয়া বালকগণও তখন বন্দেমাতরং গীতে আগমনী গাহিল। বন্দনাগীতি-স্বাগত সন্ধ্যারাণী, শান্তিময় আশীষালোকে ভুবন ভরাইয়া তুলিয়া ধরণীতে পদার্পণ করিলেন। এই কল্যাণ-রূপিনী জননীর স্নেহ-ক্রোড়ে রাজকুমারীকে সংরক্ষিত করিয়া বালকগণ প্রসন্নমনে বিদায় গ্রহণ করিল।

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জন শূন্য কানন তলে লৌহাসনে আসীনা রাজকন্যা আকাশের দিকে চাহিয়া চিন্তামগ্ন। সন্ধ্যা পূর্ব্ব হইতে দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলা দিব্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া এখন আত্মগোপন প্রয়াসে আকাশের শেষপ্রান্তে প্রায় নামিয়া পড়িয়াছে; ঐ ডুবিল, ঐ নিবিল! সন্ধ্যাতারার উজ্জ্বল রূপ সহসা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পার্শ্বের ক্ষীণকান্তি মঙ্গলগ্রহ অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্টভাবে নেত্রগোচর হইল। তাহার দিকে চাহিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ভাবিতে লাগিলেন "মঙ্গলগ্রহে বার্ত্তা প্রেরণের জন্য কত জ্যোতিবী প্রাণান্ত প্রয়াস করিতেছেন,

চিরদিন কি তাঁহাদের চেষ্টা নিষ্ফল রহিবে! না কোন সৌভাগ্য-শালী একদিন এই বহু চেষ্টাগঠিত সোপানাবলী চড়িয়া মঙ্গলে পৌঁছিতে পারিবেন?" জ্যোতির্ম্ময়ীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

অদূরে শুকনো পাতা দলিত জুতার মচমচধ্বনির মধ্যে, তাঁহার নিশ্বাসের মৃদু ধ্বনি ধীরে মিশাইয়া গেল। জ্যোতির্ম্ময়ী সেই দিকে আকুল প্রত্যাশায় কর্ণপাত করিলেন, ডাক্তারদা কি এতক্ষণে আসিতেছেন! তাঁহার হাতে এখনো রাখি বাঁধা হয় নাই; বিকালের আনন্দ তাই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। পদশব্দ যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়-শোণিত বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল, একটা লজ্জা চাঞ্চল্যের আবেগে মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল! জ্যোতির্ম্ময়ী প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া লতামণ্ডপ হইতে ফুলগুচ্ছ চয়নে রত হইলেন।

মূর্ত্তি নয়ন গোচর হইল, "ইনি ত ডাক্তার নহেন,—পিতা যে!"

রাজা আসিয়া কহিলেন, "আমি জানতুম এখানে এলেই রাণীর দেখা পাব।"

রাজকুমারী লজ্জাবনত দৃষ্টিতে ফুলগুলি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "আজকে বাবা আমি ছেলেদের রাখি পরিয়ে দিলুম।"

রাজাবাহাদুর কন্যার পিঠে অন্য হাত রাখিয়া আদরে বলিলেন, "শুনেছিস ত সব কথা! এখানে কনফারেন্স হবে; খুসী ত রাণী!"

রাজকুমারী সমুৎসাহে কহিলেন, "খুব!" পূর্ব্বের নৈরাশ্য বেদনা তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল। রাজা বলিলেন,

"চল রাণি ঘরে; প্রোগ্রাম ঠিক করি গে। ম্যানেজার আবার আমাকে জোর তলব করেছেন, কাল আর হবে না, পরশু নাগাদ আমাকে দু'চার দিনের জন্য একবার ক'লকাতায় যেতেই হবে।"

দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া গৃহাভিমুখী হইলেন। যাইতে যাইতে রাজকুমারী কহিলেন, "তাহলে কাল একবার মাজিষ্ট্রেটের বাড়ী চল না বাবা।"

রাজা কহিলেন, "আমার খুকীটির মনের ভাব বুঝে আমি আগে থাকতেই সেই প্রোগ্রাম ঠিক করেছি। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী জানেন যে কাল আমরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যাব।"

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেটকে আমি কিন্তু কন্‌ফারেন্সের প্রেসিডেণ্ট হতে নিমন্ত্রণ কর্ব্ব বাবা—"

রাজা কহিলেন, "তিনি প্রেসিডেণ্ট হলে ত খুবই ভাল হয়। কিন্তু তা কি হবেন?"

"নিশ্চয়ই হবেন, তুমি দেখে নিও।"

বলিতে বলিতে হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি তুলিয়া মঙ্গল গ্রহের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বহুদূর বিস্তৃত জনশূন্য পতিত প্রান্তর; ত্রিসীমা দিয়া প্রায় লোক যাতায়াত করে না। ইহারই এক স্থলে বন্য গাছপালা-প্রচ্ছন্ন বহু পুরাতন একটি মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। ইষ্টক আবর্জনারাশি নির্ম্মিত প্রাকার বেষ্টনে মধ্যের অঙ্গন ভাগ এমন গুপ্ত গুহাকারে পরিণত হইয়াছে যে, ইহার ঠিক বহির্দ্দেশে আসিয়া দাঁড়াইলেও কেহ অন্তর্বিভাগের পরিচয় পায় না। এই গুপ্তস্থান বিদ্রোহী যুবকদলের দুর্গ—নাম মাতৃমন্দির। অন্তর্বিভাগ দুইটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; একটি নব বালকদিগের শপথগৃহ এবং এইখানেই মাটীর নীচে চোরাই অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি সংরক্ষিত থাকে; অন্যাংশ বিস্ফোটক পরীক্ষাগার। এ মন্দিরে প্রবেশ-অধিকারীর নাম সেবাধারী। শনি রবিবারেই এখানে ছেলেদের আমদানী অধিক, অস্ত্রশস্ত্রের কসরৎ এবং রাসায়নিক পরীক্ষাকার্য্য এই দু'দিন বেশ রীতিমত ভাবে এখানে চলে। পূর্ব্বকথিত রাখিবন্ধনের পরদিন পড়িয়াছে একটি শনিবার, কিন্তু তথাপি আজ এখানে সেবাধারীর সংখ্যা খুবই কম। বিবেকানন্দ স্বামীর শিষ্যদলের অনুকরণে গৈরিক পরিচ্ছদধারী দলপতিমহাশয়ের হস্তে একখানি প্রণালী-পুস্তক; পরীক্ষাকার্য্যে রত কয়েকটি বালকের নিকটে দাঁড়াইয়া প্রকরণে ভুলচুক দেখিলে তিনি মাঝে মাঝে

তাহা সংশোধন করিয়া দিতেছেন এবং অবসর মত গুহার বাহিরে প্রাকার নিম্নে আসিয়া কণ্ঠসংলগ্ন ক্ষুদ্র বাঁশি বাজাইয়া অনাগতদিগকে জানাইয়া দিতেছেন যে পথ নিরাপদ। এখানে দলবদ্ধভাবে আসিবার নিয়ম নাই, এক সময়ে দুই একজন মাত্র সতর্কতা অবলম্বনে প্রাকার দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার পর গুপ্ত পথে ভিতরে প্রবেশ করে।

রাজবাড়ীর বড় ঘড়িতে সজোরে চারিটার ঘণ্টা পড়িল. শূন্য প্রান্তরস্থিত ভগ্নদুর্গে সে আওয়াজ তোপের-ন্যায় প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। আশ্বিনের বেলা অবসান প্রায়। দলপতি উৎসুক-ভাবে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। "আর কি কেহ তবে আসিবে না! যে দুই জন নূতন বালকের আজ মন্দিরে আসিবার কথা আছে—তাহারাও ত কই এখনো আসিল না! ভয়ে পিছাইল না কি!" তিনি বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সহসা অদূরে সাঙ্কেতিক বংশীধ্বনিতে আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অনাদি ও বসন্তকে সঙ্গে লইয়া একজন সেবাধারী আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং দুর্গবহির্দ্বারে দণ্ডায়মান দলপতির নিকটে ইহাদিগকে পৌঁছিয়া দিয়া সরিয়া পড়িল।

দলপতি প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ইহাদের সহিত পরিচয়ে ইনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই উৎসাহী যুবকদ্বয়কে দলভুক্ত করিতে পারিলে, তাহারা অসাধ্য সাধনে কুণ্ঠিত হইবে না, দেশের নামে প্রাণপাত করিতে ইহারা পা বাড়াইয়া আছে। তিনি উৎসাহ-

বচনে কহিলেন, "বহুক্ষণ থেকে তোমাদের অপেক্ষায় আছি। এত দেরী যে? যাক্ তাতে ক্ষতি নেই—আজ ত কেবল ভর্ত্তির দিন; দেশের কাজে মায়ের চরণে জীবন উৎসর্গ ক'রে আজ তোমরা নবজীবন লাভে ধন্য হবে।"

দলপতি তাহাদিগকে অনুবর্ত্তী হইতে সঙ্কেত করিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন। অনাদি নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, বসন্ত সাহসপূর্ব্বক কহিল,

"গুরুজি, আমাদের ক্ষমা করবেন, এ মন্দিরের সেবাধারী হতে আমরা পারব না।"

অনাদির জড়তা ঘুচিয়া গিয়াছে, সে বলিয়া উঠিল, "আর সেই কথা বলতেই কেবল আমরা এখানে এসেছি।"

"বটে।"

দলপতির এই ক্ষুদ্র বাক্যে নৈরাশ্য বা বিস্ময়ের সহিত ভয় প্রদর্শনের সুরও মিশ্রিত ছিল।

বসন্ত বলিল, "সন্তোষ ইচ্ছা করলেই যদিও আমাদের হয়ে আপনাকে একথা জানাতে পারত কিন্তু আপনাদের সমিতির খাতায় নাকি এ নিয়ম লেখে না তাই আমাদেরই একথা বলতে এখানে আসতে হোল।"

অনাদি বলিল, "নইলে খুব সম্ভবতঃ আপনি ভাবতেন—ভয় পেয়েই আমরা এলুম না।"

দলপতি উথলিত নৈরাশ্য-ক্রোধ সবলে দমন করিয়া যথা সম্ভব ধীরভাবে বলিলেন, "কিন্তু তোমরা জান না বোধ হয়

যে, একবার এ চক্রের মধ্যে পা দিলে আর পিছু হটার যো নেই।"

বসন্তের মত সাহসী বালকের মুখও সহসা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল—এ কথাত তাহাদের মনে হয় নাই! সে ঢোক গিলিয়া শুষ্ক কণ্ঠ ভিজাইয়া লইয়া কহিল, "কিন্তু আমরাত চক্রে পা দিই নাই, শপথে নিজেদের বাঁধিনি এখনো!"

দলপতি উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "যেদিন এই মাতৃ-মন্দিরের সংকল্প শুনে, বুঝে এ দলে মেশবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছ—সেইদিনই চক্রে পা দেওয়া হয়েছে। বিশেষ আজ ত আমাদের আড্ডা পর্য্যন্ত দেখলে, এখন আর ফেরার পথ নেই; দলভুক্ত হতে হবে—না হয় দণ্ড গ্রহণ করতে হবে।"

দলপতি কটিবন্ধ-বস্ত্রে হস্তার্পণ করিলেন। অনাদি বসন্ত উভয়েই ইহার অর্থ বুঝিল; কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর শিক্ষাদান নিস্ফল হয় নাই। পূর্ব্বের ক্ষণিক ভয় অবসাদ ইতিপূর্ব্বেই তাহাদের মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল; এখন সম্মুখ বিপদে উভয়েরই তেজ শতগুণে বাড়িয়া উঠিল। ব্যায়াম-সমিতির প্রণালী অনুসারে উভয়েই উভয়কে রক্ষা সংকল্পে—আক্রান্ত ব্যাঘ্রী যেমন শাবককে আশ্রয়দানে শীকারীর সম্মুখে দাঁড়ায়—সেইরূপভাবে দাঁড়াইল। সশস্ত্র দলপতি এই নিরস্ত্র বালকদিগের শৌর্য্যে এমনি বিস্মিত হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার নিজের অজ্ঞাতসারে হাত কটিবন্ধ বস্ত্র হইতে নীচে নামিয়া পড়িল।

বসন্ত সদর্পে কহিল, "প্রাণভয় দেখিয়ে আমাদের দলভুক্ত করতে পারবেন না।"

অনাদি বলিল, "আর একথাটাও মনে রাখবেন যে—আমাদের মেরেও কখনো নিস্তার পাবেন না ; ফলে তাতে আপনার দলের সমূল উচ্ছেদ সাধন হবে।"

"উঃ, এই অপগণ্ড বালকদিগের কি প্রতাপ ! বলে ত ইহাদের পাওয়াই যাইবে না, ছলে কৌশলে কি হয় দেখা যাক্।"

দলপতি নরম স্বরে বলিলেন, "খুন করাইত আমার জীবনের ব্রত নয়, তবে মঙ্গল উদ্দেশ্যে যদি তা করতে হয় তাতে আমি পিছপাও নই। আর কারো তা হওয়া উচিত না এই উপদেশই আমি দিয়ে থাকি। তোমরাও দেশসেবক আমরাও দেশসেবক। আমাদের উভয়ের ইচ্ছা ও সঙ্কল্প একই। এ অবস্থায় আমরা যদি মিলে মিশে কাজ করি তবেই ত মায়ের মলিন মুখ একদিন উজ্জল হয়ে উঠবে।"

বসন্ত বলিল, "কিন্তু আমাদের মিলনের আশা নেই—আমাদের পথ একেবারেই স্বতন্ত্র। রক্তপাতে আমরা দেশসেবা করতে পারব্ না।"

অনাদি বলিল, "কারণ আমরা অন্যরূপ শপথে আবদ্ধ।"

দলপতি তাঁহার ক্রোধাবেগ চাপিতে মুহূর্ত্তকাল সময় গ্রহণ করিয় বলিলেন, "কিন্তু ইতিপূর্ব্বে ত তোমাদের মুখে এরকম কথা শুনি নাই। আমার কথায় তখন তোমরা ত পূর্ণভাবেই সায় দিয়ে গেছ ?"

বসন্ত বলিল, "আপনার উত্তেজনায় আমরা জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিলুম।"

অনাদি বলিল, "গুরুর কৃপায় আমরা পুনরায় চেতনা লাভ করেছি। তিনি আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন।"

প্রশ্ন হইল "কে তোমাদের গুরু!"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া অনাদি বলিল, "রাজকুমারী।"

দলপতি গম্ভীর হইয়া গেলেন, কিছুপরে বলিলেন, "হ্যাঁ, শুনেছি তিনি স্বদেশব্রত গ্রহণ করেছেন। আচ্ছা আমি যদি তাঁর মত পরিবর্ত্তন করে দিতে পারি?"

অনাদি কহিল, "তাহলে আমাদেরও মত পরিবর্ত্তন হতে পারে, আমরা তাঁরই শিষ্য।"

দলপতি অল্পক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন, পরে গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "একটী কড়ারে তোমরা মুক্তিলাভ করতে পাব।" উভয়ে একই সঙ্গে সোৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"কি কড়ার?"

"রাজকুমারীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে—এই শপথে তোমাদের অব্যাহতি দিতে পারি।"

অনাদির মনের বিপদ-পাষাণ মুহূর্ত্তে যেন তুলার ন্যায় হালকা হইয়া গেল। সে উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিল, "সে ত সহজেই হতে পারে। আগামী কন্‌ফারেন্স দিনে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।"

দলপতি বলিলেন, "না, আমি নিরিবিলি একলা তার দর্শন পেতে চাই, নইলে কথা কথার সুবিধা হবে না।"

অনেকদিন হইতে দলপতির মনে যে ইচ্ছা জাগিয়া উঠিয়াছে হঠাৎ তাহা পূর্ণ করিবার সুযোগ তিনি দেখিতে পাইলেন।

অনাদি বলিল, "আচ্ছা, বেশ তাই হবে।"

আহ্লাদে দলপতির শ্যামলবর্ণে লালের আভা ফুটিল। তিনি শ্যামসুন্দর হইয়া সহাস্যে কহিলেন—

"কড়ার ভঙ্গের শাস্তি কিন্তু ভয়ানক; এ কথা আগে থেকে বলে রাখছি। আর এক কথা, চলে যাবার আগে মায়ের নামে শপথ কর্‌তে হবে যে, এখানকার কোন কথাই কোন দিন তোমরা প্রকাশ করবে না।"

বালক দুইজন শপথ করিয়া বিদায় হইয়া গেলে সন্তোষ দলপতির নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। দলপতি তাহাকে বলিলেন, "এখানে এদের নিয়ে এসে বড়ই বুদ্ধির কাজ করেছিলে। নইলে একেবারেই এরা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যেত। দলবৃদ্ধি করতে না পারলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। যাহ'ক ছোক্‌রা দুটর উপর চোখ রেখো—যদি তেমন তেমন বোঝো—তবে বুঝলো ত সন্তোষ?"

"আজ্ঞে হাঁ বুঝেছি; আর বেশী বলতে হবে না।"

অতঃপর নীরবে তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে বসন্ত ও অনাদি মুক্তিলাভ করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল, পশ্চাতে একবার চাহিয়া দেখিতেও তাহাদের সাহসে কুলাইল না। প্রেতরাজ্য ছাড়াইয়া একেবারে ক্রোশখানেক পথ দূরে আসিয়া তবে যেন একবার হাঁপ ফেলিবার তাহারা অবসর পাইল। তাহার

পর আরো খানিকটা চলিয়া নদী কিনারে আসিয়া বাঁধাঘাটের উপর দুইজনে বসিয়া পড়িল। নদী, আকাশ, জীবজন্তু গাছপালা সহসা তাহাদের নেত্রে এক অপূর্ব্ব মহিমায় প্রকাশিত হইয়া উঠিল, নবজীবনের চক্ষু দিয়া আজ তাহারা এ সকল প্রত্যক্ষ করিল; তাহারা ত মৃত্যুমুখ হইতে—যমপুরী হইতেই ফিরিয়া আসিতেছে। অনাদি খানিকক্ষণ পরে বলিয়া উঠিল—

"এ সব কথা কাউকেই বলতে পারব না, বসন্ত-দা?"

"অবশ্যই না।"

"রাণীদিদিকেও না?"

"না। আমরা যে শপথে আবদ্ধ।"

"আমার বড় দুঃখ হচ্ছে বসন্ত-দা।"

বসন্ত বলিল, "আমার দুঃখ হচ্ছে যে কত ছেলেকে ওরা সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের সাবধান করে দেবার উপায় নেই।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিন রাজাবাহাদুর জ্যোতির্ম্ময়ীকে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাগানে টেবিল চৌকি পাতা, চায়ের আয়োজন, বাহিরের লোকও আজ এখানে কেহ নাই, পিতা কন্যাকে দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট দম্পতি সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মেম সাহেব নূতন বাংলা শিখিতে-

ছিলেন,—জ্যোতির্ম্ময়ীকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া মুখ চুম্বনপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমাকে বড় অধিক দেখ্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছিলাম, আমার প্রিয়তম সন্তান। (My Dearest Child) ঠিক হইল কি?"

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া কহিল, "খুব ঠিক হয়েছে, মাদার।"

জ্যোতির্ম্ময়ী ইঁহাকে মাদার বলিয়াই সম্বোধন করিত। মেমসাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে বাহুপাশ হইতে মুক্তিদান পূর্ব্বক সকলকে আসন গ্রহণ করিতে বলিয়া পেয়ালাতে চা ঢালিতে ব্যস্ত হইলেন। সাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সমিতি কেমন চলছে, My dear girl."

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিল, "ভালই। কাল ছেলেদের হাতে আমি রাখি বেঁধেছি; আজ আপনাদের জন্য এনেছি।" জ্যোতির্ম্ময়ী দুইগাছি রাখি নিজের কর-প্রকোষ্ঠে বাঁধিয়া আনিয়াছিল; তাহার একটি খুলিয়া প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেটকে পরাইল। পরাইতে পরাইতে বলিল, "আমি বিপদে পড়িলেই আপনাকে কিন্তু উদ্ধার করিতে হইবে। বুঝিলেন ত?"

ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়া বলিলেন, "All right. এই অধিকারে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেই মনে করছি।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আহ্লাদের হাসি হাসিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া 'মাদারের' কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়া তাঁহার হাতে রাখি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনি রাখি পরিয়া তাহাকে চুম্বন দান পূর্ব্বক তাহার হাতে চাপূর্ণ একটি পেয়ালা উঠাইয়া দিলেন।

রাজা পূর্ব্বেই মিসেস্ ক্লাউডেনের টেবিলের কাছে বসিয়া চা পান আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্লাউডেন সাহেবও পাশের চৌকিখানি অধিকার করিয়া, এক পেয়ালা চা হাতে তুলিয়া লইয়া রাজার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—

"By the bye রাজা, ডাক্তার চৌধুরী—উৎসব দিনের সেই hero তিনি কি এখনো এখানে আছেন? ইচ্ছা ছিল তাঁকে একদিন ডাকি, কিন্তু এই আপিলটা হাতে আসায় তা পারিনি। He is a fine fellow and has got nice manners.

এই কথায় রাজকুমারীর মুখ ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু সে লজ্জা-রাগ অপর কেহই লক্ষ্য করিল না; সকলেই তখন নিজেকে লইয়া ব্যস্ত।

রাজা হাতের পেয়ালা হইতে সন্তর্পণে বেশ সুন্দর কায়দার সহিত একটুখানি চা মুখে গ্রহণ করিলেন। ইংরাজী দস্তরে পেয়ালার চামচ খানা এ সময় একরকম অনাবশ্যক শোভা স্বরূপ। চিনি ঘাঁটার কাজে লাগা ছাড়া ইহা চা পানের কাজে লাগেনা। তাহার পর ম্যাজিষ্ট্রেটের কথার উত্তরে কহিলেন,—

"ডাক্তার এখনো এখানেই আছেন; মকদ্দমায় নিষ্কৃতি লাভ করে তিনি আপনাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান ক'রেছেন।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "এমন পচা মকদ্দমা আমার জীবনে আসে নাই! কি ক'রে যে মুন্সেফ বাদীকে জিতিয়ে দিলেন!"

রাজা আর তুই এক ঢোক চা গলাধঃকরণ করিয়া কহিলেন, "কিন্তু সুজন রায়ের দল আপনার নামে নানা কথা রচনা করবে।"

"Indeed! কিন্তু সে ভয়ে ত আমি ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করতে পারিনে!"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মুখকান্তি একটি অপ্রাকৃত জ্যোতিঃ-সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে গম্ভীরভাবে কহিল, "আপনার এই ন্যায়পরতা জগতের অস্থিমজ্জায় স্থান পাক্ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহাই প্রার্থনা করি।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর বালোচিত সরল উৎসাহে মুগ্ধ হইয়া ক্লাউডেন সাহেব তাহার পিঠে হাত রাখিয়া আদর করিয়া কহিলেন,—

"Thank you dear girl" বলিয়া পত্নীর দিকে চায়ের পেয়ালাটা বাড়াইয়া দিলেন। মেমসাহেব স্বামীর শূন্য পেয়ালাটি পূর্ণ করিয়া দিয়া রাজাকে কহিলেন,—

"আর এক পেয়ালা রাজাবাহাদুর?" রাজার পেয়ালা তখন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল—তিনি মেমসাহেবের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন না।

তাঁহাকে চা ঢালিয়া দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নী জ্যোতির্ম্ময়ীকে বলিলেন,—

"তোমার আধ পেয়ালা চা-ও ত এখনো শেষ হোল না, আর কখনো যে শেষ হবে না, তাও জানি।"

তিনি কতকগুলি চকোলেট-মিষ্ট জ্যোতির্ম্ময়ীর 'পিরিচে'

তুলিয়া দিলেন। সাহেব বলিলেন, "ঠিক হয়েছে; sweets to the sweet".

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া কহিল, "আমি কি এখনো ছেলেমানুষ আছি মিষ্টার ক্লাউডেন ?"

সাহেব কহিলেন, "By Jove, তুমি কখনই ছেলেমানুষ ছিলে না—তুমি একজন born sage, একটি ক্ষুদ্র লামা।"

রাজা বলিলেন, "ঠিক বলেছেন মিষ্টার ক্লাউডেন। জানেন ত ও যখন তিন বছরের মেয়েটি, তখন আমাকে কি রকম জব্দ করেছিল ?"

শৈশবে নৃত্য করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া কিরূপ অটল ভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী রাজার সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছিল, রাজা সেই গল্পটি পুনর্ব্বার করিলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী হাসিয়া কহিল, "জানেন মিষ্টার ক্লাউডেন, আমি আমাদের দেশের স্ত্রী-জাতির 'প্রেষ্টিজ' রক্ষা করেছিলুম।"

"হ্যাঁ ঠিকই করেছিলে, বিজ্ঞব্যক্তির (sage) মতই কাজ হয়েছিল।"

জ্যোতির্ম্ময়ী কহিল, "হ্যাঁ, যেমন দেশের লোকের সহস্র অনুরোধ অগ্রাহ্য ক'রে গভর্ণমেণ্ট বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে নিজের প্রেষ্টিজ রক্ষা করলেন।"

কথার গতি ফিরিল; ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন, "বঙ্গবিভাগে ত আমি ক্ষতি দেখি না। তবে দেশের লোক যখন এই বিভাগের বিরোধী, তখন গভর্ণমেণ্টের এ থেকে নিরস্ত হওয়াই উচিত ছিল।"

রাজা কহিলেন, "আমাদেরও ত আপত্তির প্রধান কারণ আপাততঃ তাই। জানেন মিষ্টার ক্লাউডেন, প্রসাদপুরেই এবার প্রতিবাদ কনফারেন্স হচ্ছে?"

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিয়া উঠিল, "আর আপনাকেই প্রেসিডেণ্ট হতে হবে মিষ্টার ক্লাউডেন। বলুন হবেন?"

ক্লাউডেন সাহেব একখানা "স্যাণ্ডউইচ্" মুখে পুরিয়া দিয়া পেয়ালার চিনিটা চামচ দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তোমার কথা রাখিতে পারিলে খুবই খুসি হইতাম, dear girlie, কিন্তু আমরা হচ্ছি রাজভৃত্য, তাঁদের মতলবের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারি নে। প্রেসিডেণ্ট হওয়া আমার কর্ত্তব্য হবে না।"

জ্যোতির্ম্ময়ী নিরাশ হইয়া চুপ করিয়া গেল! বুঝিল, তিনি যাহা বলিলেন তাহার উপর আর কথা চলে না।

অতঃপর সকলের চা পান শেষ হইলে, খানসামা টেবিল সরঞ্জাম উঠাইয়া লইয়া গেল, ক্লাউডেন সাহেব ও রাজাবাহাদুর উভয়ে "হোম-পলিটিক্স" প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গ ধরিলেন; এই অবসরে মেম সাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে তাঁহার বাগান দেখাইতে লইয়া গেলেন।

স্থান নির্জ্জন দেখিয়া ক্লাউডেন সাহেব রাজাকে বলিলেন,—

"একটি কথা বলি রাজা, যেন প্রকাশ না হয়। সম্ভবতঃ প্রসাদপুর থেকে আমার বদলি হবে, আমার কার্য্যকলাপ গবর্ণমেণ্টের মনের মত হচ্ছে না।"

রাজা নীরব হইয়া গেলেন ; বজ্রাঘাতের মত কথাটা তাঁহার প্রাণে গিয়া বাজিল। উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

আশ্বিনের প্রায় শেষ। বাগানের কেয়ারিতে, রাস্তার পটিতে রকম বিরকম বিলাতি ফুলের বসন্ত বাহার এখন জমিয়া নাই। জিনিয়া, দোপাটি প্রভৃতি দুইচারি রকমের ফুল সবে মাত্র এখন অল্প অল্প ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে! গোলাপফুলই এখন ফুলবাগানের প্রধান শোভা। কিন্তু জয় এসময় সব্জি বাগানেরই। কপি, শালগম, বিট, গাজর, পোঁয়াজ, মটর প্রভৃতি নানাবিধ তরকারীতে মিসেস্ ক্লাউডেনের সবজি-বাগান ভরপূর। ফুল-বাগান ও সবজি-বাগানের মধ্যস্থিত বাঁশের খিলান-দরজার উপরে 'মার্সেল-নিল' গোলাপ লতা ফুলে ফুলে ভরা। এই লতা-গাছ দুটি রাজকুমারীর উপহার। রাজবাগানের দুইটি কলম আনিয়া একবৎসর পূর্ব্বে নিজের হাতে জ্যোতির্ম্ময়ী খিলানের দুই প্রান্তে পুঁতিয়া দিয়াছিল। মেমসাহেবের যত্নে এত শীঘ্র সেই কলম দুইটির এখন এমন মধুর রূপ। এখনো প্রত্যহ তিনি এই গোলাপ গাছে স্বহস্তে জল সিঞ্চন করেন।

তাঁহারা বাগানে আসিবামাত্র মালী ছোট জল পাত্র একটি আনিয়া ধরিল। এই জলপাত্র লইয়া তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। মালী বেগতিক দেখিয়া আর একটি পাত্র আনিয়া দিল। বয়স্যার মতই হাসি গল্পে, বিবাদ কৌতুকে উভয়ে বাগানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

বাগানের আশে পাশে ক্রমশঃ হাসনুহানা ও রজনী-গন্ধার দলও খুলিতে আরম্ভ হইল। সুবাসপূর্ণ মুক্তবায়ুর সহিত মিসেস্ ক্লাউডেনের স্নেহাদর এক নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর বালসুলভ হৃদয় মুক্তিরচ্ছন্দে নাচিয়া উঠিল।

কিছু পরে রাজাবাহাদুরের সহিত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও এইখানে আসিয়া দেখা দিলেন। রাজা বলিলেন, "রাণি, আজ একটু সকাল সকাল বাড়ী ফিরতে চাই।"

জ্যোতির্ম্ময়ী একবার আকাশের দিকে চাহিল। পশ্চিমে নদীর পরপারে সূর্য্যদেবের ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত তপস্বীমূর্ত্তি, তৎবিকীর্ণ আলোকে দিগ্‌দিগন্ত লালে লালে সমুজ্জ্বল ; নদীর জল বিদ্যুৎকণায় প্রবাহিত। জ্যোতির্ম্ময়ী ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, কে জানে কেন !

মেমসাহেব ক্ষুণ্ণমনে বলিলেন, "এখনি যাবেন রাজা-সাহেব ?"

রাজা আবার ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, "কাল কলকাতায় যেতে হবে মিসেস্ ক্লাউডেন, নইলে এমন সঙ্গ ত্যাগ করতে চাই এখনি !"

ম্যাজিষ্ট্রেট দম্পতি উভয়েই গাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাদের বিদায় দিলেন। মেমসাহেব জ্যোতির্ম্ময়ীকে পুনরায় সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চুম্বন করিলেন।

এবার রাজা নিজে মোটারের কল ধরিলেন। শরতের বেলা— সূর্য্য এখন দিগন্তনিম্নে, তবুও সায়াহ্নগগন উজ্জ্বল আলোকে দীপ্তিমান ! বিলাতের twilight কি এই রকমই ?

ম্যাজিষ্ট্রেটের কমপাউণ্ড ছাড়াইয়া রাজা ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, 'মিনিট পাঁচেক আমরা আস্তে যেতে পারি।"

নদীর ধার দিয়া তাঁহারা ধীরে ধীরে চলিলেন। ওপারে কাশফুলের কি সুন্দর শোভা! মাঝে মাঝে বাতাস শেফালি ফুলের গন্ধ বহন করিয়া আনিতে লাগিল। একজন মালী কেতকীফুল মাথায় লইয়া মন্দিরের দিকে যাইতেছিল, তাহার সৌরভ পথে ছড়াইয়া দিয়া গেল। নদীর ধারে একটি বটগাছের তলায় একখানা সিন্দূরলেপিত প্রস্তরমূর্ত্তি। এ মূর্ত্তি কাহার স্থাপনা কেহ জানেনা; পথিকজন অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি বলিয়া ইহাকে প্রণাম করিয়া যায়।

এই প্রস্তর সন্নিধানে বসিয়া একজন ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছিল,

মঙ্গল শঙ্খ বাজে ঘরে ঘরে,
এলেন আনন্দময়ী ভুবন আলো করে!
আজি আলোকে ঝলকে আনন্দ,—
বহে কুসুমে মধুর গন্ধ,
উথলে দিকে দিকে গীতিছন্দ—
বরষ দিবস পরে।

রাজা গাড়ী থামাইয়া চাপরাশিকে দিয়া তাহাকে পারিতোষিক পাঠাইলেন।

গানটি রাজারই রচিত। প্রথম যে আশ্বিনে তাঁহার দুই কন্যা শ্বশুরগৃহ হইতে পিতৃভবনে আসিয়াছিল, সেই সময় তিনি এই

গানটি রচনা করেন। পুরাতন কত স্মৃতি ইহার সহিত জড়িত, তাঁহার চক্ষু জল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী পাশ হইতে তাহা দেখিতে পাইল না। গানটি শুনিতে শুনিতে সে বলিয়া উঠিল, "আশ্বিন মাস পড়েছে বুঝি!"

রাজা চক্ষুর জল চক্ষেই ধরিয়া বলিলেন, "রাণীর কাছে সে খবর পৌঁছয়নি এখনো? মাস যে শেষ হতে চ'ল্লো।"

রাণী হাসিয়া পিতাকে আদরের বাহুপাশে জড়াইল, রাজা পুরাতন দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। চাপরাশি ফিরিয়া আসিলে এবার তিনি সতেজে মোটার চালাইয়া দিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্যামাচরণের কনিষ্ঠা কন্যা অণুভার সহিত বর্ষাধিক কাল হাসির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রের বিবাহ ঠিক হইয়া আছে,—কিন্তু কার্য্য সমাধার জন্য কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত কোনদিনই তাগিদ আসে নাই। বরপক্ষ (অর্থাৎ মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী,) তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট নহেন, মনে করিতেছেন, 'সে ভালই, হাসির বিবাহটা আগে হইয়া যাক্ না।'

অণুভা ষোড়শী অথচ পিতা কেন যে এ সম্বন্ধে নীরব, তাহা পাঠক অবগত আছেন। তিনি মনে আঁটিয়াছিলেন— আরও দুই বৎসর কাল এজন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে,

কারণ শরৎ বিলাত হইতে ফিরিয়া না আসিলে তিনি বিবাহের ব্যয়-ভার বহনে সক্ষম হইবেন না। কিন্তু মানবের এবং দেবতার সঙ্কল্প যে এক নহে ইহা পুরাণ-প্রবচন।

রাজভবনে শরতের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া শ্যামাচরণ হাওয়ার গতি বুঝিয়া লইয়াছেন। রাজার নিকট হইতে এমন চিঠি আসে না যাহার মধ্যে শরতের বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা না থাকে। রাজকন্যার মাল্যদান-বিবরণও ইতিমধ্যে বিচিত্র ছন্দোবন্ধে তাঁহার কর্ণ গোচর হইয়াছে। অতএব, তাঁহার পুত্রতুল্য প্রিয় ভাগিনেয় যে অবিলম্বে রাজা অতুলেশ্বরের জামাতা হইবে, ইহাতে তিনি সংশয়-রহিত চিত্ত। এই বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয়-মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যে শক্তিরূপ ঘটকপুরুষ এইরূপ অসম্ভাবিত যোগাযোগ ঘটাইয়া, সংসারের কণ্টকসঙ্কুল পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, শ্যামাচরণের 'পক্ষিটিভিজম' আপনার অজ্ঞাতে তাঁহার দিকে মস্তক অবনত করিল।

এতদিনে অণুভার পিতা অণুভার বিবাহের কথা ভাবিবার অবসর পাইলেন। এতদিনের পর কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা আবিষ্কার করিলেন যে, তাইত, অণুভা যে বড় হইয়া উঠিয়াছে! ইহার পর একদিন গাঙ্গুলি মহাশয় বেশ খোস মেজাজে মনের প্রস্তাব মুখে প্রকাশ করিবার জন্য মুখোপাধ্যায়-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্র কলিকাতায় থাকে না। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিবার পরই সে বোম্বাই সহরে টাটা মিলে কাজ লইয়াছে। এখন

নরেন্দ্র সেখানে হেড ওভারসিয়ার ;—কিন্তু কর্তৃপক্ষগণ তাহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, আগামী জানুয়ারীতেই মোটা বেতনে আসিষ্টাণ্ট ম্যানেজারের পদে তাহাকে উন্নীত করিবেন। আগামী আশ্বিনে ১০।১২ দিনের ছুটিতে যখন নরেন্দ্র বাড়ী আসিবে—খুব সম্ভব তখনই এই নিয়োগপত্র সঙ্গে আনিতে পারিবে, এইরূপই সকলে আশা করিতেছেন।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীই বাড়ীর প্রকৃত কর্ত্রী। তাঁহার ইচ্ছাতেই মুখুয্যে-সংসার কেন্দ্রে ধৃত এবং কক্ষে ঘূর্ণ্যমান। দিদিমা আপনার তপ-জপ, পুরাণাদি পাঠ, এবং হাসিকে লইয়াই থাকেন, সংসারের কোন কথায় পারত পক্ষে যোগ দেন না। আর কর্ত্তা, এ বাড়ীর বরেণ্য যিনি,—প্রয়োজনে মাত্র তিনি শরণ্য -অন্য সময় সাক্ষীস্বরূপ নগণ্য মধ্যে গণ্য।

তবে বাহিরের লোক ঘরের কথা অতশত কি জানে; শ্যামাচরণ সর্ব্বাগ্রে গেলেন দিদিমার নিকট, হিন্দু-বাড়ীর প্রথানুসারে কর্ত্রীর সম্মান সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই ত প্রাপ্য। দিদিমা তখন প্রাতঃ-স্নানান্তে—তপজপ শেষ করিয়া নিরামিষ হেঁসেলে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার হাতে জলে-ভেজান বাদাম পেস্তার একটি বাটী,—আর তাঁহার দাসীর হাতে তালের মাড়ীসহ একখানা থালা,—উভয়ে দালান পার হইয়া নীচের সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।—ভাদ্র মাস আরম্ভ হইতেই দিদিমার রান্নাঘরে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই তিন দিনও তালবড়া, তাল-ক্ষীরাদি

হয়। কেন না, ছানার মিষ্টান্ন হইতেও দিদিমার হাতের তাল-মিষ্টান্ন হাসি অধিক তারিফ করিয়া খায়।

সহসা জুতার শব্দ কাণে গেল,—সেই দিকে চাহিয়া দালান-প্রান্তে শ্যামাচরণকে দিদিমা দেখিতে পাইলেন, তিনি দাসীকে তখন রান্নাঘরে যাইতে আদেশ করিয়া তাঁহার অপেক্ষায় দালানেই দাঁড়াইলেন। শ্যামাচরণ নিকটে আসিয়া প্রণাম করিলে—তিনি আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহিলেন,—

"এত সকালে যে বাবা!" শ্যামাচরণ হাস্যমুখে বলিলেন,—

"একটু কাজে এসেছি মা।" দিদিমা অনুমান করিয়া লইলেন, কি কাজ। তিনিও হাস্যমুখে বলিলেন, "এস বাবা, —বসবে এস।"

এই বলিয়া দিদিমা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় নিজের গৃহ-বারান্দায় আসিয়া পৌঁছিলেন। এই বারান্দা-ঘর বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দালান। ভোজপর্ব্বের সময় সর্ব্বাগ্রে এখানে আসন পড়ে। কিন্তু অন্য সময় ইহাই দিদিমার বৈঠকখানা। মুখুয্যেবাড়ীর কর্ত্রীপদবাচ্য পরমপূজ্যা মহিলার এই ড্রয়িং রুমের সাজসজ্জা দেখিলে কোন ইংরাজ মহিলা সম্ভবতঃ চমকিয়া উঠিবেন। এই দালানের সর্ব্বপ্রধান আসবাব একখানিমাত্র নাতিবৃহৎ পরীবাহন তক্তাপোষ,—ইহাই দিদিমার রাজ এবং অতিথি সিংহাসন। ইহা ছাড়া আরও যে দুইটি গৃহদ্রব্য এখানে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা হইতেছে—হাসির একটি সেতার এবং বাহির ক্ষুদ্র সেল্‌ফ্। এ দুইটির কোনটিই মেজিয়া ভুক্ত

নহে, দুইটিই দেয়ালে আলম্বিত। হাসি যখন এখানে আসে— তখন দিদিমার ইচ্ছামত কখনও বা সেতার বাজাইয়া, কখনও বা কোন বই পড়িয়া তাঁহাকে শুনায়।

দিদিমার পরী-সিংহাসনে বিছাইবার জন্য নিজের হাতে হাসি একখানা পশমের গালিচা ও দুইখানা রেশমের কুসন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এ সকল দ্রব্য পুঞ্জীকৃত অবস্থাতে তক্তাপ্রান্তের শোভা বর্দ্ধন করে। "ছিঃ, এত বাহারে জিনিষ ব্যবহার করা তোর বুড় দিদিমার কি সাজে লা!" হাসি উপদ্রব করিলে দিদিমা এই শান্তিবাক্যে তাহাকে প্রবোধ মানা-ইতে চাহেন।—কিন্তু হাসি ত এ কথা মানিবার পাত্র নহে, সে যখন এখানে উপস্থিত থাকে তখন গালচে এবং বালিশগুলা একটু আরামে হাত পা ছড়াইয়া বাঁচে,—কিন্তু সে চলিয়া গেলেই আবার তাহারা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

অতিথি অভ্যাগত কেহ আসিলে যখন দিদিমা তাঁহার সম্মানার্থে নিজের হাতেই তক্তার উপর গালিচা বিছাইয়া দেন— তখন সুদশার পরিবর্ত্তে তাহাদের দশা সমধিক বিষম হইয়া উঠে। অতিথিকে গালিচার উপর বসিতে বলিয়া নিজের বসিবার স্থানটা যখন তিনি গালিচাশূন্য করিতে থাকেন—তখন অতিথিও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে। উভয় পক্ষের ঠেলাঠেলিতে তখন সেখানা তক্তার প্রান্তদেশের পরিবর্ত্তে মধ্যদেশে পুঁটুলি বাঁধিতে থাকে। যদি ইতিমধ্যে হাসি আসিয়া উপস্থিত হয়—তবেই তাহার হাসির সঙ্গে সঙ্গে এই সব বিশৃঙ্খলা অবিলম্বে শৃঙ্খলায় পরিণত হয়।

সৌভাগ্যবশতঃ আজ তক্তার গালিচা ও কুসন রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছিল—সুতরাং তাহাদের আর ঠেলাঠেলির মধ্যে পড়িতে হইল না। দিদিমার ইচ্ছা ছিল—শ্যামাচরণ তক্তার উপর বসেন, আর তিনি পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার বক্তব্য শোনেন,—কিন্তু শ্যামাচরণকে সে আদেশ মানাইতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহার অনুরোধই তিনি মানিতে বাধ্য হইলেন। দিদিমা তক্তায় বসিলে পর শ্যামাচরণও বসিয়া—কন্যার বিবাহের কথা পাড়িলেন।

দিদিমা শুনিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার মেয়েটি ত বড় হ'য়ে উঠেছে, অঘ্রাণে বিয়ে হ'লেই ভাল হয় বই কি। তবে কি জান বাবা শ্যামাচরণ, হাসির বিয়েটাও সঙ্গে সঙ্গে হ'য়ে গেলেই যেন ঠিক হোত।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "তাতে আর বাধা কি! শুনেছি ত বিজনের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে।"

দিদিমা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "গুজব কথা শ্যাম। দিনকতক বিজনকুমার এখানে যাতায়াত ক'রত—তাই কথাটা উঠেছিল, কিন্তু আজকাল ত তাকে দেখতেই পাইনে। তবে বৌমার সেই ইচ্ছে এখনো চার পোয়া।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "মন্দ ইচ্ছা ত নয়; হ'লে ত ভালই হয়।"

"হ্যাঁ, আমার এই ইটের বারাণ্ডা যদি সোণার হ'য়ে যায়—তা হ'লে কি আমি মন্দ বলব। কিন্তু সম্ভব অসম্ভব ত একটা

আছে। রাজা-রাজড়াকে মনে পোষা কি আমাদের মত লোকের সাজে! বৌমার যদি এতটুকু বুদ্ধি আছে। অমন সোণার ছেলে শরৎ, তাকে কি না অগ্রাহ্য করলে! সেই পাপেই এখন এত নিগ্রহ।"

বলিতে বলিতে দিদিমার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

শ্যামাচরণ মাথা চুলকাইতে লাগিলেন,—মনে মনে কথাটার সত্যতা অনুভব করিলেন,—কিন্তু নিজের ভাগনের প্রশংসার কথায় ত আর নিজে সায় দিতে পারেন না!

দিদিমা আবার কাতর অনুনয়-ভরা কণ্ঠে কহিলেন, "এখনো কি তা হয় না বাবা? তুমি যদি বল ত তোমার ভাগ্‌নে কি সে কথা ঠেলতে পারে?"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "আমি যতদূর বুঝতে পারছি, তা হবে না মা। সম্ভবতঃ রাজবাড়ীতেই তার বিয়ে হবে! আর সেই-টেই তার পক্ষে মঙ্গল,—আমি ত তাতে নারাজ হতে পারিনে মা!" দিদিমার সদাপ্রফুল্ল মুখকান্তি নৈরাশ্যম্লান হইয়া পড়িল। মনের কোণে তিনি শরৎকেই নাতজামাইরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন,—এই কথায় আশাহত হইয়া তাঁহার অন্তস্তল হইতে বেদনার দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল। কিন্তু সে নিশ্বাস-হাহাকার সবলে চাপিয়া ধরিয়া তিনি প্রশান্ত ভাবেই বলিলেন, "তাই হোক তবে,—আশীর্ব্বাদ করি শরৎ সুখী হোক। আহা পিতৃমাতৃহীন বালক,—ভগবান তার মঙ্গল করুন। চিরদিনই আমি মনে জানি —একদিন সে বড়লোক হবে,—বাছার যেমন বুদ্ধি, তেমনি

তেজ। এমন হীরের টুকরো ছেলে হাসির অদৃষ্টে হোল না। হায়রে ?"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইরূপ দুঃখের উক্তি দিদিমার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। শ্যামাচরণ সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, "ভাবছেন কেন মা ; হাসির ভাগ্যে ভাল বরই মিলবে। সংসারে যোগ্যতর বরও ত ঢের আছে ;—দেখবেন একটি মিলে যাবে।"

"সেই আশীর্ব্বাদই কর বাছা। তোমার উপরই এ ভার রইলো, একটি ভাল ঘর বর দেখে দু'হাত এক করে দাও। এই কাজটি তোমার ক'রতেই হবে।" বলিতে বলিতে আগ্রহে নিকটে আসিয়া দুই হাতে শ্যামাচরণের হাত ধরিলেন। শ্যামাচরণ ধীরে ধীরে আক্রান্ত হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া যুক্তকরে শিরস্পর্শ করিয়া কহিলেন, "গুরুজনের হাত ছুঁয়ে শপথ ক'রতে ভয় পাই মা, কিন্তু আপনার আদেশ মাথায় রাখলুম।"

শ্যামাচরণ দিদিমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গৃহিণীর মহলে গেলেন। গৃহিণীর তরকারী কোটা তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। তিনি বারান্দায় বঁটির উপর বসিয়া ঠাকুরকে থালায় রক্ষিত বিভিন্ন ব্যঞ্জন-বিভাগ বুঝাইয়া দিতেছেন, আর অদূরে তোলা উনুনে ঝি রাবড়ি করিতেছে ; তাহারই দিকে বারবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। শ্যাম্যচরণ দূর হইতেই হুঙ্কার ছাড়িলেন, "বলি বৌঠাকরুণ—ঘরে আছেন ত ?"

কৃষ্ণলাল সম্পর্কে শ্যামাচরণের শ্যালকশ্রেণীভুক্ত, তাই তিনি

গৃহিণীকে বৌ-ঠাকরুণ বলিয়াই ডাকেন। বামুনকে থালা উঠাইয়া লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া গৃহিণী তাড়াতাড়ী মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন বলিলেন—"এস ভাই" তখন শ্যামাচরণের মস্তক তাঁহার পায়ের দিকে অবনত হইয়াছে। গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বলিলেন, "ঘরে আসবেন বোঠান, কথা আছে একটু।"

পাশেই অন্তঃপুরের বসিবার ঘর, ঘরের এক ধারে নীচে গালচে পাতা, অন্যধারে দুইচারি-খানা চৌকি-কৌচের ব্যবস্থা। গৃহিণী শ্যামাচরণকে ঘরে আনিয়া একখানি গদি-আঁটা বড় চৌকিতে বসিতে অনুরোধ করিলেন। শ্যামাচরণ না বসিয়া চৌকির পিঠে একখানা হাত রাখিয়া বলিলেন, "আর ব'সব না বোঠান, দাঁড়িয়েই কথাটা সেরে নিই, বেলা হয়ে গেছে; এখনি যেতে হবে।"

"কথাটা কি শুনি?"

"আপনার হুকুম নিতে এসেছি বোঠান; হুকুম পেলেই আগামী অঘ্রাণেই বিয়ের একটা দিন স্থির করে ফেলতে পারি।" গৃহিণী একহাতে আলম্বিত অঞ্চলের খুঁটটা ধরিয়া অন্য হাতে তাহা পাকাইতে পাকাইতে নতদৃষ্টি হইয়াই কহিলেন, "আর একটু দেরী কর না ভাই, হাসির বিয়েটা হয়ে যাক্ না আগে।"

শ্যামাচরণ কহিলেন, "পাত্র কি ঠিক আছে?"

গৃহিণী মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; সে দৃষ্টি ক্রোধপূর্ণ। তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন,—

"কি ক'রে ঠিক হবে? কতদিন থেকে কত্তাকে ব'লছি বিজনকুমারের বাপের কাছে একটি বার যাও, গিয়ে বিয়েটা ঠিক করে এস; তা ওঁকে কি বাগাতে পারছি? তুমি ভাই যদি এ ভারটি গ্রহণ কর।" শ্যামাচরণ সর্পভীতের ন্যায় সহসা সবেগে দুইহাত তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "বাস্‌রে! তাঁর কাছে কি আমি এগোতে পারি? সে ক্ষমতা আমার নেই, মাপ করবেন বোঠান, আর যা ব'লবেন—তা বরঞ্চ আমি ঘাড় পেতে মেনে নেব।"

গৃহিণী নিরাশ হইয়া বলিলেন, "কি বলব আর ঠাকুরজামাই তবে,—হাসির অদৃষ্টে যা আছে হবে। তবুও বলে রাখছি একটি ভাল পাত্রের চেষ্টায় থেকো ভাই।"

"সে কথা আর আমাকে অধিক বলতে হবেনা বোঠান, হাসিকে নিজের মেয়ের তুল্যই দেখি।"

এই কথা এইরূপে শেষ করিয়া শ্যামাচরণ নিজের মেয়ের বিবাহ-প্রসঙ্গ তুলিলেন। বলিলেন, "অগ্রাণে বিয়ে দিতেই হবে বোঠান; আপনারা পাঁজি-পুথি দেখে দিনটা স্থির করে আমাকে বলে পাঠালেই আমি প্রস্তুত হয়ে নেব! নরেন্দ্র আশ্বিন মাসে এখানে ত আসছে,—সেই সময় আমি একদিন এসে আশীর্ব্বাদ করে যাব। এই কথা রইল, কেমন?"

এতদিন বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া আছে কিন্তু এ-পর্য্যন্ত আশীর্ব্বাদ পানপত্রাদিও হয় নাই। যথাসময়ে হইবে এইরূপ মনে করিয়া উভয়পক্ষই নীরব ছিলেন।

গৃহিণীর সম্মতি আদায় করিয়া লইয়া শ্যামাচরণ আর একবার গেলেন কর্ত্তার নিকট। এ বাড়ীতে আসিয়া প্রথমে যখন তিনি কর্ত্তার ঘরে যান, তখন তিনি ছিলেন স্নানের ঘরে। শ্যামাচরণ কাজের লোক, তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া ইতিমধ্যে অন্তঃপুরটা ঘুরিয়া আসিলেন।

এখানে আসিয়া দেখিলেন, কর্ত্তা তাঁহার লেখার টেবিলের নিকট বসিয়া ওঁ শব্দ চিত্রিত একখানি কাগজ হস্তে ধরিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট হাসিকে দর্শন তত্ত্ব বুঝাইতে ব্যস্ত আছেন।

শ্যামাচরণকে দেখিয়া তিনি অস্বস্তি বোধ করিলেন, তাঁহার নমস্কারটা পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দিতে ভুলিয়া গিয়া অধীর ভাবে বলিলেন,

"একটু কাজে আছি ভাই, বাড়ীর ভিতরটা একবার বেড়িয়ে এস না।"

শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিলেন, "বাড়ীর ভিতর থেকেই আসছি। অঘ্রাণেই অণুভার বিয়ে।"

কর্ত্তা কাগজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "বিয়ে! নিমন্ত্রণ ক'রতে এসেছ বুঝি! তা বিয়েতে কিন্তু অর্থও আছে অনর্থও আছে।"

বাবার কথায় হাসি হাসিয়া অস্থির হইল; তখন কৃষ্ণলাল মুখ তুলিয়া নিজেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিলেন, "শুধু নিমন্ত্রণ ক'রতে নয়, নিমন্ত্রণ নিতেও এসেছি। অঘ্রাণে তোমার ছেলের সহিত আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল—বুঝলে ত?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "এত শীগ্‌গির ! তা গিন্নি কি বল্লেন !"

"তার মত না নিয়ে কি তোমার কাছে এসেছি ?"

কর্ত্তা অধীর অনুনয়ে কহিলেন, "গিন্নি মত দিয়েছেন, তাহ'লেই হোল। আজ একটু ব্যস্ত আছি বুঝলে ভাই, আর একদিন এস, এ-কথা হবে এখন। বোস্ হাসি !"

হাসি ইতিমধ্যে উঠিয়া শ্যামাচরণকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শ্যামাচরণ বলিলেন, "বোস' হাসি—তোমার বাবার শাপের পাত্র ক'রোনা আমাকে। আমি চল্লুম—আচ্ছা আর একদিন আসব।"

বলিয়া শ্যামাচরণ দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন, কৃষ্ণলাল নিশ্চিন্ত-চিত্তে হাসিকে তাঁহার দর্শন-তত্ত্ব বুঝাইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণলাল যতই ভাবিতেছেন, যতই শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন ততই ওঙ্কার শব্দের মাহাত্ম্য তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া বসিতেছে। ঋষিদের এই ওঙ্কার প্রতিপাদ্য লুপ্ত জ্ঞান যদি তিনি জন-সমাজে পুনঃ প্রচার করিতে পারেন—তবেই তাঁহার জীবন জন্ম সার্থক। কিন্তু তাঁহার এই মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা বিঘ্ন বিস্তর। প্রথম বাধা—বিষয় কার্য্যের জঞ্জাল, কিছু না করিলেও কাগজ পত্রগুলাও ত সই করিতে হয়। দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত বাধা—স্বয়ং তাঁহার গৃহিণী। কর্ত্তা যখনই বেশ সংযত চিত্তে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন একটি জটিল সমস্যা পূরণ করিতে বসেন—আশ্চর্য্য ! তখনই কি গৃহিণীর মাথায় টনক নড়ে ! ভূষণ-ঝঙ্কারে অবিলম্বে তাহার আগমন বার্ত্তা ঘোষিত হইয়া উঠে,

আর কর্ত্তার আমূল চিন্তা—বিকারগ্রস্ত, বিপর্য্যস্ত, বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে।

একদিন বড় দুঃখে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, "এমন কার্য্য জীবনে যদি আর কক্ষণো করি ত আমার নামই মিথ্যা।"

আমি সভয়ে সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি কার্য্য ক'রবেন না আর মুকুয্যেম'শায় ? এবার কি তবে লেখনী ছাড়বেন ?"

মুকুয্যে-ম'শায় রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। তাঁহার এমন রাগ আমি জীবনে কখনো দেখি নাই;—মুখ লাল করিয়া কহিলেন, "আরে মূর্খ ? তা নয় ! লেখা ছাড়লে বাঁচব কি নিয়ে ?"

"তবে ?"—

"তবে কি একটুকু বুঝিস-নে রে নির্ব্বুদ্ধি, জীবনে আর কখনো দার পরিগ্রহ করব না।"

উত্তরে বলিলাম, "ধন্য—ধন্য ! সাধু—সাধু ! এতদিনের পর একটা কথার মত কথা শোনা গেল !"

কিন্তু মনের ভিতরকার সংশয় তবু মিটিলনা। অবস্থান্তরে সর্ব্বদাই ত লোকের মতান্তর ঘটিয়া থাকে। এই ত সেদিন পত্নী-প্রেমগদ্‌গদ্‌চিত্ত আমাদের সদাই ভক্ত—নাতির জন্য ক'নে খুঁজিতে গিয়া নিজেই—যাক্ সে কথা !

সকাল বেলাটা কর্ত্তা একরূপ নিরাপদ। কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া গিন্নি বড় একটা এদিকে ঘেঁসেন না—তাই এ-সময়টা তাঁহার দর্শ-নতত্ত্বের মীমাংসায় বুদ্ধিটা বেশ খেলিতে থাকে। কিন্তু এই সময়ে তিনি একজন শ্রোতার বড় অভাব অনুভব করেন।

কিছুদিন হইতে হাসি তাঁহার এই অভাব দূর করিয়াছে। তাহাকে বেশ একটি সমজদার সহিষ্ণু শ্রোতারূপে তিনি পাইয়াছেন। ইহার নিকট ব্যাখ্যা করিতে করিতে তাঁহার জটিল তত্ত্বসূত্রও সহজে উন্মুক্ত হইয়া আসে। তাই প্রাতঃকালটা এ-কার্য্যে বাধা পড়িলে—তিনি বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠেন।

আপাততঃ কাগজে লিখিত ওঁ শব্দটি লেখনীর অগ্রভাগ-নির্দ্দিষ্ট করিয়া হাসিকে বলিতেছিলেন, "বুঝলে ত হাসি?"

হাসি অক্ষরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল, "কতক কতক।"

"আচ্ছা, তাহ'লে গোড়া থেকে ব'লছি, ভাল করে বোঝ মা। শাস্ত্রমতে পরমাত্মার হৃদয়-আকাশ হইতে উৎপন্ন অ, উ, ম্ এই ত্রিবর্ণের সন্ধিজাত ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মবোধক ওম্ শব্দ, বেদের সনাতন বীজমন্ত্র এবং জীবাত্মার হৃদয়ে স্বতঃ বিরাজমান ও স্বতঃ প্রকাশমান। এখন বিচার করে দেখ, অ উ এই শব্দ দু'টি কি? স্বরবর্ণ, কেমন?"

"হ্যাঁ।"

"আর ম্?"

"ব্যঞ্জনবর্ণ।"

"আচ্ছা বেশ,—ব্যঞ্জনের কি স্বরবর্ণ ছাড়া পৃথক অস্তিত্ব আছে?"

"না, তাদের আলাদা উচ্চারণ হয় না।"

"সেইজন্য পরমাত্মা স্বর—এবং জীবাত্মা ব্যঞ্জনবাচক এবং

পৃথক হইয়াও পরস্পর সংযুক্ত। অন্য ভাষায়,—বিন্দুর সমষ্টিতেই যেমন এই বিশাল পরিদৃশ্যমান জগৎ, সেইরূপ পরমাত্মারূপ বিশ্ব-কোষে অবস্থিত সৃজনশক্তির বশবর্ত্তী এই জীবাত্মা-বিন্দু মানব-দেহে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবামাত্র ওম্ শব্দের উচ্চারণে ভগবানের সহিত আপনার একাত্মতা প্রতিপাদন দ্বারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। বুঝলে ত হাসি ?"

হাসি হাসিয়া বলিল, "মনে ত হচ্ছে এইবার বুঝেছি !"

কৃষ্ণলাল সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "ওম্ অক্ষরের প্রথম গ্রন্থি-বিন্দু পরমাত্মাবাচক চিহ্ন, মধ্যবিন্দু পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলনগ্রন্থি চিহ্ন। আর যদি ওকার শব্দের আদ্যোপান্ত এইরূপে মিলিত কর তখন ইহা চক্ররূপ ধারণ করে। এই চক্রান্তের মধ্যে নিখিল বিশ্ব স্থিত, রক্ষিত ঘূর্ণ্যমান। বুঝলে হাসি ?"

"হ্যাঁ বাবা ! আমার বড় ভাল লাগছে।"

"আর ও শব্দের মাথার উপর এই যে চন্দ্রবিন্দু, এর অর্থ কি জান ? জীবাত্মা-আমরা যখন পরমাত্মাকে আপনাতে অনুভব করি—তখন তিনি ওঙ্কার পুরুষ—আর যখন তা করিনে তখন আমরা তাঁহার অর্দ্ধরূপই দেখতে পাই। তখন তিনি চন্দ্রবিন্দু আকারে সাক্ষীস্বরূপ রূপে আমাদের উর্দ্ধে বিরাজিত থাকেন। বুঝলে মা ?"

"কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই একাত্মতা অনুভব করব কিরূপে ?"

এই প্রশ্নে কৃষ্ণনাথ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন,—কহিলেন,

"আঃ সেই ত কথা! গার্গীও ঠিক তোমারই মত এইরূপ প্রশ্ন করেছিলেন! আমার ইচ্ছা কি জান—হাসি? তুমি যদি গার্গীর মত—"

ঠিক এই সময় কি গৃহিণী সন্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন! তাঁহার অন্ধকার মুখ দেখিয়া কর্ত্তার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। হাতের কলমটা টেবিলে ফেলিয়া শোচনীয় দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু এ দৃষ্টিতে গিন্নির পাষাণ হিয়া গলিলনা। তিনি হাসিকে চলিয়া যাইতে অনুজ্ঞা করিয়া দৃঢ় গম্ভীরস্বরে স্বামীকে কহিলেন, "অগ্রাণেই নরেন্দ্রের বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল—কিন্তু তার আগে হাসির একটি পাত্র ঠিক করা চাই-ই চাই। সুজন রায়ের ওখানে আজ তোমাকে যেতেই হবে।"

কর্ত্তা মুখটি চুন করিয়া বলিলেন, "সে কথা কি আমার মনে নেই? আমি সেজন্য দিনের মধ্যে পঞ্চাশবারের জায়গায় একশবার হেমকে তাগিদ দিচ্ছি।"

গৃহিণী চড়াস্বরে কহিলেন, "হেমটেম আমি জানিনে—তোমাকেই নিজে আজ সেখানে যেতে হবে।"

যেন কর্ত্তার সুজন রায়ের বাড়ী না যাওয়াতেই বিবাহটা বন্ধ আছে!

"আচ্ছা বেশ, তাই যাব—কিন্তু একটু সময় দাও, লক্ষীটি,—একলা ত যেতে পারিনে,—হেম আসুক।"

"আবার বলছি হেম আসবে কি না আসবে—আমি জানিনে—আমি শুধু জানতে চাই—তুমি আজ সেখানে যাবে

কিনা? বিকাল পর্য্যন্ত আমি সময় দিচ্ছি,—আর যদি না যাও ত—"

কর্ত্তা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "আর বলতে হবে না —আমি ঠিকই যাব, আজই যাব, নিশ্চয়ই যাব।—শশী—শশে —শশধর, শশাঙ্কলাঞ্ছন—কোথায় তুমি!"

কর্ত্তাবাবুর ডাক হাঁকে তাঁহার ভৃত্য শশী আসিয়া উপস্থিত হইল—ক্রুদ্ধ গৃহিণী কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া এই সময় সরিয়া পড়িলেন।—শশীর প্রিয় মুখ দর্শনে কৃষ্ণলালের রুদ্ধ জ্বালামুখী উচ্ছ্বাস হৃদয়ে উথলিয়া উঠিল; তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ অজবুদ্ধি গজানন?"

"এজ্ঞে এইখানেই ত আছি।"

"এইখানেই ত আছিস্, তবে ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না কেন? হেমকে ডেকে নিয়ে আয়!"

"এজ্ঞে, তিনি এখনো আইসেন নি।"

"এখনো আসেনি! আজকাল ত দেখছি তার বড় গাফেলি হয়েছে। তুই তবে যা—"

"এজ্ঞে চল্লাম্—"

"অমনি চল্লাম! কি বলছি আগে শোন্।"

"বলতে আজ্ঞে হোক্—"

"এখনি গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আয়,—বুঝলি ত? খবরদার দেরি করিসনে।"

যে আজ্ঞে বলিয়া সে দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং ইহার

পর—বার বার—কর্ত্তাবাবুর উচ্চ কণ্ঠনিঃসৃত আদরের এবং অনাদরের ডাক হাঁকেও তাহার সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না,—তিনি হতাশচিত্তে দ্রুত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চৌকিতে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত পূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হেম কৃষ্ণলাল বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ভ্রাতা—অতএব স্মৃতি এবং সম্পর্কের বন্ধনীস্বরূপ। এক সময় কর্ত্তাবাবু ইহার অভিভাবক ছিলেন—এখন কর্ত্তারই ইনি সর্ব্বেসর্ব্বা দক্ষিণ হস্ত। হেম নহিলে ত তাঁহার বিষয়কর্ম্ম চলেই না,—তাহা ছাড়া অন্য অনেক কাজেই হেম তাঁহার নির্ভরস্থল,—এক কথায় হেম তাঁহার সর্ব্ববিষয়ের ম্যানেজার।

লোকটি যেমন কর্ম্মিষ্ঠ তেমনি খাঁটি, হিসাব নিকাশে এক আধলার গরমিল হইলে সেদিন তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়। এইরূপ কাজের লোককে কাজে পাইয়া কৃষ্ণলাল কিন্তু একেবারেই অকেজো হইয়া পড়িয়াছেন। চেকের ফরম্ পর্য্যন্ত তিনি নিজে লেখেন না, সই করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হন।

বাবুকে বিষয়-কর্ম্মে 'ওয়াকিভ' করিতে হেমের পক্ষ হইতে কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। কিন্তু তাঁহার দর্শন-চিন্তার নিগড়বাঁধা মনের মধ্যে বৈষয়িক চিন্তাকে ঠেলিয়া প্রবেশ করান একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে না আছে,—ভাড়াটে

বাড়ীর কোন্‌টার ভাড়া আছে কোন্‌টা বা খালি, ধার দেওয়া টাকার মধ্যে কোন্‌স্থলে কত সুদ বাকী পড়িল—কখন বা কোন্‌টার নালিসের সময় আসিল,—এই সকল খবর জানাইয়া নানা কার্য্য সম্বন্ধে আদেশ ও উপদেশ লইবার জন্য খাতা পত্র এবং চিঠি পত্রাদি সহ যথাসময়ে হেম প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের পর তাঁহার নিকট আসিয়া হাজির হয়—কিন্তু কোনদিনই প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোন বিষয় শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য ঠিক করিবার অবকাশ তাঁহার ঘটে না। কোন বিষয়ের আধখানা পর্য্যন্ত না শুনিয়াই—অধীর চিত্তে কৃষ্ণলাল বলিয়া—উঠেন, "বুঝেছি বুঝেছি, আর বলতে হবে না,—আমার আদেশ এবং উপদেশ এই যে—এ সম্বন্ধে তোমার বুদ্ধিতে যা ভাল মনে হয় তাই করো।" হেম হতাশভাবে গোঁপে তা দিতে দিতে,—খাতাপত্রের তাড়াগুলা বহিয়া দপ্তরখানায় পুনঃ প্রবেশ করে। গোঁপে তা দেওয়াটাই হেমের জীবনের মধ্যে একটা বদ অভ্যাস—ইহাই তাহাকে সুখে উত্তেজিত এবং দুঃখে সান্ত্বনা প্রদান করে। কারণ মদ্যপান বা তামাকু সেবনে পর্য্যন্ত সে অনভ্যস্ত।—

কখনো কোন দুর্দ্দিনে বা দুঃসময়ে সহসা যখন কর্ত্তাবাবুর সুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায় তখন হেমের আরও বিপদ। এই চেতনারূপ আধিভৌতিক ঘটনাকে দুঃস্বপ্ন বোধে, ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তখন সমধিক ব্যাকুলভাবে তিনি হেমের শরণাপন্ন হন। যেন হেমই সেই ঘটনার সংঘটক,—এবং ইহার প্রতিবিধানও তাহার হস্তে। আজও গৃহিণীর নিকট কর্ত্তব্য-

ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া তিনি দায়ী করিলেন—হেমকে!

হেম আসিবামাত্র চীৎকার-র্ভৎসনায় তাহাকে কহিলেন, "কি রকম এ কাণ্ড কারখানা তোমার হে? কতদিন থেকে বলছি, বিজন কুমারের সঙ্গে হাসির বিবাহটা ঠিক করে ফেলো,—তা করছ না কেন বলত? সেদিকে ত তোমার এক বিন্দু চেষ্টাও দেখতে পাইনে।"

হেম হাসিতে লাগিল। বাবুর র্ভৎসনায় কেহ রাগ করে না,—তাহা নির্ব্বিষ; বরঞ্চ তাহার মধুটুকুই লোকে উপভোগ করে। কৃষ্ণলাল বলিলেন, "তুমি ত হেসে নিশ্চিন্ত—আর এদিকে যে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।" হেম আবার হাসিয়া কহিল, "আমি ইতিমধ্যে দুই তিন দিন সেখানে গিয়েছিলুম,—কিন্তু রায়ম'শায়ের দেখা পাইনি—শুনলুম তিনি বাড়ী নেই। আবার না হয় আজ খবর নেব।"

"ও সব ওজরে আমি ভুলিনে, তোমার উপর এতটুকুও বিশ্বাস আর আমার নেই! খবর নিলেই বুঝি কার্য্যসিদ্ধি হোয়ে গেল! শরীরটা দিন দিন যেমন সূক্ষ্ম হচ্ছে বুদ্ধিটাও তেমনি সূক্ষ্মতর দাঁড়াচ্ছে। আজই চল,—এই মুহূর্ত্তে,—আমার সঙ্গে তোমায় এখনি সেখানে যেতে হবে—বুঝলে ত?"

"আজ্ঞে তাই যাব। কিন্তু এখন ত সকলের আহারের সময় হয়ে এল—এখন ১১টা বেলা,—এখন সেখানে গিয়ে হয়ত শুনবেন—বাবু খেতে বসেছেন,—এখন দেখাই হবে না।"

"তা নাই হোল দেখা ! সে জন্য ত তোমাকে ভাবতে বলিনি ?

"তবে চলুন,— আমি প্রস্তুত আছি।"

কৃষ্ণলাল গাড়ি প্রস্তুত করিতে বলিয়া শুনিলেন,—কোচম্যান হাজির নাই, সে বাসায় খাইতে গিয়াছে !

এ সংবাদে একটু আরামও বোধ করিলেন ; এখনি যাইবেন বলিয়া ফেলিয়া পরমুহূর্ত্তেই অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ।

কিন্তু এ যাত্রা তবুও রক্ষা পাইলেন না, অন্তঃপুরে আহারে যাইবামাত্র আবার এক দফায় গৃহিণীর তাড়া খাইয়া বিকালবেলা অগত্যা কোমর বাঁধিয়া সেনাপতিরূপে রণযাত্রায় নির্গত হইয়া পড়িলেন। তাহা ছাড়া আর গত্যন্তর কি ?

গাড়ীতে বসিয়া সারাপথটা মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—আজও যেন সুজন রায় বাড়ী না থাকেন। গৃহিণীর নিকট কৈফিয়ৎ দিতে পারিলেই ত তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ ।—কিন্তু হায়রে ! এমনি অদৃষ্ট ! খোলা ল্যাণ্ডোখানা রায়-ভবনের কমপাউণ্ডে প্রবেশ করিতে না করিতে রায় মহাশয়ের জীর্ণ দেহ শীর্ণ মুখ তাঁহার নেত্রগোচর হইল। সুজন রায় তখন ছাতে রাস্তা-অভিমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কৃষ্ণলালকে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন। "এই যে দাদা, আসতে আজ্ঞা হোক্, আসতে আজ্ঞা হোক্"—বলিতে বলিতে নমস্কার অভিবাদন সহকারে গাড়ী হইতে নামাইয়া ড্রয়িং রুমে আনিয়া বসাইয়া বলিলেন, "আজ আমার পরম সৌভাগ্য ! দাদার পদধূলিতে গৃহ

পবিত্র হ'য়ে গেল। বাড়ীর মঙ্গল ত? হেম ভাল আছে ত?"

কর্ত্তার এইরূপ সৌজন্য-সমাদরে কৃষ্ণলাল এরূপ মুগ্ধ অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, ইহার প্রতিব্যবহারে তাঁহার মুখ হইতে যেরূপ ভদ্রতার কথা শোভনীয় হইত,—সেরূপ কিছুই এস্থলে বলা হইল না। তবে তিনি এখানে আসিয়া সঙ্কোচের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ বেশ স্ফূর্ত্তির ভাবই বোধ করিতে লাগিলেন এবং মাঙ্গলিক শেষ করিয়া সুজন রায় যখন অন্য কথা পাড়িলেন, তখন ক্রমশঃ তাঁহার কথাও যোগাইতে লাগিল।

সুজন রায় কহিলেন, "নরেন্দ্র ত বোম্বাই গিয়েছে শুনেছি—শচীন কি করছে এখন।" কৃষ্ণলাল বুঝিলেন--বিজন কুমারের নিকট হইতে সুজন রায় তাঁহার ঘরের অনেক খবর পান।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন, "শচীন এখন বি-এ পাশ দিয়াছে।"—

"বি-এ পাশ দিয়েছে! তা বেশ বেশ! শুনলেও আহ্লাদ হয়। আমার ছেলেটাত একেবারেই অকালকুষ্মাণ্ড! আমি তাই গিন্নিকে বলি—তোমার ছেলের বৌ মিলবে না।"

হেম এই অবসরটা বৃথা যাইতে দিল না—বলিল, "তার পাশের কি দরকার বলুন? বাপের জমিদারীই তার পাশ। বিজন ত আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই যাওয়া আসা করে—বৌঠাকরুণ ত তার রূপেগুণে মুগ্ধ—তাঁর ভারী ইচ্ছা তাকে জামাই করেন।"

সুজন রায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন—ইহাদের আগমনের উদ্দেশ্য

কি, সুতরাং তিনি এজন্য প্রস্তুত ছিলেন। হেমের কথার উত্তরে বিনয় সহকারে বলিলেন, "আমার ছেলে দাদার,—তাঁর মেয়ে আমার আপনার হবে, এর চেয়ে আর কি সৌভাগ্য হতে পারে বল? তবে ছেলেটাকে কোন একটা কাজে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে এ কাজ ক'রব ভাবছি।" সুজন রায়ের মনোনয়নে তখন জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতিঃ জাগিতেছিল।

দাদা ইহাতে সায় দেওয়া ছাড়া আর কি বলিতে পারেন? হেম এই সময় কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, তৎপূর্ব্বেই সুজন রায় আবার বলিলেন,

"আগে ইচ্ছা ছিল ওকে বিলাত পাঠাব—কিন্তু এখন মনে হয় দেশে থেকেও কাজ করা যায়। দেশের iudustryর দিকে লক্ষ্য দেওয়াই আপাততঃ আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। একটা দেশলাইএর কাটিও আমাদের বিদেশ থেকে আসছে। বঙ্গবিভাগ নিয়ে দেশের লোক ক্ষেপে উঠেছে,—কিন্তু এসব কার্য্য নিয়ে ক্ষেপছে কজন বলত দাদা? অথচ এই পথই আমাদের দেশের প্রকৃত মুক্তির পথ।"

কৃষ্ণলাল প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিলেন, "সে ত ঠিক কথা!"

"তুমি ত দাদা বল্লে ঠিক কথা; আমাদের জমিদার ভায়ারা এদিকে মোটেই ঘেঁসতে চান না। তাঁরা পলিটিকস্ নিয়েই ব্যস্ত।

অতুলেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এই কথা বলিলেন।

হেম বলিল, "হ্যাঁ, আপনি শুনেছি—পলিটিক্সের ভেতর যেতে চান না।"

"আমি মনে করি,—ওসবের মধ্যে যাওয়াটা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা,—লাভ কিচ্ছু নেই, লোকসান সমূহ।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "কথাটা আমি সঙ্গত বিবেচনা করি। আজকালকার ছেলেরা পলিটীক্‌স্‌ নিয়ে কেন যে এত মাথা ব্যথা করে বুঝতেই পারিনে। আমরা বল্লেই কি ইংরাজরা ভারতবর্ষ আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে?"

হেম বলিল, "না, তা কেউ ত চায় না। আমরাত ইচ্ছা করিনে যে ইংরাজেরা যাক;—রাজ্য শাসনে সমক্ষমতা আমরা পেতে চাই,—যে সব অন্যায় রাজনৈতিক নিয়ম দেখতে পাই—তার প্রতিবিধান চাই,—এই মাত্র।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "হ্যাঁ, সে ত হওয়া উচিতই,—তাতে ত ইংরাজদেরও আপত্তি হবার কোন কারণ দেখিনে।"

সুজন বলিলেন, "তোমার মত সরল মন তাদের কি দাদা! তারা ভাবে বেশী ক্ষমতা আমাদের হাতে দিলে ক্রমশঃ একেবারেই তাদের ক্ষমতা চলে যাবে—তাদের দিকটাও বুঝে দেখ।"

হেম বলিল, "তাদের দিক ত তারা খুব বেশী ক'রেই দেখছে, আমাদের দিক যে একটুও দেখতে চায় না।"

"কিন্তু ভায়া আমরা বল্লেই কি তারা দেখবে?

"সে কথা পলিটিসানরাই বলতে পারেন, তবে আমাদের মত আনাড়িরা এইটুকু বোঝে যে, বলাতেও ত সুখ একটা আছে।"

"আমি বলি ওতে সুখবোধ না হ'য়ে দুঃখবোধ হওয়াই উচিত। বেশী কথার দরকার কি—কাজেই যোগ্যতা দেখাও না?"

হেম একথার সত্যতাটা মনে মনে বুঝিয়া গোঁপে তা দিতে প্রবৃত্ত হইল। সুজন বলিলেন, "আমি ত আগেই বলেছি, যাতে ব্যবসা বাণিজ্য ও শ্রম-শিল্পের বৃদ্ধি হয় এই সব দিকে দৃষ্টি দেওয়াই আমাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য। আর আমার সাধ্যমত শক্তি আমি এইদিকে অর্পণ করেছি। একটি চা-বাগানে আমি সহস্র সহস্র মুদ্রা ঢাল্‌ছি—তবুও আশানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি করতে পারছিনে। এ সব কার্য্য ব্যাঙ্কের সাহায্য ব্যতীত চলতে পারে না। কিন্তু বলব কি দুঃখের কথা, একজন একবস্ত্র ইংরাজকেও তারা যেরূপ সাহায্য করে, আমাদের মত লোককে তার শতাংশের একাংশও করে না। আমার চা ব্যাঙ্কের নাম শুনেছ বোধ হয়? দাদা, বড় দুঃখে আমি ঐ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেছি। কিন্তু দেশের লোকই বা কজন এ সম্বন্ধে আমাকে সাহায্য ক'রছেন?"

হেম বলিল, "কয়েকবার দেশী ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে কিনা, তাই প্রথমটা সবাই ভয় পায়। দিন কতক চালিয়ে যদি সুনাম রক্ষা করতে পারেন—তখন আপনা হতেই কত লোক যেচে এসে আপনার ব্যাঙ্কে টাকা রাখবে। বাস্তবিক এরকম ব্যাঙ্ক একটার বড়ই অভাব আমাদের দেশে। এ সম্বন্ধে আমিও ভুক্তভোগী। রাণিগঞ্জে কর্ত্তা মহাশয়ের একটা সম্পত্তি আছে—জানেন ত? তাতে মাঝে মাঝে কয়লার টুকরাও পাওয়া যাচ্ছে। লাখ চার টাকা হলেও আমরা কাজ আরম্ভ করতে পারি, কিন্তু অনেক

চেষ্টাতেও কোন ব্যাঙ্কারকে হাত করতে পারছিনে। তারা সকলেই একবাক্যে জ্যয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি খুলে কাজ আরম্ভ করতে বলে।—আসল কথা, কৃতকার্য্য হ'লে তখন এরা টাকা দিবে।"

সুজন রায়ের লোভ-রসনা লালায়িত হইয়া উঠিল। রাজা অতুলেশ্বরের রাণিগঞ্জে সম্পত্তি আছে আর তাঁহার নাই, এ হীনতাটা তাঁহাকে বড়ই আঘাত দেয়। এই অভাব দূর করিবার জন্য রাণিগঞ্জে দু' একবার জমী দেখিতেও তিনি গিয়াছিলেন। কৃষ্ণলালের জমীটা তাঁহার বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধান লইয়া জানিয়াছিলেন—ও জমী বিক্রয় হইবে না। হেমের কথার উত্তরে তিনি কহিলেন, "এস্থলে কোম্পানী খোলার আমি ত সার্থকতা বিশেষ কিছু দেখিনে। জমী তোমাদের, অথচ লাভ যা হবে—তা পঞ্চ ভূতে মিলে খাবে। তার চেয়ে আমাকে যদি lease দাও ত আমি খনন ব্যয়ভার সব বহন করব—তারপর লাভ যখন হবে, তখন খরচটা উঠিয়ে নিয়ে আধা আধি আমরা ভাগ নেব।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "বাঃ সে ত বেশ কথা—জমীটাত এখন বলতে গেলে পড়েই আছে, তার আয় অতি সামান্য। এ রকম সর্ত্তে দিতে আমি এখনি প্রস্তুত; কি বলহে হেম?"

হেম বলিল, "এসব কথায় ত এক মুহূর্ত্তে উত্তর দেওয়া যায় না; ভেবে চিন্তে পরে উত্তর দেওয়াই ঠিক।"

সুজনরায় আর অধিক গরজ দেখান বিবেচনাসঙ্গত জ্ঞান

করিলেন না —কহিলেন, "হ্যাঁ, হেম ঠিক কথাই ব'লছেন। তবে আমার বলা রইল—জমীটা যদি বিক্রয় করতে চান বা lease দিতে প্রস্তুত থাকেন ত আমাকে জানাবেন; আপনার সুবিধামত সর্ত্তেই আমি বন্দোবস্ত করে নেব।"

কৃষ্ণলাল আবার হেমের দিকে চাহিলেন। সুজনরায় হাসিয়া বলিলেন, "হেমই বুঝি দাদার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা!"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "ভাগ্যিস ওকে পেয়েছি ভাই, ধড়ে প্রাণ আছে, নইলে যে আমার কি দশা হোত; মনে করতেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়।"

সুজন রায় মনে মনে বলিলেন, "তবেই বিষয় রেখেছ তুমি।" আত্মবৎ মন্যতে জগৎ! স্বয়ং ধর্ম্মরাজ আসিয়া তাঁহার কর্ম্মচারী হইলেও সুজন তাঁহাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

হেম বলিল, "দর্শনতত্ত্ব চিন্তাতেই উনি সমগ্র আপনাকে ঢেলে দিয়েছেন; আমরা যদি তা থেকে এক মুহূর্ত্তও ওঁকে এদিকে টানি তাহলেও উনি বিরক্ত বোধ করেন।"

সুজন রায় হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ শুনেছি বটে দাদা কি একটা বই লিখছেন,—এখনো শেষ হয় নি?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "জটিল তত্ত্ব ভাই, সাধারণের বোধগম্য ক'রে লিখতে একটু সময় চাই। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্ম-বাদই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়। ঋষিগণ ওঁ শব্দকে বীজমন্ত্র করে যে ইহাই স্বীকার করে গেছেন এইটে আমি বোঝাতে চাই।"

সুজন রায় নেত্র বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "দাদা—তুমি এই

মরজগতে অমর কীর্ত্তি রেখে যাবে দেখছি! ঋষিদের আধ্যাত্মিকতা যদি তুমি আবার জাগিয়ে তুলতে পার,—সত্যযুগ ফিরে আসবে!"

কৃষ্ণলাল উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "তোমার এ বিষয়ে এমন interest তা আমি জানতুমনা—এত আহ্লাদ হচ্ছে আমার! আমি তোমাকে দু'কথায় এর মূলতত্ত্বটা এখনি বুঝিয়ে দিতে পারি—একটা কাগজ পেন্সিল যদি আনতে বল।"

সুজন রায়ের প্রশংসার পরিণাম এতদূর গড়াইবে তাহা তিনি বুঝেন নাই। এখন কিরূপে ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় তাঁহাকে রক্ষা করিলেন—তাঁহার ম্যানেজার। তিনি এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুজন রায় অনেকক্ষণ হইতে ইঁহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সুজন রায় বলিলেন, "দেখ দাদা পুণ্য কার্য্যে কত বাধা। এস ডিক্রুজ সাহেব, এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

এই ডিক্রুজ সাহেব আর কেহ নহেন, শরৎকুমার ও অনাদির ট্রেনের বন্ধু। ডিক্রুজ বেশ বাঙ্গলা বলেন—তিনি বাঙ্গলাতেই ইঁহাদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। হেমের নিকট ইনি অপরিচিত নহেন, অনেকবার ট্রেনে দেখা শুনা হইয়াছে। সুজন রায় কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন, "দেখ দাদা, ইনি একজন মস্ত ফিলজফার লোক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সব ফিলজফিই এঁর কণ্ঠস্থ। তোমার দর্শনতত্ত্ব যদি এঁকে দিয়ে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়ে নিতে পার ত মস্ত একটা কাজ হয়।"

এই বাসনা কৃষ্ণলালের মনেও মাঝে মাঝে উদয় হইয়াছে। সহসা তাহা পূর্ণ হইবার মূর্ত্তিমন্ত উপায় সম্মুখে উদিত দেখিয়া তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।

ডিক্রুজ বলিলেন, "আপনারা দুজনেই দেখছি born patriot! একজন দেশে ধনাগমের চেষ্টা করছেন—আর-একজন জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা করছেন। দেশের পক্ষে দুই-ই দরকার। আমার সৌভাগ্য যে আজ আপনার সঙ্গে পরিচিত হলেম।"

আরও দুই একটা এইরূপ মিষ্ট সম্ভাষণ করিবার পর সুজন রায়কে তিনি বলিলেন, "আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে, আমায় এখনি আবার একবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে।" হেম এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া কহিল, "তবে আজ ওঠা যাক্ মুখুয্যেমশায়; সন্ধ্যা ত হয়ে এল।"

মুখুয্যেমশায় আসিবার সময় যেরূপ অনিচ্ছার সহিত গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন; যাইবার সময়ও সেইরূপ অনিচ্ছাতে চৌকি হইতে উঠিলেন। সুজন বলিলেন, "বসুন না আর একটু; এখনি যাবেন?"

মুখুয্যে ম'শায়ের ইচ্ছামত কাজ হইলে তিনি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতে গৃহস্বামী স্বয়ং উঠিয়া দাঁড়াইলেন; হেম, ডিক্রুজ সবাই উঠিয়া দাঁড়াইল,—সুতরাং কৃষ্ণলালের মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুজন রায় কহিলেন, "তুমি তা হলে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হচ্ছ দাদা? এতে ক্ষতি, কিছুই নেই—শুধু নামটা দেওয়া মাত্র। তাহ'লেই লোকে ব্যাঙ্কের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।"

কৃষ্ণলাল উত্তর করিলেন, "অবশ্য অবশ্য, আমার ত সেটা কর্ত্তব্য কাজ।"

সুজন কৃষ্ণলালকে গাড়ীতে পৌছিয়া দিবার সময় নীচে আসিয়া আবার বলিলেন, "ব্যাঙ্কের কথাটা ভুলো না দাদা। টাকাকড়ি এই ব্যাঙ্কে রেখে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে। রাণিগঞ্জের সম্পত্তি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করেছি সে বিষয়েও ভেবে-চিন্তে একবার দেখো। ছেলেটাকে এই রকম কাজে লাগিয়ে দিয়ে তখন ঘরে বৌ আনব এই মনে করে আছি।"

আশাতীত সফলতা! হাসিকে বৌ করিবেন বলিয়াই তাহা হইলে সুজন রায় কথা দিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট উক্তি আর কি হইতে পারে! কর্ত্তা বলিলেন, "কবে আসবে ভায়া! তুমি বুঝি হাসিকে দেখনি?"

"একদিন অবিলম্বে যাব; তোমার দর্শনতত্ত্বও সেইদিন শুনব, আজ ত আর ভাগ্যে সে আনন্দলাভ ঘটলো না।"

কৃষ্ণলাল আনন্দে গলিয়া গেলেন—তাঁহাদের গাড়ীতে বসাইয়া সুজন শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কখন গেলে কথাবার্ত্তার সুবিধা হবে দাদা?"

কর্ত্তা বলিলেন, "সকালেই আমি লেখা পড়া করি, দর্শনতত্ত্ব শুনতে চাও ত সেই সময়ই এস।"

"আর যদি কাজের জন্য যাই?"

"তাহলে বিকালের দিকে আসাই ভাল। হেম আহারান্তে

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত
স্বপ্নবাণী

আমার ওখানে আসেন, আজ তোমার কাছে সকালেই আসব ভেবে ধরা পাকড়া করে ১১টার মধ্যেই ওঁকে আনিয়েছিলুম— শেষে কিন্তু সকালে আর এখানে আসাই হোলনা।"

শেষ কথা শেষ হইতে না হইতে কোচমান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

কর্ত্তা বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া গৃহিণীকে সুসংবাদ দান করিলেন; —গৃহিণী আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "দেখলে,—আমি ত বলেছিলুম, তুমি গেলেই কার্য্যসিদ্ধি হবে। কথা শোননা—এই বড় দুঃখ।"

হাসি ছাড়া আর সকলেই জানিল; বিজনকুমারের সহিত তাহার শীঘ্রই বিবাহ হইবে।

* * * *

কৃষ্ণলালের সৌভাগ্যের সীমা নাই। ২৪ ঘণ্টাও অতিবাহিত হয় নাই, কেবল রাত্রিটা মাত্র কাটিয়াছে অমনি প্রাতঃকালে ম্যানেজীর ডিক্রুজ সাহেব কৃষ্ণলালের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন! অভিপ্রায় কি? না, তাঁহার দর্শনতত্ব শুনিবেন। কৃষ্ণলালের বুঝি এত আনন্দ জীবনে কখনো হয় নাই। তিনি ওঙ্কার শব্দলিখিত কাগজখানি সাহেবের চোখের উপর খুলিয়া রাখিয়া প্রথমে ওঙ্কার শব্দের অর্থ এবং মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেব তাঁহার প্রতি ব্যাখ্যায় বার বার মুগ্ধতাবাচক শব্দের ব্যবহার করিতে লাগিলেন—এবং তর্জ্জমা করিবার অভিপ্রায়ে নোট লইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সহসা ঘড়ি দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আজ আর সময় নাই, অন্য কাজে যেতে হবে এখনি। এমন interesting কথা ছেড়ে যেতে ইচ্ছাও করে না—কিন্তু কি করি? আবার কাল আসব।"

পরে পরস্পরের ধন্যবাদ বিনিময় শেষ হইয়া গেলে বলিলেন, "ব্যাঙ্কে কি টাকা রাখা হবে? মিষ্টার রায় জানতে চেয়েছেন।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "অবশ্যই হবে, আজই হতে পারত, কিন্তু হেম ত এখন নেই।"

হেম আসিলে ব্যাঙ্কে যে টাকা দেওয়া হইবেনা তাহা সাহেব বিলক্ষণ জানিত, জানিয়াই সকালে আসিয়াছিল। সে বলিল—"হেম না এলে কি কোন কাজ হয় না—টাকা ব্যাঙ্কে দেওয়া ত কঠিন কথা কিছু নয়। আমাকে যদি একটা চেক সই করে দেন ত—"

"তা দিতে পারি—দিতে পারি; কিন্তু চেক বই যে হেমের কাছে—সে এলে চেক পাঠিয়ে দেব—"

ডিক্রুজ বুঝিল, এ আশাটা ত্যাগ করিতে হইবে। সে বলিল, "বেশ, হেমকে দিয়েই পরে ব্যাঙ্কে চেক পাঠালে চলবে; কিন্তু আপনি ত ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হবেন বলেছেন—তাহলে এই কাগজটা যদি সই করে দেন।" কাগজখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া সে তাঁহাকে দিল—তিনি টেবিলের উপর রাখিয়া নাম সই করিলেন,—ডিক্রুজ বলিল, "পড়ে দেখবেন না?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "পড়ে আর দেখব কি? তোমরা কি আর আমাকে ঠকাবে?"

সাহেবের কঠিন হৃদয়ও সহসা একটুখানি করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। এই চিত্তবিকারে মনে মনে একটু হাসিয়া তাড়াতাড়ি কাগজখানা লইয়া সে চলিয়া গেল।

হেম পরে আসিয়া এই সংবাদে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ইহার পর ম্যানেজার বা সুজন রায়ের টিকিও আর দেখা গেল না। পনেরো দিন না যাইতেই খবর পাওয়া গেল, সুজন রায়ের ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণলাল প্রত্যহ সকালে একবার দু-চার মিনিটের জন্য খবরের কাগজে চোখ বুলাইয়া লন। আজ বেঙ্গলিখানা খুলিতেই প্রথমে নজরে পড়িল—"রায়-ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে।"

একটা মুক্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ভাবিলেন, "ভাগ্যিস্ ও ব্যাঙ্কে টাকা রাখা হয় নাই।" এই সময় হাসি আসায় তিনি সে চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া হাসিকে দর্শন-তত্ত্ব বুঝাইতে বসিলেন। সবে মাত্র ওঁ শব্দের প্রথম গ্রন্থির সহিত মধ্য গ্রন্থির যোগাযোগ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন,—ভৃত্য আসিয়া খবর দিল—"রায়-মশায় এসেছেন।"

বলিতে বলিতে সে ভূপতিত খবরের খাগজখানা কুড়াইয়া ভাঁজ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রায় মশায়! রায় মশায় কে? কোন্ রায় মশায়?"

ভৃত্য কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই স্বয়ং সুজন রায় মূর্ত্তিমন্ত রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সমস্যা পূরণ করিয়া দিলেন। ভৃত্য তখন কাগজখানা পাশের টেবিলে রাখিয়া নীরবে সরিয়া পড়িল।

"একি, তুমি ভায়া!" আনন্দ-বিস্ময়-গদগদ চিত্তে কৃষ্ণলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাসি আগেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কর-মর্দ্দনে সুজন রায়কে সাদৃত করিয়া কৃষ্ণলাল কহিলেন, "এই আমার কন্যা হাসি! প্রণাম কর্ মা।"

সুজন রায় যে হাসিকে দেখিবার অভিপ্রায়েই এখানে আসিয়াছেন, কর্ত্তার মনে তাহাতে সন্দেহ মাত্র ছিল না। হাসি প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে—সুজন রায় কহিলেন,—

"বেশ বেশ! বেশ মেয়েটি! তা মা তোমার বাবার সঙ্গে একটু কাজের কথা আছে।" হাসি একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। হাসির প্রতি এইরূপ সম্বর্দ্ধনা কর্ত্তার কিন্তু ভাল লাগিল না! যদিও তিনি জানিতেন বিবাহের দিন ক্ষণ ঠিক করিবার জন্যই সুজন রায় এইরূপ ব্যস্ত ভাবে হাসিকে বিদায় করিলেন, তবুও অরসিকের প্রতি রহস্য নিবেদনের ন্যায়—এই ঘটনায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন। বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই কহিলেন, "এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? জান ত ভায়া,—আমার ঐ

একটী মেয়ে, ছাড়তে মন চায় না। তা—একটু দেরী তোমাকে করতেই হবে ?"

স্বজন রায়ের ওষ্ঠাধরে আগত বিদ্রূপহাস্যকুঞ্চন সরলরেখায় মিলাইয়া পড়িল—তিনি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "হঁ্যা, দেরী ত হয়েই পড়লো।—শুনেছ ত দাদা, আমার ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে।"

"এইমাত্র কাগজে দেখলুম।"

স্বজনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বেশী বিশ্বাস কাউকে করতে নাই দাদা, তাহ'লেই ঠকতে হয়। তোমার যেমন হেম, আমার সেইরূপ ছিল ডিক্রুজ সাহেব। আমার আহাম্মকিরই এই ফলভোগ!"

কৃষ্ণলাল বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, "সত্যি!"

হঁ্যা ঠিক কথাই বলছি দাদা। যাহ'ক তুমি ভয় পেয়ো না,—আমি থাকতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না,—সেই কথাই তোমাকে বলতে এসেছি—"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "আমার টাকা ত ব্যাঙ্কে দেওয়া হয়নি,—সে কথা বুঝি ডিক্রুজ তোমাকে বলেনি ? আমার ত ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নেই ?"

"কিন্তু তুমি যে একজন ডিরেক্টার,—তারও এক দায়িত্বটা আছে ত ?

কৃষ্ণলালের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল—তিনি ভীতচিত্তে কহিলেন, "তোমার কথায় তখন ত বুঝেছিলাম—টাকা কড়ি সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব কিছু থাকবে না।"

"ঠিকই বুঝেছিলে দাদা। নাম থাকবে তোমার আর দায়িত্ব বহন করব আমি—বরাবরই আমি এই মনে করে আছি!"

কৃষ্ণলাল তাহার সৌজন্য সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "তোমার কি খুবই ক্ষতি হলো ভায়া?"

"ক্ষতি সবই। ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখেছিলুম সে সবই গেল,—তা ছাড়া অন্য লোকের গচ্ছিত টাকার জন্যেও আমাকে দায়ী হতে হচ্ছে।"

কৃষ্ণলাল ইহা শুনিয়া আশ্বস্তভাবে কহিলেন, "তা বাইরের লোকের টাকা ত এখানে বেশী নেই শুনেছি! হেম ত বলছিল ব্যাঙ্ক তোমার টাকাতেই চলছে।"

সুজনরায় খনখনে হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ব্যাঙ্কিং বিজ্‌নেস্‌ যে হেম কত বোঝে—এ কথায় তা বোঝা যাচ্ছে। বাইরের লোকের টাকা বেশী নেই এটা ঠিক, তাড়াতাড়ি টাকা অনেকেই তুলে নিয়েছে—তবুও যে টাকার জন্যে দায়ী আমি—সেও ত নিতান্ত কম নয়!"

কৃষ্ণলালের দৃষ্টিতে সহানুভূতি প্রকাশিত হইল। সুজন আবার কহিলেন, "এদানি যেমন ব্যাঙ্কটি জমে আসছিল, অমনি ভিতরে ভিতরে লুটও চলছিল। আহাম্মকি দাদা! চার পো আহাম্মকি আমার! আমি সুজনরায় কিনা—একটা ফিরিঙ্গি বাচ্চার হাতের লাড্ডু হলুম! তবে আমি কারো টাকা রাখব না—চিরদিনই ধর্ম্মের পথ ধরে চলেছি—এখনো চলব।"

কৃষ্ণলাল তাহার সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "ধন্য!"

"কিন্তু সাধুতার কি একালে আদর আছে ভাই? আজকাল জিনিষ বিকোয় চটকে,—চকচকে ঝুটোর দরই বেশী। একটি কথা শুনে বড় আশ্চর্য্য হয়েছি; আমাকে কথা দিয়ে তুমিও নাকি অতুলের কাছে রাণীগঞ্জের সম্পত্তি বিক্রী করছ—তুমিও দাদা কথা ভাঙ্গলে?"

কৃষ্ণলাল আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, "কই আমি ত এর বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানিনে? এ দেখছি হেমের কাণ্ড।"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া স্বজনরায় কহিলেন, "হেম যদি তোমার অমতে একাজ করে থাকে ত কাজটা বন্ধ করতে কতক্ষণ? তুমি না সই করলে ত কাজ হবে না?"

কৃষ্ণলাল মুস্কিলে পড়িলেন। হেমের কর্ত্তৃত্বের উপর যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম একথা বিশ্বাস করিবে কে? আর বলিবার কথাও ত নয়! তবুও বলিলেন, "আচ্ছা ভায়া, হেমকে জিজ্ঞাসা করে আমি এ বিষয়ে উত্তর দেব। হেমের অমতে ত আমি বিষয় কর্ম্ম কিছুই করতে পারিনে। আর সে আমার আমমোক্তার নামার বলে সব কাজই করতে পারে।"

স্বজন রায় অনুনয়ের স্বরে কহিলেন, "দেখ ভাই, তোমাকে স্পষ্ট করে বলি—যদি তোমার এই সম্পত্তিটা পাই তবেই আমার উদ্ধার, নচেৎ আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে। তোমার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করার শক্তিও আমার থাকবে না, এটাও বুঝো।"

এতক্ষণ স্বজন রায়ের বাক্যে প্রকাশিত সাধুতার পরিচয়ে

কৃষ্ণলালের মন ভক্তি-আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু এই কথায় রায় বাহাদুরের মনের আসল রূপ যেন ধরা পড়িল; কৃষ্ণলালের বিশ্বাসে সহসা সন্দেহ ছিদ্র প্রবেশ করিবামাত্র সুজনের অনুরোধ অনুনয় আর তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল না, তিনি অটল ভাবেই কহিলেন, "আমিত বল্লেম ভাই, হেম যা করেন তার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারি নে।"

সুজন জানিতেন হেম ইহাতে আপত্তি করিবেন; যদি এখনি কাজ বাগাইতে পারেন ত ভাল, নচেৎ আশা নাই। এই ভাবিয়া তিনি বায়নানামা লিখিয়া পর্য্যন্ত সঙ্গে আনিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণলালের অটল ব্যবহারে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল; তাঁহার ভিতরের সর্প ফণা বাহির করিয়া কহিল, "আচ্ছা বেশ! সুজন রায় সুজনের সঙ্গে সুজন বোলে যে দুর্জ্জনের সঙ্গে দুর্জ্জন হ'তে জানে না তা মনে করো না। তোমার দুর্ব্বুদ্ধিতার ফলে দেখো তোমার ঘরের কড়িকাঠখানাও থাকবে না।"

সুজন রায় চলিয়া গেলেন, তাঁহার ক্রোধ উদ্গীরিত গরলে কৃষ্ণলালের শাদা মন ঘৃণায় কালো হইয়া উঠিল। উঃ, এই কাল সর্পকে তিনি কিনা দেবতা মনে করিতেছিলেন! মোহমুক্ত হইয়া মনে মনে তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। হেম থাকিতে সুজন তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি বেশ আশ্বস্ত রহিলেন! হেমের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস তাঁহার বৃথা হইল না!

ব্যাঙ্ক যে ফেল হইবে, বিশ্বস্তসূত্রে আগেই হেম সে খবর

পাইয়াছিলেন এবং এজন্য যাহাতে কৃষ্ণলালকে কোন ক্ষতি সহ্য করিতে না হয়, শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির সহিত পরামর্শ করিয়া তাহারই উপায় অবলম্বনে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। রাণীগঞ্জের সম্পত্তি অতুলেশ্বরকে lease দিবার পরামর্শ তিনিই দান করেন। এই জন্যই শ্যামাচরণ রাজাকে কলিকাতা আসিতে লেখেন। ব্যাঙ্কের কোন দায়িত্ব কৃষ্ণলালের উপর আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার এ সম্পত্তি হস্তান্তর করা উচিত বলিয়া তিনি মনে করিলেন। বাড়ী-ঘর প্রভৃতি অন্যান্য সম্পত্তি কৃষ্ণলালের পিতা পৌত্রদিগের নামে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণলালকে ডিরেক্টারের দায়িত্বে লিপ্ত করিয়া মকর্দ্দমায় আনিলেও যে সুজন রায় তাঁহার বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিবেন না,—বরঞ্চ এরূপ মকর্দ্দমায় তাঁহার নিজের প্রতারণাজাল প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, উকীল ব্যারিষ্টারগণ একবাক্যে কৃষ্ণলালকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাজা অতুলেশ্বরের কলিকাতা নিবাস মাণিকতলায়। ইহা একটি বিচিত্র উদ্যান ভবন। বাড়ীর চারিদিকেই সবুজ ঘাসের ময়দান; আশেপাশে ফুলের কেয়ারি; স্থানে স্থানে প্রস্তর-মূর্ত্তির বিচিত্র শোভা, ফোয়ারার উৎস এবং যত্রতত্র বসিবার আসন।

উদ্যানের পশ্চিম প্রান্তে স্বচ্ছসলিল সুবিশাল একটি হ্রদ; জ্যোতির্ময়ী ইহায় নামকরণ করিয়াছেন 'কিন্নরহ্রদ'। এই নামানুযায়ী এ হ্রদে কিন্নরবাহন জলিবোট একখানি স্থানলাভ করিয়াছে।

উদ্যানের মধ্যস্থলে রাজপ্রাসাদ; আর উদ্যানপ্রান্তে একটী ছোট দ্বিতল ভবনে বাস করেন ম্যানেজার। এতদ্-সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র একতল গৃহ ম্যানেজারের আফিস। রাজা আসিয়াছেন; দ্বিপ্রহরের পর হইতে আজ আফিসে লোক সমাগম চলিতেছে। কৃষ্ণলালের রাণীগঞ্জের সম্পত্তির লেখাপড়া হইয়া গেল। কার্য্যসমাপ্তিতে হেম নিশ্চিন্ত মনে কাগজের তাড়া লইয়া উকিলের সহিত গাড়িতে উঠিলেন, রাজা ও শ্যামাচরণ প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অপরাহ্নকাল—আশ্বিনের দিবসান্তে কনক রৌদ্র তরুশীর্ষ হইতে শীর্ষান্তরে লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে কিন্নরহ্রদে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। ইচ্ছা—ডুব-সাঁতারে হ্রদপারে যাইবে। কিন্তু কিন্নরনৌকার দাঁড়াহত বারিকণিকাপুঞ্জ পথিমধ্যে সহসা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়া সকৌতুকে তাহার কনক কান্তি রজত উচ্ছাসে ভাসাইয়া তুলিতেছিল। নৌকা বাহিত হইতেছিল আজি কাহার হস্তে? কে উহারা, মানবী বা কিন্নরী?

অণুভা ধরিয়াছিল হাল আর দাঁড় বাহিতেছিল হাসি।

হাসি প্রায়ই এই উদ্যান-ভবনে বেড়াইতে আসে। কিন্তু তাহাকে এখানে টানিবার পক্ষে কাহার আকর্ষণ-বল অধিক—

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

স্বপ্নবাণী

অণুভার বা এই কিন্নর-নৌকার তাহা ঠিক বলা যায় না। অণুভা যখন অভিমানভরে সখীকে এইরূপ অনুযোগ প্রশ্ন করে তখন হাসি উত্তর না দিয়া—কখনো বা মৃদুমধুর হাসিতে কখনো বা চুল টানিয়া কখনো বা চুম্বনে তাহার মুখ বন্ধ করে।

নাবিকতায় উভয়েই সুদক্ষ। প্রথম প্রথম একজন মাঝি তাহাদের সঙ্গে থাকিত—আজকাল মাঝিকে তাহারা নৌকায় লয় না;—বেলা শেষে নৌকা কূলে ভিড়িলে মাঝি নৌকা টানিয়া যথাস্থানে লাগায়।

হাসি দাঁড় টানিতে টানিতে গান ধরিয়াছিল;—

আহা মরি মরি আজি জোয়ারে লেগেছে ঢল!
ওরে স্রোত তরী মোর চল্ বেগে ছুটে চল্।
এ কি রঙ্গ কি কৌতুক ক্ষুদ্র আমি বারিটুক
ধরেছি তরঙ্গ রূপ—যৌবনে টলমল!
চল্ স্রোত তরী মোর, বেগে চল্ ছুটে চল্।
নভ আজ রঙে ভরা—কি সুন্দর বসুন্ধরা!
কনক ভাদরে ক্ষণে—চমকে বাদল জল!
চল্ স্রোত তরী মোর চল্ বেগে ছুটে চল্!
ঐ যে মেঘের নীচে, ঘাটের সীমানা পিছে—
কদম্ব কি কৃষ্ণতরু? কিবা ওর নাম বল?
শাখা-ঢাকা ফুলে ফুলে, ডাকে রোজ দুলে দুলে
জানে না কি বন্দী আমি? বলহীন কণা-জল!
আজি মুক্ত প্রাণ দেহ, রাখিতে কি পারে কেহ!

এখনি উচ্ছ্বাসনীরে লুটিব চরণ-তল— !
স্রোত ওরে তরী মোর চল্ বেগে ছুটে চল্।

রাজা তখন শ্যামাচরণের সহিত এই পথে প্রাসাদে যাইতে ছিলেন; গান শুনিয়া তীরে দাঁড়াইয়া শ্যামাচরণকে বলিলেন—

"বেশ ত মিষ্টি গলা! তোমার মেয়ে গাচ্ছে বুঝি? আমি ত জানতাম না অণুভা গাইতে পারে?"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "না অণুভা নয়, গান করছে হাসি—কৃষ্ণ-লালের মেয়ে—ও গান বাজনা বেশ শিখেছে।" এই সময় বোটের মুখ ফিরিল,—হাসির চোখ পড়িল তীরদেশে রাজার দিকে,—সহসা তাহার গান থামিয়া গেল।—রাজা তাহার লজ্জা বুঝিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। অণুভার চোখ ছিল তীরের বিপরীত দিকে, সে কহিল, "গান বন্ধ করলে যে?" হাসি এ প্রশ্নের উত্তর না করিয়া কহিল, "কে ভাই উনি?" অণুভা তখন ঘাড় ফিরাইয়া তীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "কই, কাউকে ত দেখছিনে?"

"চলে গেলেন যে,—তোমার বাবাও সঙ্গে ছিলেন। কে উনি ভাই?"

"হতে পারেন রাজা—জান না? প্রসাদপুরের রাজা—এসেছেন যে।"

"রাজকুমারীর বাবা? তিনি হতেই পারেন না,—এ একজন পুরুষ মানুষ।"

অণুভা হাসিয়া কহিল, "রাজা কি স্ত্রীলোক হয় নাকি?"

হাসি এ-কথায় খুব খানিকটা হাসিল; তারপর কহিল, "না গো না, তা নয়, আমি বলছি ইনি একজন যুবাপুরুষ।"

"রাজা হলেই বুঝি বুড়ো হতে হয়?"

"আঃ, তা কে বল্‌ছে—! তবে রাজকুমারীর বাবা নন ইনি নিশ্চয়ই, দেখতে এঁকে অনেক ছোট।"

"তবে বোধ হয় কুমার অনাদি-দা, রাজার সঙ্গে প্রতিবারই ত উনি আসেন, এবারেও বোধ হয় এসেছেন। এঁর সঙ্গে তোর বিয়ে হলে ভাই বেশ হয়; রাজকুমারী এখনো বিয়ে করলেন না, রাজা বোধ হয় অনাদি-দাকেই পুষ্যি নেবেন,—এইরূপ ত গুজব। বিয়ে করবি ভাই তাঁকে?" এবার যে অনাদি রাজার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন নাই—সে খবরটা অণুভা রাখে নাই।

হাসি সে কথায় মন না দিয়া কহিল, "কি রং ভাই?" অণুভা কহিল, "রাজবাড়ীর সকলেই সুন্দর! রাজার রংও চমৎকার! তুই অনাদি-দাকে বিয়ে কর ভাই, আমরা সম্বন্ধ করি। রাণী হবি তুই, আমরা বলব রাণী দিদি।"

অণুভা দূরে বসিয়াছিল—তাহার গাল টিপিতে পারিল না হাসি;—কিন্তু হাসির চুলে অণুভা যে ফুলগুচ্ছ পরাইয়া দিয়াছিল, তাহা খুলিয়া সে ছুঁড়িয়া মারিল। অণুভা আবার সেই ফুলে তাহাকে বিঁধিবার চেষ্টা করিল। এইরূপ ফুল সন্ধানে তাহারা বেশ যখন মাতিয়া উঠিয়াছে—তখন তীর হইতে শ্যামাচরণ ডাকিলেন, "অণু? সন্ধ্যা হয়ে আসছে—ফের এবার।"—

মুহূর্ত্তে তাহাদের হাসি-কৌতুক বন্ধ হইল এবং নৌকাও

কূলের দিকে ফিরিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সংযত শিষ্ট শান্ত মেয়ে-দুইটি ঘাসের উপর শ্যামাচরণের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল! শ্যামাচরণ কহিলেন, "রাজা বাইরে যাচ্ছেন—আমায়ও সঙ্গে যেতে হবে,—একটা কথা বলতে এলুম হাসি। তোমার মাকে বলো-মা; পরশু আমি নরেনকে আশীর্ব্বাদ করতে যাব।" হাসি বলিল, "আচ্ছা বলব। আপনি তাহলে বোধহয় শীঘ্র ফিরবেন না; প্রণাম করে নিই।" হাসি প্রণাম করিল।

শ্যামাচরণ আর একবার বলিলেন, „হাসি, তাহলে বলো মা তোমার মাকে যে, পরশু বিকালের দিকে আমরা যাব। বেশী আয়োজন যেন না করেন। আশীর্ব্বাদে সমারোহ পর্ব্ব কিছু থাকবে না,—বড় জোর দু-একটি বন্ধুকে মাত্র সঙ্গে নিতে পারি—।"

হাসি যথাসময়ে বাড়ি আসিয়া সকলকে এই খবর দিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামাচরণ আজ নরেনকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন, অন্তঃপুরে রন্ধনের ধুম লাগিয়াছে। যদিও শ্যামাচরণ বলিয়াছেন সঙ্গে বেশী লোকজন আনিবেন না, তবুও গোণাগুন্তি গোটাকতক করিয়া বাজারে জলখাবারেই ত আর পাত সাজান যায় না।—আর শ্যামাচরণকে বিশ্বাসই বা কি? শেষ প্রহরে যদি মত

পরিবর্ত্তন করিয়া স-বন্ধুবান্ধবেই আসিয়া হাজির হন? তখন মুখুয্যে বাড়ীর সুনাম রক্ষা হইবে কিরূপে? বিশেষতঃ রন্ধনকলার পরিচয় প্রদানের এই ত উত্তম অবসর—এ বাড়ীর মেয়েরা এমন নির্ব্বুদ্ধি কেহ নহেন যে শ্যামাচরণের কথায় এই সুযোগটি খোয়াইবেন!

দ্বিপ্রহরের পর হইতে মুখুয্যে-ঘরণী পোলাও কালিয়া কোপ্তা প্রভৃতির আয়োজনে ব্যস্ত—আর মিষ্টান্ন প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন হাসি ও হাসির দিদিমা। দুজনে মিলিয়া রসগোল্লা, খাজা, প্যান্তুয়া, সন্দেশ, সরভাজা, মালাইভোগ, এ সকল প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন, বাকি কেবল বাদসাহী মিঠাই। বেশনের বড় বড় দানা তপ্তকড়া হইতে ঝাঁঝরিযোগে উঠাইয়া সবে মাত্র এখন দিদিমা তাহা রসে ফেলিতেছেন। পরে ইহার সহিত সর ক্ষীর প্রভৃতি নানা মসলা মিশাইয়া রন্ধন-কার্য্য সমাধা করিবেন। এই মিষ্ট ভোগ মুখুয্যে বাড়ীর নিজস্ব কলা। এই বিদ্যালাভ পিপাসায় অনেক ঘরণী ইহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত গুরুমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

এক এক রকম মিষ্টান্ন যেমন প্রস্তুত হইতেছে অমনি নাতনীর রসনারূপ কষ্টিপাথর যোগে দিদিমা তাহার ভাল মন্দ যাচাই করিয়া লইতেছেন। মিষ্ট চাকিতে চাকিতে বেচারী হাসির আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্রোহী হইয়াও ফল নাই, অনুযোগ অনুরোধের দায়ে তাহাকে শেষে বশ মানিতেই হইবে। তবে

এই ঝগড়া ঝাঁটির মধ্যে পড়িয়া তাঁহাদের হাতের মিষ্টগুলা কিন্তু অধিকতর মিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

বেলা যখন প্রায় ছয়টা তখন শচীন রন্ধন শালায় গিয়া মাকে বলিল, "গাঙ্গুলি মহাশয় এসেছেন।"

মুখুয্যেঘরণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কজন তাঁরা ?"

শচীন উত্তর করিল, "তা আমি দেখিনি। তোমার কথামত তাঁর গাড়ীখানা বাড়ী ঢুকতেই আমি খবর দিতে এলুম। মোট দেখলুম একখানা গাড়ী; তাহলে চারজনের বেশী লোক ত নয়ই।"

মা বলিলেন, "তুই যা শচীন, দৌড়ে তোর দাদাকে পাশের বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে আয়, লক্ষ্মীছেলে। অমলের সঙ্গে সে দেখা করতে গেছে। ডাকলেই আসবে বলেছে।"

রান্না ঘরের ঠিক পাশেই মিষ্টান্নের ঘর। শচীনের গলা শুনিয়া দিদিমা ডাকিলেন, "শচীন এসেছিস্ ? আয়, আয়, মিষ্টি গোটা-কতক চেকে যা।"

হাসির মা শাশুড়ীর উদ্দেশে একটু উচ্চ গলায় কহিলেন, "ঠাকুর জামাই এসেছেন মা, শচীন যাক্—নরেনকে ওবাড়ী থেকে ডেকে আনুক। ফিরে এসে মিষ্টি চাকবে এখন।"

কিন্তু শচীন লোভ সম্বরণে কর্ত্তব্য পালন করিবার ছেলে নয়। সে তাড়াতাড়ি দিদিমার কাছে হাজির হইল। তখন চুলা হইতে মিঠাইএর খোলা নামিয়াছে, তিনি বন্ধনের ভার হাসিকে অর্পণ করিয়া সরভাজা রসগোল্লা ও পান্তুয়া এক একটা শচীনের হাতে দিয়া বলিলেন, "শ্যামাচরণ এসে পড়লো, এখনও নরেনের দেখা

নেই! আচ্ছা ছেলে যাহোক! খেয়ে নিয়ে শীঘ্র যা, ডেকে নিয়ে আয় তাকে।”

শচীন বলিল, “যাচ্ছি যাচ্ছি—এত তাড়াতাড়ি কি! বাবা ত ঘরে আছেন; জলে ত পড়েননি তাঁরা। আমাকে আর দুখানা সরভাজা আর দুট পান্তুয়া দাও।”

দিদিমা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বলিলেন, “এইবার যা ডেকে নিয়ে আয় দাদাকে! একখানা রেশমী কাপড়, একটু ফোঁটা চন্দনও ত তার পরতে হবে।”

শচীন অবশিষ্ট পান্তুয়াটা মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, “দাদা কক্ষণো ও সব পরবে না।”

“না পরবেনা! তুমি সবজান্তা! দাদা না পরে তোমাকে পরিয়ে ছাড়ব! এখন যাও তাকে ধরে নিয়ে এস।”

শচীন গামলার জলে হাতটা তাড়াতাড়ি চুবাইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে দিদিমার কথার উত্তরে বলিল, “আমি বাড়ী থাকলে ত! আমি যাচ্ছি এখনি বায়স্কোপ দেখতে, দাদাকে ডেকে দিয়েই চলে যাব।”

বলিয়া সে দ্রুত পদে প্রস্থান করিল।

দিদিমা রুষ্ট স্বরে আপন মনেই বলিলেন, “আজকালকার ছেলেরা যে সব কি রকম হয়েছে! শ্বশুর এসে বসে রইল—আশীর্ব্বাদ নেবেন যিনি, তিনি যে কোথায়, তার ঠিক নেই! আর ভাইটিও তেমনি! ঘরে যাহোক একটা ক্রিয়া-কর্ম্ম—অতিথি অভ্যাগতকে আদর অভ্যর্থনা করতে হবে—তা না, চল্লেন তিনি

—বায়স্কোপ দেখতে! বেশ সব শিক্ষা হচ্ছে! যা হাসি দিদি, মিঠাই গুলো বেঁধে কাপড় ছেড়ে নে। তোকেই পরিবেষণ করতে হবে—জানিস্ ত। উৎসবের দিনে আজ লাল কাপড় একখানা পরিস্।"

হাসি উঠিয়া দাঁড়াইল, দাসী এক থালা ফুলের মালা আনিয়া বলিল, "মালী দিয়ে গেল গো।"

দিদিমা বলিলেন, "বাইরে আলাদা একথালা দিয়েছে ত? আশীর্ব্বাদের সময় দরকার হবে যে।"

দাসী বলিল, "তা দিয়েছে!"

"দেখ্‌দেখি তবে কছড়া গোড়ে ওতে আছে?"

দাসী মালাগুলা একে একে হাতে উঠাইতে লাগিল। "দিদিমা দেখিয়া বলিলেন, "মোট একটি ছড়া গড়ে দেখছি—আর সবই সরু মালা। শ্বশুরের গলায় ঐ ছড়াটা খাবার পরে তুই পরিয়ে দিস্ হাসি।"

এই সময় হাসির মা পলান্নের জন্য পেস্তা বাদাম লইতে এই ঘরে আসিয়া কহিলেন, "হাসি কেন দেবে—আমিই বুড়োর গলায় মালা পরিয়ে দেব মা?"

দাসী কি শুনিতে কি বুঝিয়া বলিয়া উঠিল, "বুড়োর গলায় কেন মালা দেবে? দিদিমণি আমাদের রাজরাণী হবে গো, দেখে নিও!"

দিদিমা বলিলেন, "তোরা সেই আশীর্ব্বাদই কর্ সবাই। যা, মালার থালাটা উপরে নিয়ে গিয়ে ছোট কুটরীতে রেখে দে এখন।"

দাসী চলিয়া গেল—দিদিমাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসির হাসিমুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "কোন্ রাজা তপস্যা করছে আমার নাতনীর জন্য, কে জানে!"

হাসির মনে পড়িয়া গেল;—হ্রদের ধারের সেই যুবক মূর্ত্তি,—যাহাকে অণুভা রাজকুমার বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।

সে প্রফুল্লভাবে কহিল, "আমাকে তবে তোমরা বনে পাঠাও দিদিমা,—তবে ত রাজপুত্র আমাকে উদ্ধার করতে আসবে।"

দিদিমা তাঁর মিষ্টহাতেই মিষ্টভাবে নাতনীর গাল টিপিয়া কহিলেন, "ছি রূপসীমণি, ও কথা কি বলে? এই কমল সরোবরে নেমেই তোমার রাজা তোমাকে বুকে তুলে নেবে।"

হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল; দিদিমা মিষ্টগুলি থালায় সাজাইতে বসিলেন। কাজ করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার সেই কথাই ভাবিলেন, "বৌমার যদি একটুও বুদ্ধি আছে! অমন সোনার ছেলে শরৎ তাকে কি না হাত ছাড়া করলে! বিজনের সঙ্গেও ত আর বিয়ের আশা নেই। সে কিন্তু ভালই হোয়েছে; বাপটা যে ভয়ানক লোক্।"

দিদিমার কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই হাসি যখন একখানি লাল বারাণসী সাড়ি পরিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাঁহার মনে হইল, যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং তাঁহাকে আসিয়া দেখা দিলেন।

বহির্বাটিতে বিনাড়ম্বরে নরেন্দ্রের আশীর্ব্বাদ-পর্ব্ব সমাধা হইল। সন্ধ্যার সময় বিদায় গ্রহণ করিয়া নরেন্দ্র পূর্ব্ব বন্দোবস্ত-

অনুসারে তাহার একটি বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল; আর অতিথি দুইজনকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণলাল অন্তঃপুরে আগমন করিলেন।

দিদিমার দালানের আজ বাহার দেখে কে? একটি চন্দন-কাষ্ঠ-যবনিকায় বিভক্ত দালানের এক অংশ আজ ভোজন-স্থান—অপর অংশ বসিবার স্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ড্রয়িংরুম বিভাগে দিদিমার তক্তাপোষখানির উপর গালিচা কুশনের সজ্জা, আশে পাশে কয়েকখানি কৌচ চৌকি এবং মাঝে মাঝে এক একটি ক্ষুদ্র টেবিল। টেবিলগুলি ফুলভরা ফুলদানিতে ফ্রেম-আঁটা ছবিতে সাজান;—একটি টেবিলে রূপার থালায় কয়েকগাছি ফুলমালা অতিথিগণের সন্মানার্থে রক্ষিত। থামের মাথায় মাথায় কুঞ্চিত রঙিন রেশমী পরদা ঝুলিতেছে, দেয়ালে দেয়ালে সেতার এসরাজ প্রভৃতি যন্ত্রাদির মাঝে মাঝে নানারূপ চিত্রলেখ্য, অধিকাংশই হাসির হস্তাঙ্কিত। কৃষ্ণলালের অনুবর্ত্তী অতিথি দুইজন মধ্যদ্বার-পথে উপবেশন গৃহে সমাগত হইলেন। এই সরল সুন্দর অথচ অনাড়ম্বর গৃহ-সজ্জা দেখিয়া নবাগত অতিথি রাজা অতুলেশ্বর মনে মনে গৃহকর্ত্রীর রুচির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

শ্যামাচরণ এখানে আসিয়াই অন্তঃপুরিকাগণের সহিত প্রথমে দেখা করিতে গেলেন এবং সেখানে প্রণাম সম্ভাষণাদি শেষ করিয়া দিদিমা ও হাসিকে লইয়া পুনরায় দালানে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরের ভোজে পরিবেষণ করা দিদিমার একটি

কর্ত্তব্য কাজ ছিল। গৃহিণী দ্বারান্তরালে আসিয়া উঁকি দিতে লাগিলেন।

রাজা তখন চিত্রলেখ্য দেখিতেছিলেন, ফিরিয়া দাঁড়াইবামাত্র শ্যামাচরণ দিদিমার দিকে দৃষ্টিনির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "ইনি কৃষ্ণলালের মাতা, আর এই আমাদের হাসি—ওরফে সুগুণা। প্রণাম কর মা এঁকে,"—

হাসি তৎক্ষণাৎ মুখভরা হাসি হাসিয়া ভূ-নত হইল। রাজা ব্যতিব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "করেন কি,—করেন কি?" কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখে শেষ হইতে না হইতে হাসি পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল।

আজ পুরাতন ফ্যাসানের ঝাড় লণ্ঠন এবং দেয়ালগিরির মধ্যে বিজুলী বাতি জ্বলিতেছিল। হাসি প্রণামান্তে উঠিয়া চকিত দৃষ্টিদানে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায় উজ্জ্বল সেই আলোকে রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইল। "এ কি, রাজকুমার অনাদি-দা নাকি?" সেইদিন হইতে হাসি ইহাকে এই নামেই স্মরণ করে। সেদিন দূর হইতে যাঁহার প্রতিবিম্ব মাত্র দেখিয়াছিল, আজ তাঁহার প্রকৃত রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল! এ ত অল্পবয়স্ক যুবকের মূর্ত্তি নহে! ইনি যে মহামহিম জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ! কি সৌম্য সুন্দর! হাসির কল্পনা প্রকৃতের নিকট পরাজয় মানিল।

বস্তুতঃই রাজা আদর্শ সুপুরুষ;—চিত্রাঙ্কন তুল্য এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মূর্ত্তি কদাচিৎ নয়নে পড়ে। তাঁহার বর্ণ ইরাণীর

ন্যায় স্বর্ণপ্রভ, ক্ষুরধারমুণ্ডিত শ্মশ্রুহীন পরিষ্কার মুখশ্রী রমণীর ন্যায় কমনীয়, দেহ সুগঠিত, অঙ্গুলিগুলি পর্য্যন্ত চম্পককোরক তুল্য সুঠাম—এমন কি কেশরাশিও রেশম কোমল লালিত্য-পূর্ণ। তাঁহার ললাট বুদ্ধিবৃহৎ, নয়ন ভাবজ্যোতিঃপূর্ণ এবং ওষ্ঠাধর কারুণ্যরেখা-গঠিত। এই ত্রিভাবের সম্মিলনে তাঁহার রাজজনোচিত গাম্ভীর্য্য কবি-জনোচিত সরল মাধুর্য্যে এমন স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়া ছিল যে বয়সে তিনি চল্লিশের কাছাকাছি হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পঁয়ত্রিশের অধিক দেখাইত না।

রাজাকে একবার দেখিলে নয়ন পুনঃ পুনঃ সেই দিকে আকৃষ্ট হইত। বলা বাহুল্য দিদিমাও তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিবার পর প্রসন্নচিত্তে তিনি কহিলেন, "মঙ্গল-হোক্"। তাহার পর শ্যামাচরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কে হন ইনি শ্যামাচরণ? পূর্ব্বে ত এঁকে দেখিনি।"

আত্ম-পরিচয়-দানে ইঁহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে রাজার ইচ্ছা ছিলনা, তাই আগে হইতেই এসম্বন্ধে শ্যামাচরণকে তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। দিদিমার প্রশ্নের উত্তরে শ্যামাচরণ কহিলেন, "ইনি দূর সম্পর্কে আমার একরূপ ভাই হন,—নাম অতুল রায়, বিদেশেই বাস করেন, কার্য্যোপলক্ষে কলকাতায় এসে আমার ওখানেই উঠেছেন।"

"অতুল রায়?" দিদিমা একটু ভাবিয়া বলিলেন, "নিখিল রায়ের কেউ হন কি ইনি? তিনি সম্পর্কে আমার ভাই-পো হন।"

রাজা একটু হাসিয়া কহিলেন, "রায়ে রায়ে একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। আমাকেও না হয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেই মনে করবেন।" কথাটি দিদিমার বড় মিষ্ট লাগিল। কৃষ্ণলাল মাতার কথার প্রতিবাদ পূর্ব্বক কহিলেন, "নিখিল রায় তোমার ভাই পো—না আমার ভাই পো? তার ছেলে আমাকে ত দাদা দাদা করে।"

দিদিমা বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ তাইত ঠিক। আর বাবা, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি—অত শত মনে রাখতে পারিনে।" রাজা হাসিয়া কহিলেন, "তাহলে আপনারা সকলেই আমাকে স্নেহ-চক্ষে দেখবেন।" তাঁহার মধুর সৌজন্যে মাতা পুত্র উভয়েই আপ্যায়িত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভৃত্য প্রায় তখনি যবনিকান্তরাল হইতে জানাইয়া দিল যে—আহার্য্য প্রস্তুত। দিদিমার অনুবর্ত্তিতায় সকলে ভোজন-গৃহে উপনীত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আজ-কাল বাঙ্গালী ধনী-গৃহে বিবাহ ভোজ অপেক্ষা আশীর্ব্বাদ-ভোজে খাদ্যোপকরণের অধিক বাহুল্য দেখা যায়। কারণ, স্বল্পতর অতিথির তুষ্টিসাধন পক্ষে বহ্বাড়ম্বর লঘু আয়াস-সাধ্য। এক্ষেত্রেও অন্তঃপুরিকাগণ শ্যামাচরণের নিষেধ সত্ত্বেও ভূরি আয়োজনের কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। রৌপ্যথালের তিনদিকব্যাপী

সুবিস্তৃত ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন পাত্রের সকল স্তরে নাগাল পাওয়া দীর্ঘ-হস্ত রাজার পক্ষেও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। দিদিমা কাছে বসিয়া দূরের বাটিগুলি তাঁহার হাতের নিকটে ধরিয়া দিতে দিতে সকল ব্যঞ্জনই একটু একটু চাকিবার জন্য মৃদুস্বরে অনুরোধ করিতেছিলেন। রাজা যেটি খাইয়া বিশেষ পরিতোষ প্রকাশ করিতেছিলেন সেটি যে হাসিরই প্রস্তুত, ইহাও অসঙ্কোচে রাজাকে জানাইয়া দিতেছিলেন; আর হাসি দিদিমার প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াও রাজার প্রশংসা বেশ হাস্য মুখেই আত্মসাৎ করিতেছিল। এবাড়ীর এই দস্তুর, ভাল রান্নাগুলি মা দিদিমা দুজনেই হাসির নামে চালাইয়া অধিকতর পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

কথোপকথন সুখে বঞ্চিত হাসির মাতা দূরে বসিয়া মূক-বধিরের ন্যায় অতিথি দর্শন সুখেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে-ছিলেন। রাজা দক্ষিণ হস্তে সদাসর্ব্বদা বহুমূল্য দুইটি হীরক অঙ্গুরী ধারণ করিতেন। তিনি যখন পাত্র হইতে পাত্রান্তরে হস্ত-চালনা করিয়া ব্যঞ্জন গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন সেই অঙ্গুরী দুইটির জ্যোতি তারকাজ্যোতির ন্যায় ঝলমল করিয়া উঠিতেছিল।

গৃহিণী একবার রাজার মুখের দিকে একবার তাঁহার হাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, "ঠিক যেন কোন ছদ্মবেশী রাজপুত্তুর! হাসির যদি এই রকম একটি বর হয়! ঠাকুরজামাই এঁকে কি গোপনে ক'নে দেখাইতেই এনেছেন নাকি? তাই যেন হয় বিধাতাপুরুষ।"

গৃহিণী যখন এইরূপ তপস্যা করিতেছিলেন, তখন হাসি

নিবিষ্ট চিত্তে অতিথির আহার-সৌষ্ঠব দেখিতেছিল। কিরূপ ধীরে ধীরে স্বল্পমাত্রায় তিনি আহার্য্য মুখে গ্রহণ করিতেছেন! মুখে হাত উঠাইবার কি সুচারু ভঙ্গী! আহার্য্য মুখে লইবার পর ওষ্ঠাধর নিমীলিত হইয়া পড়িতেছে, চর্ব্বনে শব্দ নাই; হস্তলেহনের বিকৃত দৃশ্য নাই! আহার-ক্রিয়ার মধ্যে এতটা সৌন্দর্য্য যে লুক্কায়িত আছে—ইতিপূর্ব্বে ইহা তাহার নজরে কখনো পড়ে নাই ত!

অন্ন-ব্যঞ্জন ত্যাগ করিয়া রাজা যখন মিষ্টান্নে হস্ত দান করিলেন তখন শ্যামাচরণ বলিলেন, "জানেন—রা—রা রায়মশায়, এ বাড়ীর মিষ্টি খেলে আর কখনও ভুলতে পারবেন না; চিরদিনই মুখে সে মিষ্টতা লেগে থাকবে।"

রাজা বলিলেন, "সেত উত্তম কথা। এত রকম মিষ্টান্ন রয়েছে এখানে, কোন্‌টি আগে নেব বলে দিন ত, আমি এ সম্বন্ধে বড়ই অজ্ঞ।"

শ্যামাচরণ বলিলেন, "আমিত খাচ্ছি সরভাজা।" দিদিমা অনুনয় করিয়া কহিলেন, "সবই একটু করে চেকে দেখ বাছা,—নইলে আমাদের দুঃখ হবে!"

কৃষ্ণলাল বলিলেন, "মালাইভোগটা মা ওঁকে আগে দাও। তোমার এত মিষ্টান্ন কি একসঙ্গে লোকে খেতে পারে! পরে বরঞ্চ সঙ্গে ওঁদের কিছু দিও।"

রাজা কহিলেন, "হ্যাঁ, তাহলে বিদায় দক্ষিণাটাও বাকী থাকে না!" ইতিমধ্যে হাসি মালাইভোগের বাটিগুলি তিনজনের

পাতের কাছে ধরিয়া দিল। শ্যামাচরণ খাইতে খাইতে বলিলেন, "বড়ই উপাদেয় হয়েছে—তুমি তৈরি করেছ বুঝি মা?"

হাসি একটু হাসিল, দিদিমা তাড়াতাড়ি বলিলেন, "হঁ্যা, হাসিই করেছে ওটা।"

এবার দিদিমা সত্য কথাই বলিলেন; এ জিনিষটা সম্পূর্ণ ভাবেই হাসির হাতের প্রস্তুত। কারণ ইহাতে রন্ধন-কার্য্য কিছুই ছিল না, মালাই, ক্ষীর, ছানা, রস প্রভৃতি সংযোগে ইহা একটা কেমিকেল উপাদান মাত্র। রাজা খাইয়া বলিলেন, "যিনি এঁর সুগুণা নাম দিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই দিব্য দর্শক ছিলেন।"

এইরূপ বিনাড়ম্বর সহজ হাসি-গল্প আদর-আপ্যায়নে অতিথি এবং আতিথ্যকারী উভয়পক্ষই যথোচিত আনন্দ লাভ করিলেন। আহারের পর দিদিমা হাসিকে লইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে শ্যামাচরণ তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিলেন; কৃষ্ণলাল সেই আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া মাতাকে টানিয়া আনিয়া বড় চৌকিখানার উপর বসাইয়া দিলেন। হাসি পাশে বসিল।

শ্যামাচরণ তাঁহাদিগকে লইয়া বিদেশী পণ্য বয়কট সম্বন্ধে গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন আর রাজা কৃষ্ণলালের সঙ্গে পুনরায় দেয়ালের চিত্রলেখ্যগুলি দেখিতে লাগিলেন। বড় দরজার মাথার সূচি-কার্য্য-রচিত ওঁ শব্দটি প্রথমেই কৃষ্ণলাল তাঁহাকে দেখাইলেন,— রাজার প্রশংসা শুনিতে পাইলে পর তিনি ইহার অর্থ ব্যাখ্যায়

প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ করিয়া অতিথি আর একখানি ছবি মনোনিবেশ সহকারে দেখিতে দেখিতে কহিলেন, "এই ছবিখানি দেখিতে বড় সুন্দর, কিন্তু ইহার পরিকল্পনা ঠিক বুঝ্‌তে পারছি নে।' কৃষ্ণলাল ডাকিলেন, "হাসি, তোমার ছবিখানির অর্থ রায়ম'শায়কে বুঝিয়ে দাও ত মা।" হাসি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল. কৃষ্ণলাল ওঁ শব্দের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাজা কহিলেন, "আপনি ত খুব সুন্দর ছবি আঁকেন? ছবিখানি ঠিক স্বপ্ন-দৃশ্যের মত দেখাচ্ছে।" হাসি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "ঠিক ত ধরেছেন আপনি! সত্যই ওখানি আমার স্বপ্নচিত্র। আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম— যেন ছোট্ট একখানি নৌকা ক'রে সমুদ্রে ভেসে চলেছি;— হঠাৎ সমুদ্রটা আকাশ হয়ে গেল, আর নৌকাখানা আকাশ-পথে উড়ে চলতে লাগলো। চলেছি ত চলেছি, উড়ন্ত নৌকায় ছুটে ছুটে চলেছি,—আর থামার সাধ্য নেই,— নামার সাধ্য নেই,—আকাশের তারাগুলো সব আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে;—আমার মাথা ঘুরে উঠলো, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল,— প্রাণ আকুলি ব্যাকুলি করতে লাগলো, হঠাৎ একখানা কাল মেঘের ভিতর থেকে কার বাঁশি বেজে উঠলো, আর আমার ঘুমও ভেঙ্গে গেল!"

রাজা স্বপ্ন-কথা নিবিষ্ট-চিত্তে শুনিতে লাগিলেন, হাসির কাহিনী শেষ হইলে, রাজা সহাস্যে কহিলেন,—

"স্বপ্নটি যেমন বিচিত্র, তারা-জগতের মধ্যে স্বপ্ন-দেবীর এই

মূর্ত্তিটিও সেইরূপ চমৎকার! আপনি বুঝি সেই সন্ধ্যায় কিন্নর-হ্রদে বেড়াচ্ছিলেন?" হাসির মনে পড়িল গত পূর্ব্ব-অপরাহ্ণের কথা, সে সলজ্জে কহিল, "ঠিক মনে পড়ছে না।" রাজা কহিলেন, "আপনার ছবিখানি দেখে আমার একটি গান মনে পড়ছে। ছবিটির সঙ্গে গানটির যে বিশেষ মিল আছে তা নয়, কিন্তু ছবিখানি দেখছি আর সেই গানটি আমার মনে আসছে।"

হাসি অনুনয়ের স্বরে কহিল, "আপনি গাবেন সেই গানটি?"

এমন মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁহাকে হাসি এই অনুরোধ করিল যে, সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া সহসা রাজা আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বহুদিনের বিস্মৃত পুলক-শিহরণ উঠিল। রাজা কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই শ্যামাচরণ কহিলেন, "রা-রা রায়বাহাদুর বেশ গাইতে পারেন। ছেড়োনা মা ওঁকে, ধরে পড়।" আজ সহসা শ্যামাচরণ তোতলা হইয়া পড়িয়াছেন, রায়মহাশয়ের নামটা ক্রমাগতই তাঁহার মুখে বাধিয়া যাইতেছে। শ্যামাচরণ কাজের মানুষ, এই কথা বলিতে বলিতে দেওয়ালের বড় তানপূরাটা খুলিয়া তক্তার উপর রাখিয়া দিলেন। হাসি আবার বলিল, "গান্ না আপনার মনের গান্টি?" রাজা কহিলেন, আমারও কিন্তু অনুরোধ আছে, তারপর আপনাকেও গাইতে হবে!" এই সময় শ্যামাচরণ ও শব্দের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া একবার বলিয়া উঠিলেন, "আপনি হাসিকে আপনি আপনি করছেন—বড় বেমানান শোনাচ্ছে. তুমিই বলবেন ওকে।"

রাজা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া তক্তায় আসিয়া বসিয়া তানপূরাটা হাতে তুলিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ তাহার কাণ টেপাটুপি করিয়া সুর মিলাইয়া গান ধরিলেন—

কে আমারে বারেবারে করুণ সুরে
ডাকে সুদূরে ?
ভবনবাসী মন আমার ভুবন পানে উড়ে।
চিনেছিগো বাঁশিটি কার,
সুরে শুনি হাসিটি তার,
পারে যেতে বারেক শুধু দেখেছি বঁধুরে,
সেই বিদেশী বঁধুরে ;
সে যে স্মৃতির খেয়া বেয়ে চলে
স্বপ্ন-নদীর পুরে !
ওগো কেমন করে মিলবে তারে হায় ?
যেমন করে সন্ধ্যা-তারা,
পূব-গগনে দিশাহারা,
ভোরের বেলা অরুণ-ধারায়
মিলাইয়া যায়,
তেমনি করেই মিলবে, তাহার—
লুটবে পায়ে ঘুরে।
সে যে স্মৃতির খেয়া বেয়ে চলে
স্বপ্ন নদীর পুরে।
মিলবে তারে কবে ওগো কখন ?

তখন ওগো তখন—
ফাগুন হাওয়া আগুন হ'য়ে,
কাল-ব'শেখের দোলা ব'য়ে
চলবে যখন ঝড়ের আগে আগে,
ঘন ঘটা আঁধার মেঘে—
ইন্দ্রধনু চুপে চুপে,
প্রকাশ হয়ে মোহন রূপে
লুকিয়ে পড়বে যখন পুনঃ
নিবিড় অনুরাগে,—
তখন ওগো তখন,—
রুদ্রতালে বন্ধু তোমার নাচবে মধুরে —
বেজে উঠবে তুমি তাহার চরণ নূপুরে ;—
সে যে স্মৃতির খেয়া বেয়ে চলে
স্বপ্ন-নদীর পুরে।

রাজা তালমান দিয়া চক্ষু বুজিয়া গানটি গাহিতে লাগিলেন, হাসি তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। রাজা যখন থামিয়া পড়িলেন তখনও সেই গীততান তাহার কর্ণে বাজিতেছিল !

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গৃহের কুহকবদ্ধ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শ্যামাচরণ প্রথমে কহিলেন, "এইবার তোমার পালা মা, অতিথি-সম্বর্দ্ধনা কর।" হাসি একেবারেই বাঁকিয়া বসিল, এত ভাল গানের পর আর কি সে গায়িতে পারে! সে বলিয়া উঠিল, "আমি আজ মোটেই গাইতে পারব না। রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে গলাটা একেবারেই ধরে গেছে।"

কিন্তু দিদিমা, কৃষ্ণলাল, শ্যামাচরণ ইঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা হাসি গান গায়; গান শিখিয়া হাসি যদি গান শুনাইবার এমন অবসর ছাড়িবে তবে শিখিয়াই বা লাভ কি!

পিতা বলিয়া উঠিলেন, "গাও হাসি, বলছেন উনি গাও।" হাসি দিদিমার পাশে আসিয়া বসিয়াছিল, তিনি অলক্ষ্যে, তাহাকে বেশ একটু টিপ্‌নি দিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন, "গাইতে আরম্ভ করলেই গলা খুলবে, দেমাক্ রাখ।" কিন্তু তথাপি হাসি চুপ করিয়া রহিল, তাঁহাদের আজ্ঞা পালনের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তখন অতিথি অনুনয় কণ্ঠে কহিলেন,—

"আপনি না গাইলে কিন্তু বড় দুঃখিত হব।" হাসি নত মুখ উন্নত করিয়া তাঁহার দিকে চাহিল। রাজা আবার বলিলেন, "নিশ্চয়ই আপনাকে গাইতে হবে, এত অনুরোধ অগ্রাহ্য করবেন আপনি?" এই দৃঢ়তাপূর্ণ অনুনয়-বাক্য রাজাদেশের ন্যায় তাহার

কর্ণে ধ্বনিত হইল। রাজা তক্তা হইতে উঠিয়া বলিলেন, "আপনি এই আসন গ্রহণ করুন।"

হাসি বলিল, "ও তানপূরাটা ত আমার নয়, ওস্তাদের। ছোট তানপূরাতেই আমি গাই।"

রাজা নিজেই তখন দেয়াল হইতে ছোট তানপূরাটি খুলিয়া তক্তার এক ধারে রাখিলেন। হাসি বিনাবাক্যব্যয়ে ধীরে ধীরে তক্তার উপর আসিয়া বসিল, বসিয়া অনবরত তানপূরাটার কাণ টিপিতে লাগিল। কিছুতেই যে আজ তাহা সুরে মিলিতে চায় না! রাজা হাসিয়া নিজেই তখন তানপূরাটার সুর বাঁধিয়া দিলেন। হাসির হস্তে কিন্তু তবুও তাহার সুর খুলিল না; ম্যাও ম্যাও করিয়া সেটা কাঁদিতে লাগিল। এ কি জ্বালা! কোনও গান ত মনে আসিতেছে না আজ! দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বল না দিদিমা— কোনটি গাব।" দিদিমা তাহার ধরণ ধারণ দেখিয়া মনে মনে জ্বলিতেছিলেন, কিন্তু সংযত ভাবেই কহিলেন, "সেই আগমনীটা গাও?"

"কোন্ আগমনীটা? মনে পড়ছে না ত?" শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিলেন, "তবে আগমনী থাক, একটা বিসর্জ্জনী গাও।"

কোনও বিসর্জ্জনী গীতও আজ তাহার মনে পড়িল না। কৃষ্ণলাল বলিলেন, "একটী ব্রহ্মসঙ্গীত গাও তবে। 'প্রথম নাম ওঙ্কার' গানটি জান ত? হাসি ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল যে 'জানি না'।

রাজা বলিলেন, "আপনি কি কোন জাতীয় সঙ্গীত জানেন?"

হাসি ইহার উত্তর না দিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা গাচ্ছি, আমার মনে পড়েছে একটা গান।"

বলিয়া গায়িতে আরম্ভ করিল,—

আমার বীণা তোমার হাতে
মধুর অতি সাজিছে!
আমার বাণী তোমার
গানে মধুর কিবা বাজিছে—

দুই ছত্র গাইয়াই হাসি গান বন্ধ করিল; কথাও আর মনে পড়িল না, সুরটাও একেবারেই ভুলিয়া গেল, বিরস লজ্জিত ভাবে সে তানপূরা হইতে হাতটা সরাইয়া লইল। রাজা কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন, "থাক্; তবে আজ দেখছি দেবী সরস্বতী আমাদের প্রতি বিমুখ।" বলিয়া রাজা গিলাকুঞ্চিত শুভ্র পিরাণের ক্ষুদ্র পকেট হইতে তাঁহার ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "একি দশটা বেজে গেছে! আমাকে ত আজ রাত ১১টার ট্রেণ ধরতে হবে। আর আপনারাও নিশ্চয়ই এখনো খাননি; সে কথা ভুলে গিয়ে আত্মসুখেই বিহ্বল হয়ে আছি।"

রাজা দিদিমার দিকে চাহিয়া এই কথা বলিলেন। দিদিমা শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি কথা, বোসো বোসো, আমরা দেরীতেই খাই।" রাজা দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মাপ করবেন, উঠুন শ্যামাচরণ বাবু, বড় দেরী হয়ে গেছে।"

তখন সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ পাশের টেবিলের দিকে দিদিমার দৃষ্টি পড়িল, এতক্ষণ ফুলের মালার কথাটা

একেবারেই তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্যামাচরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজকের দিনে যে বরের শ্বশুরকে মালা পরাতে হয়—দে না হাসি মালা পরিয়ে!"

হাসি এক গাছি গ'ড়ে মালা উঠাইয়া শ্যামাচরণের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র তিনি এক পা দূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "মোটে ত তোমার পুঁজি দেখছি ঐ এক গাছি মালা, আমি ত ঘরের লোক, অতিথিকে ত সর্ব্বাগ্রে সম্মানিত করা উচিত, ওঁকেই দাও মালাগাছি।"

হাসি কিংকর্ত্তব্য ভাবে মালা হস্তে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। রাজা নিঃসঙ্কোচে বেশ সহজ ভাবেই স্বয়ং অগ্রসর হইয়া আসিয়া কণ্ঠ বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "তোমার হাতে ভ্রাতৃবরণ মাল্য সাদরে গ্রহণ করি। পরিবর্ত্তে কি আর দিব, আর কিছুই ত সঙ্গে নাই—এই আংটিটি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ রূপে গ্রহণ কর।"

রাজা আংটি খুলিয়া তাহাকে পরাইয়া দিলেন। শ্যামাচরণ তাহা দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন। রাজাকে এখানে আনিবার উদ্দেশ্য তাঁহার নিষ্ফল হয় নাই। কৃষ্ণলাল সহসা ওঁ শব্দ ছাড়িয়া এদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বরকন্যার ন্যায় উভয়কে মাল্যাঙ্গুরি-বিনিময় করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, এ ঘটনা তাঁহার মনঃপুত হইল কি না বুঝা গেল না। দিদিমাও হাসিবেন বা কাঁদিবেন, বুঝিতে না পারিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া গৃহিণীই কেবল আনন্দচিত্তে

ভগবানকে স্মরণ করিলেন। মাতার ন্যায় দিব্যদর্শক সংসারে কে আছে !

রাজা যখন বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন, দালান শূন্য হইয়া পড়িল, তখন দিদিমার মুখ ফুটিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—

"অজানা অচেনা কার গলায় মালা দিলি লো রূপসি নাতনি ! তোর রাজা এল নাকি ?"

আজ আর হাসির হাসি-ঠাট্টা ভাল লাগিল না—গম্ভীর মুখে বলিল, "দিদিমার সব তাতে ঠাট্টা !"

এই সময় গৃহিণী দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আর শচীনও বায়স্কোপ রঙ্গালয়ের রঙ্গ দর্শনান্তে এখানে আসিয়া হাজির হইল। দিদিমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর সঙ্গে ওদের দেখা হোল ?"

"হাঁ দেখলুম, তাঁরা গাড়ীতে উঠ্ছেন।"

"কে উনি জানিস্ ?"

শচীন বুঝিল, কাহার সম্বন্ধে এ প্রশ্ন,—আশ্চর্য্য হইয়া বলিল ; "জাননা নাকি ? রাজা যে ?"

শচীন প্রসাদপুরে গিয়াছিল তাহা পাঠক জানেন। দিদিমা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "রাজা ! কোথাকার রাজা রে ?"

উত্তর হইল, "প্রসাদপুরের।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রাজা অতুলেশ্বর কলিকাতায় গিয়া ভাগ্যবলে সুখ ও সমৃদ্ধি এই দ্বিবিধ প্রসাদই লাভ করিলেন।

অনেকদিন হইতে তিনি লোকালয় সংস্পর্শরহিত ভাবে প্রসাদপুরের নির্জ্জন নীড়ে বাস করিতেছিলেন। দেশের রাজনৈতিক বিপ্লব-বারতা সংবাদপত্র হইতে তিনি পাইয়া থাকেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সমাজবায়ুও যে কিরূপ ঘূর্ণিত-বেগে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে, দূর হইতে এতদিন তাহার সুস্পষ্ট স্পর্শ লাভ করেন নাই। হাসিকে দেখিয়া বুঝিলেন যে, তিনি একা নহেন, দেশের ঘরেঘরেই সম্ভবতঃ নারী গঠনের একটা প্রয়াস চলিতেছে। তাঁহার জীবনব্যাপী উদ্দেশ্যের সফলতা যেন হাসিতে তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। কলিকাতা প্রবাসের এই ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র দিনগুলা সুখ স্মৃতিতে তাঁহার মনে স্থায়ীত্ব লাভ করিল!

কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ীর ভাগ্যলিপিতে বিধাতাপুরুষ অন্যরূপ লিখিয়াছিলেন। এ সময়টা রীতিমত কষ্টের ভাবেই তাঁহার কাটিল।

ট্রেনে ডিক্রুজ সাহেবের কুকড়িতে শরৎকুমারের হাতে যে আঘাত লাগিয়াছিল;—তাহার ক্ষত শুকাইবার পরও মাঝে মাঝে সেই স্থানে তিনি বেদনা অনুভব করিতেন।

সম্প্রতি রাখিবন্ধনদিনে হাসপাতালে অস্ত্রচিকিৎসা করিবার সময় দৈবক্রমে ছুরির সামান্য স্পর্শ লাগিবা মাত্র উক্তস্থান ঈষৎ উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু রাজকুমারী তাঁহার অপেক্ষায় থাকিবেন বলিয়াছেন, যথারীতি ঔষধাদি লাগাইতে গেলে বিলম্ব হইয়া পড়িবে, তিনি হাসপাতালের কার্য্যশেষে তাড়াতাড়ি সামান্য জলপটিতে মাত্র ক্ষত বাঁধিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। বাগানে আসিয়া দেখিলেন যে কেহই সেখানে নাই। রাজকুমারী গৃহে যাইবার সময় যে গ্রহটির দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, শরৎকুমার না জানিয়াও তাহারি দিকে চাহিয়া একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-তিরস্কারের ক্ষীণ হাস্যরেখা তাঁহার ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিল;—"এত রাত্রি পর্য্যন্ত রাজকুমারী এখানে থাকিবেন, এমন ভুল করিলেন তিনি কি করিয়া?"

সেই রাত্রেই তাঁহার সামান্য একটু জ্বর ভাব হইল কিন্তু পরদিন সকালে ক্ষতস্থানে যথাবিধি ঔষধাদি লেপনের পর শরীর এতদূর সচ্ছন্দ বোধ করিলেন যে, সন্ধ্যাকালে রাজা বাহাদুরকে ট্রেনে পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়া আসিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া কিন্তু অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। রাত্রিকালে জ্বরও বেশ প্রবল হইয়া উঠিল। তখন নিজের চিকিৎসা আর নিজের হাতে রাখা যুক্তিযুক্ত জ্ঞান না করিয়া অন্য ডাক্তারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে রাজ্যের একজন প্রবীন ডাক্তার আত্মীয় এই সময় বায়ু পরিবর্ত্তন-

উপলক্ষে প্রসাদপুরে আসিয়া প্রাসাদেই বাস করিতে ছিলেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়া শরৎকুমারের সহিত একমত হইলেন। বিষাক্ত কুকড়ির আঘাত হইতেই যে ক্ষতের উৎপত্তি তিনিও এইরূপ অনুমান করিয়া আশ্বাস প্রদানে কহিলেন, "ক্ষতের লক্ষণে বুঝা যায় উহা সাংঘাতিক বিষ নহে। সম্ভবতঃ পশুবধের পর কুকড়িখানা ভালরূপ পরিষ্কৃত হয় নাই—প্রধানতঃ এই কারণে, তাহা ছাড়া রোগী সুস্থ সবল বলিয়াও এই বিষের কার্য্যফল প্রকাশে বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। যাহাহউক ভয়ের কোন কারণ নাই। সামান্য অস্ত্র চিকিৎসা দ্বারাই রোগী সম্ভবতঃ আরোগ্য লাভ করিবেন।

অস্ত্রোপচার হইবার পর শরতের অবস্থা প্রথম দিন খুব খারাপ ছিল; দ্বিতীয় দিন অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু এখনো আশানুরূপ ভাল নয়। সেবার ত্রুটি নাই,—অনাদির সহিত আরও দুই একটি বালক তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত। কিন্তু অনাদি যেরূপ প্রাণপণে সেবা করিতেছে, মাতা ভগিনী স্ত্রী তদপেক্ষা অধিক যত্নে সেবা করিতে পারে না। দ্বিতীয় রাত্রিও কোনরূপে কাটিয়া গেল। তৃতীয় সন্ধ্যায় ডাক্তার প্রফুল্ল মুখে ভরসা দিয়া গেলেন।

জ্যোতির্ম্ময়ী অন্যদিনের ন্যায় সেদিনো সেই সময়ে ধীরে ধীরে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহে তখন অনাদি ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে নিকটে আসিয়া বলিল, "আসবে দিদিমণি ঘরে? কেউ নেই এখন,—এস।"

বালিকা বলিল, "একটু ভাল দেখছ, অনাদি?"

"নিশ্চয়। আজ আর তেমন ছটফট করছে না,—তেমন অচেতন-ভাবও নেই, সহজভাবে যেন ঘুমচ্ছেন। —এস না রাণি-দিদি ঘরে —আজ দেখে খুসী হবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রোগীর মুখ প্রশান্ত, তিনি যেন কি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন,—তন্দ্রাঘোরে বলিলেন, "হাসি তুমি? আর ঐ তারাটি, ঐ উজ্জ্বল,—তোমার চেয়েও উজ্জ্বল বড় তারাটি—কে ও? চেন না, হাসি? জ্যোতির্ম্ময়ী উনি রাজকুমারী।" জ্যোতির্ম্ময়ীর অশ্রুজল সম্বরণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া রোগীর কপালে স্নেহহস্ত বুলাইলেন। সে স্পর্শে শরৎ চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, রাজকুমারীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু দুর্ব্বল কিন্তু স্বাভাবিক স্বরে কহিলেন, "তুমি রাজকুমারি?" রাজকুমারি আহ্লাদগদ্গদ-কণ্ঠে কহিলেন, "চিনিয়াছেন?" একটু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া শরৎ কহিলেন, "চিন্‌ব না কেন? আমার কি হয়েছে?"

তিনি শয্যায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করায় রাজকুমারী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, "কিছু হয় নাই, কিন্তু উঠবেন না, আপনি ঘুমোন, আমি যাই।"

"যাবেন না রাজকুমারী, বসুন আপনি।" তাহার রুগ্ন কণ্ঠ একান্ত অনুরোধপূর্ণ।

অনাথিনী নিকটে একখানা চৌকি আনিয়া দিল, জ্যোতির্ম্ময়ী বসিলেন। শরৎ বলিলেন, "রাজকুমারি?" বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী ভীতস্বরে কহিলেন,—

"ডাক্তার-দা ?" শরৎ আবার কথা কহিলেন, বলিলেন, "রাজকুমারি—বড় দুর্ব্বল, বড় একলা মনে হচ্ছে, আপনার হাতখানি দিন।" রাজকুমারী তাহার হাতখানি ধরিলেন, অশ্রুতে সে হাত সিক্ত হইয়া উঠিল; অনাদিও বালকের ন্যায় মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময়ীর হাতখানি হাতের মধ্যে ধরিয়া রোগী আবার ঘুমাইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে হাতখানি আস্তে আস্তে টানিয়া লইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ধীরপদে গৃহত্যাগ করিলেন।

পরদিন শরৎকুমারের জ্বর ত্যাগ হইল;—বিপদ-মেঘ কাটিয়া গেল।

রাজা আসিয়া দেখিলেন, শরৎকুমার সারিয়া উঠিতেছেন। তিনি খবর দিলেন যে, প্রসাদপুরে কন্‌ফারেন্স বসিতে প্রায় মাস খানেক বিলম্ব হইয়া পড়িল। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গলার প্রধান প্রধান পলিটি-কাল নেতাগণ সকলে এখানে সম্মিলিত হইতে পারিবেন না। শুনিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী খুসীই হইলেন, তাঁহার মনে হইল ততদিন শরৎকুমার বেশ সবল হইয়া উঠিতে পারিবেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

জ্যোতির্ম্ময়ী এইবার আপনার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ পাইলেন।—কি দুশ্চিন্তা, কি ঔৎসুক্যের মধ্যে সপ্তাহ কাল কাটিয়া গিয়াছে! এমন কি, ব্যায়ামসমিতি কনফারেন্স কিছুই এ কয়দিন তাঁহার মনে পড়ে নাই। এ কিরূপ তন্ময়তা! কই পিতার অসুখের সময় ত জ্যোতির্ম্ময়ী এত কাতর হইয়া পড়েন নাই! তাহার লজ্জাসঙ্কুচিত মন উত্তর স্বরূপ কহিল, "কোন কারণ ছিল না ত তাহার, পিতার ত জীবনসংশয় হয় নাই।—তবুও"—

ইহার অর্থ,—তবুও একজন আত্মীয়, পরের জন্য এত কেন ভাবনা! প্রতিদিন ত রোগে তাপে পৃথিবীর কত লোক মৃত্যু গ্রাসে পড়িতেছে; কে কার জন্য এত ভাবে? এস্থলে মৃত্যুর কথাটা মনে আসিবামাত্র বালিকার মনের মধ্যে একটা কষ্টের শিহরণ উঠিল!

তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। আহারাদির পর সোফায় শুইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বিশ্রাম করিতেছিলেন। পাশেই হাতের কাছে একটি টেবিলে, ফুলভরা ফুলদানী একটির চারি-দিকে নানারকম কাগজ পত্র, বহি সাজান। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহার মধ্য হইতে একখানি থিয়সফিষ্ট পত্র টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। একটা প্রবন্ধ আগাগোড়া শেষ করিয়া তখন তাঁহার হুঁস্ হইল,—এক অক্ষরও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে নাই। পাঠিকার

স্থূল অক্ষি বহির পাতায় নিবদ্ধ ছিল বটে—কিন্তু সূক্ষ্ম আঁখি ঘুরিতেছিল অন্য ঘরে। আজ ইচ্ছা করিয়াই প্রাতঃকালে শরৎ-কুমারকে রাজকুমারী দেখিতে যান নাই,—ভাল আছেন ত তিনি! তিনি কি জ্যোতির্ম্ময়ীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে চাহিতেছিলেন?

এ কিরূপ প্রশ্ন? রাজকুমারী তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল বলিয়া তিনিও কি ব্যাকুল থাকিবেন? এ কি পিপাসা! এখন ত তিনি আরাম হইয়া উঠিয়াছেন—এখনো তাঁহার চিন্তাতেই জ্যোতির্ম্ময়ী মগ্ন কেন? তাঁহার সান্নিধ্য লাভের জন্য কেন তিনি এত তৃষাতুর? এ কি সর্ব্বগ্রাসী ভাব? ইহাই কি প্রেম?

ক্ষতি কি? প্রেমদেবতাকে মনে মনে পূজা করিতে ক্ষতি কি? কিন্তু ইহার পরিণাম? এই আকাঙ্ক্ষা—এই চিন্তা, এই পূজার পরিণাম? লোকে বলে বিবাহ। জ্যোতির্ম্ময়ী হাতের বই-খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।—"না তাহা হইতে পারে না—পারে না,—আমি জ্যোতির্ম্ময়ী—চিরকুমারী ব্রত গ্রহণ করিয়াছি—দেশের জন্য জীবনদান করিয়াছি—আমি ব্যক্তি বিশেষের পরিণীতা পত্নী!—অসম্ভব,—অসম্ভব!" একবার তিনি অতি চুপে চুপে—স্বগত উচ্চারণ করিলেন, "মিসেস্ চৌধুরী" "তাঁহার চিন্তা-মলিন মুখে সহসা কৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল। ঘরের বারান্দায় খাঁচায় রক্ষিত পোষা কোকিলটি এই সময় কুহু কুহু করিয়া উঠিল, বাহিরের আম-বাগানে দুই চারিটা কোকিল এক সঙ্গে ইহার উত্তর গাহিল; সহসা—কুহু কুহুতানে আকাশ ভরিয়া গেল।—জ্যোতির্ম্ময়ী মনে

মনে বলিলেন,—“বনের পাখী তোমরা খাঁচার পাখীকে ধরা দিতে চাও ত দাও, আমি কিন্তু ধরা দিব না।” তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন আজ সন্ধ্যাতেও শরৎকুমারকে দেখিতে যাইবেন না। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্কভাবে জ্যোতির্ম্ময়ী ফুলদানীর একটি ফুল তুলিয়া লইয়া আঘ্রাণ করিলেন। ঠিক দুইটার সময় কুন্দ গৃহে আসিয়া হাজির হইল। আজই সকালে সে বাড়ী হইতে ফিরিয়াছে। হাসির চিঠিখানা, রাজকুমারীর হাতে দিয়া কহিল,—

“এই লও রাজকুমারী। চিঠিখানি তোমার হাতে ধরে দিতে আমি প্রতিশ্রুত আছি। আজ দায়মুক্ত হলুম।”

জ্যোতির্ম্ময়ী চিঠিখানা গ্রহণ করিলেন, কুন্দ থিয়ফিষ্টখানা কুড়াইয়া যথাস্থানে রাখিয়া, আলমারি খুলিয়া রাজকন্যার বৈকালিক সাজসজ্জার আয়োজনে রত হইল। আজ তাঁহাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী চা-পানের নিমন্ত্রণ।—

হাসির চিঠিখানা পড়িয়া জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন,—

“সুগুণা দেবী—কে কুন্দ দিদি? আমাকে তিনি এত প্রশংসা করে লিখেছেন—লজ্জা করে যে।”

কুন্দ বলিল, “ও আমাদের হাসি। সকলে ওকে হাসি ব'লেই ডাকে। এমন সুন্দর মেয়েটি, কি বলব! তাকে যদি দেখ রাজকুমারী ত তুমিও ভাল বাসবে।”

শরৎকুমার প্রলাপের ঘোরে যে হাসির নাম উচ্চারণ করিতেন সেই হাসি নয় ত এ? একটা কিরূপ অসুখ চাঞ্চল্য রাজকন্যার মন দিয়া বহিয়া গেল।—ইহা কি ঈর্ষার আন্দোলন?

জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "বিয়ে হয়নি বোধ হয় তাঁর ?"

"না। কোন বরকেই যে তার বাপমার মনে ধরে না। যা হ'ক, এবার শুনেছি একটি মনের মত পেয়েছেন, সম্বন্ধ চলছে তার সঙ্গে।"

"কে সে ভাগ্যবান ?" জ্যোতির্ম্ময়ীর বক্ষে শোণিতপ্রবাহ সহসা বন্ধ হইয়া গেল,—এই প্রশ্নের উত্তরে শরৎকুমারের নাম শুনিবার জন্য তিনি অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কুন্দ বলিল, "তিনি আপনাদেরই আত্মীয়, বিজনকুমার রায়।"

বালিকার রুদ্ধনিশ্বাস ধীরে ধীরে মুক্তি লাভ করিল,—সে হাসিয়া কহিল, "তা বেশ, হ'লে মন্দ হয় না! আমি বরণ করে ক'নেকে ঘরে তুলে নেব। তোমাদের হাসি, ডাক্তারদা'র কে হন কুন্দদিদি ?"

"জানিনে ঠিক, একটা দূর সম্পর্ক থাকতে পারে। কই তার কথা ত হাসির কাছে কখনো শুনিনি। তবে আমার সঙ্গে হাসির দেখা শুনা খুব কমই হয়, বেশী কথা ক'বার অবসরই ঘটে না।"

"সম্বন্ধের কথা কার কাছে শুনলে ?"

কে জানে কেন জ্যোতির্ম্ময়ীর মন বলিতেছিল—খবরটা ঠিক নয়।

কুন্দ কয়েকখানা কাপড় ও জ্যাকেটের সুট মিলাইতে মিলাইতে বলিল—

"ওকথা অবশ্য হাসির কাছে শুনিনি। বিদায় নিতে যাবার

সময় দিদিমা বলেছিলেন। বিকালের জন্য কোন্ কাপড়খানা রাখব রাজকুমারি?"

"দেখ কুন্দদিদি, কতবার তোমাকে বলেছি, ওকথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না, তোমার যেখানা ইচ্ছে,"—

"না না বলতে হবে, কোন্‌খানা রাখব।"

"আচ্ছা, শাদা রঙের যা হয় একখানা রাখ।"

"রাজাবাহাদুর কিন্তু রঙিন্ কাপড়ই পছন্দ করেন।"

"তবে তাই রাখ।"

"ফিকে নীল বা গোলাপী কি দেব?"

"তোমার সঙ্গে আর পারা যায় না—আচ্ছা, নীলই রাখ। চিঠিখানা পড়েছ কুন্দদিদি?"

"না। মতির মালা আর—"

"সে হবে এখন; চিঠিখানা আগে পড় না! কলকাতায় গিয়ে সর্ব্বাগ্রে এবার তোমার হাসির সঙ্গেই দেখা করব।"

"তখন সে তোমারও হাসি হয়ে যাবে।"

"মতির মালা ও ব্রেসলেট জোড়াই তাহ'লে বার করে রাখছি। অন্য কিছু ত তুমি পরতে ভাল বাস না।"

একথার কোন উত্তর না দিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী হাসির চিঠিখানা বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "এই নেও।"

কুন্দ নিকটে আসিয়া পত্রখানা লইয়া তাহাতে নেত্রপাত করিল। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "চেঁচিয়ে পড়না কুন্দদিদি।" কুন্দ পড়িতে লাগিল—

সম্মানীয়া রাজকুমারি—

আপনার সহিত আমার চাক্ষুষ আলাপ নাই, কিন্তু আপনার গুণের কথা এত শুনিতে পাই যে না দেখিয়াও আপনাকে ভাল বাসিয়াছি। আপনাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করে। যখন কলিকাতায় আসিবেন, একবার দেখা দেন ত পরমানন্দ লাভ করিব। সত্য কথা বলিতেছি, বিশ্বাস করিবেন।

ইচ্ছা করে, আপনার নিকট আমিও দেশব্রতমন্ত্র গ্রহণ করি, আমার শক্তি অতি সামান্য কিন্তু আপনার মত গুরুর উপদেশে সেই ক্ষুদ্র শক্তিও সার্থক হইয়া উঠিতে পারে।

আপনি বয়সে ছোট হইয়াও জ্ঞান বুদ্ধিতে আমার অনেক বড়, তাই পরিপূর্ণ প্রীতিভক্তি ভরে আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে ছোট বোন বলিয়াই মনে করিবেন।

আপনার গুণমুগ্ধা ভগিনী—
শ্রী সুগুণা দেবী

পুঃ—

শর-দা যদি এখনো সেখানে থাকেন ত আমার নমস্কার দিবেন।

চিঠিখানি পড়া হইলে কুন্দ তাহা রাজকন্যাকে ফিরাইয়া

দিয়া কহিল, "সুন্দর লিখেছে; চিঠিখানি পড়ে যেন ঠিক চোখের উপর তাকে দেখতে পাচ্ছি।"

"ভাষার ঘনঘটা নেই এইটে আমার বড় ভাল লেগেছে।"

"কেবল তাই কি? চিঠিখানি আগাগোড়া আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাবে পূর্ণ, সেইটেই আমার বেশী ভাল লাগছে।"

"এই শ্রদ্ধা দিয়ে—তিনিই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন।"

"যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো সেই রকম আর কি!"

"উপমাটা এখানে ঠিক সঙ্গত হলো না কুন্দদিদি, পণ্ডিত মহাশয় শুনলে নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করতেন।"

এই সময় একজন দাসী "পণ্ডিত মহাশয় আইছেন গো!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে গৃহপ্রবেশ করিল। বাঙ্গালী ঘরে রাজা সম্রাটের আলয়েও দাসী চাকরের আদব কায়দার বড় একটা আড়ম্বর দেখা যায় না।

পণ্ডিত মহাশয়ের নাম শুনিয়া কুন্দ বলিয়া উঠিল, "নাম করতেই হাজির তিনি, লোকটার আয়ু দেখছি অনেক!"

জ্যোতির্ময়ী দাসীকে বলিল, "আচ্ছা লক্ষীর মা, তোমাকে কতবার বলেছি অত চেঁচিয়ে কথা কবে না,–কিছুতে কি শিক্ষা হবে না তোমার?"

লক্ষীর মা শিরে করাঘাত করিয়া কহিল, "হায়রে কপাল! তোমারে ঘরে আইনা শিখাইলাম আমি, আর আমারে শিখাইতে চাও এখন তুমি—সেদিনকার খুকী, পলতে দিয়ে যারে কত দুধ খাওয়াইয়াছি! ঘোর কলিকালই হইছে বটে।"

"বেশ বেশ আর বকতে হবে না, তোমার ও ন্যাকি গান আমার ভাল লাগে না। যাও, পণ্ডিতমহাশয়কে বল গিয়ে, আমরা আসছি এখনি।"

লক্ষীর মা তবুও বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে সোণার তাগা পরা হাত দুলাইয়া চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সোণার কণ্ঠ-মালা ও কোমরের রূপার চাবি-শিকলিও দুলিয়া উঠিল।

জ্যোতির্ম্ময়ী পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটে যাইবার অভিপ্রায়ে কুন্দর সহিত বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এই সময় অনাদির আবির্ভাব হইল। তাহাকে দেখিয়া রাজকন্যার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, প্রথমেই মনে হইল,—ভাল আছেন ত তিনি? কিন্তু কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই অনাদি কহিল, "একটা কথা আছে দিদিমণি।"

রাজকন্যা কুন্দকে বলিলেন, "যাও কুন্দদিদি, তুমি পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে বসে একটু গল্প কর গে, আমি এখনি আসছি।"

কুন্দ চলিয়া গেলে জ্যোতির্ম্ময়ী কণ্ঠাগত ভাষা রসনামুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন, "ডাক্তারদা ভাল আছেন ত অনাদি-দা?"

"হ্যাঁ ভাল আছেন,—কিন্তু তুমি আজ সকালে তাঁকে দেখতে যাওনি—তাই তিনি বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। তিনি ভাবছেন—তোমার বুঝি কোন অসুখ করেছে—তিনি তোমাকে দেখতে আসতে চান।" জ্যোতির্ম্ময়ীর পণ ভঙ্গ হইল—বলিলেন, "না না তাঁর আসতে হবেনা—চল আমিই গিয়ে এখনি তাঁকে একবার দেখে আসি।"

পণ্ডিত-মহাশয় যে তাহার অপেক্ষায় আছেন সেকথা জ্যোতির্ম্ময়ী একেবারেই ভুলিয়া গিয়া অনাদির অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিলেন।

রাজকুমারী গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র—তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনার্থে শরৎকুমার শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অসুস্থতার পর এই প্রথম তাঁহার স্থির হইয়া দাঁড়াইবার প্রয়াস, পা কাঁপিয়া উঠিল; দেহ ঈষৎ টলমল করিতে লাগিল। কিন্তু এই কম্পন কি কেবলই দুর্ব্বলতা-জনিত, কিম্বা আনন্দের অধীরতাও ইহার মধ্যে অনেকখানি লুক্কায়িত ছিল? রাজকুমারী উদ্বিগ্নভাবে অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, "কি করেন ডাক্তারদা,—বসুন বসুন—দাঁড়াবেন না?"

"আমি ভাল হয়ে উঠেছি রাজকুমারী।"

"তবুও বসুন; এখনো বিছানা থেকে ওঠবার অবস্থা আপনার ঠিক হয়নি,-- পা কাঁপছে আপনার।"

"আপনি বসুন আগে।" প্রত্যুত্তরে এইরূপ অনুরুদ্ধ হইয়া রাজকুমারী আর কথা বাড়াইলেন না; শরৎকুমারের শয্যার নিকটেই তাঁহার জন্য অনাদি একখানি চৌকি আগে হইতেই রাখিয়া দিয়াছিল, সেই খানিতে বসিয়া পড়িলেন। শরৎকুমার তখন শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপনি সকালে আসেননি—তাই মনে হচ্ছিল—"

শরৎ হঠাৎ থামিয়া গেলেন. রাজকুমারী বলিলেন, "না, আমার কোন অসুখ করেনি,—ভালই আছি।--আপনি ত ভাল হয়ে উঠেছেন—তাই আর—"

রাজকুমারীরও কথাটা এইখানে বাধিয়া গেল—কেননা—যাহা বলিতে যাইতেছিলেন, তাহা সত্য নহে। শরৎকুমার তাঁহার পালায় রাজকন্যার অসম্পূর্ণ কথা সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া কহিলেন,—

"তাই আর আসার দরকার মনে করেন নি?" বলিতে বলিতে তাঁহার রুগ্ন মুখ—একটা ব্যথার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয়-তন্ত্রীতেও সে বেদনার সুর ধ্বনিত হইল। তিনি কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে হাসির চিঠিখানা শরৎকুমারের হাতে দিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি চিঠিখানা পড়ে ডাক্তারদা; আপনার ভাল লাগবে মনে করে এনেছি।"

শরৎকুমার চিঠিখানি গ্রহণ পূর্ব্বক পড়িয়া রাজকন্যার হাতে প্রত্যর্পণ করিয়া কহিলেন, "যিনি লিখছেন—তিনি দেখছি গুণগ্রাহী।"

"তিনি আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন - দেখেছেন ত? কি উত্তর দেব?"

"ফিরিয়ে দেবেন নমস্কারটা।" এমন ঔদাসীন্যের সহিত কথাটা শরৎকুমার বলিলেন যে, জ্যোতির্ম্ময়ীর পূর্ব্বগঠিত বিশ্বাস বেশ একটু টলমল করিয়া উঠিল। বলিলেন, "চিঠি পড়ে ত মনে হয়—আপনার সঙ্গে তাঁর বিশেষ আত্মীয়তা আছে।"

"ভুল আপনার।—মোটেই না।" বিদায়-দিনে হাসির প্রত্যাখ্যানের কথা মনে জাগিয়া উঠিল,—কিন্তু আজ আর সে স্মৃতিতে তাঁহার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল না। শরৎকুমার নিজেই

যেন তাহাতে একটু বিস্মিত হইলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "আপনার আত্মা কিন্তু চুপি চুপি অন্য কথাই প্রকাশ করেছে।"

"কি রকম ?"

"অসুখের সময় অনেকবারই হাসির নাম আপনার মুখে শুনেছি।"

শরৎকুমারের রক্তহীন পাংশুমুখে সহসা লজ্জার আভা চমকিয়া গেল! "সত্যি না কি? প্রলাপের ঘোরে কি কথা না জানি শরৎকুমার বলিয়াছেন—আর রাজকুমারী তাহা শুনিয়া কি না জানি মনে করিয়াছেন, ছি—ছিঃ!" সব কথা রাজকন্যাকে খুলিয়া বলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু চন্দ্রালোকে বা ম্লান দীপশিখার নিকট বসিয়া যে সব কাহিনী বলা যায়,—দিনের ফ্যাক্-ফ্যাকে উজ্জ্বল আলোক তাহার পক্ষে প্রতিকূল।—তাহা ছাড়া অনাদি ছোকরা ঘরের কোণে বসিয়া আছে, যদিও সে নভেল পাঠে মগ্ন—তবুও ত একজন তৃতীয় ব্যক্তি ঘরে উপস্থিত।

শরৎকুমার মৌন হইয়া রহিলেন—তাঁহার ভাষা এই সঙ্কটের সময় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল,—ঘড়িটাও কি ছাই এই মুহূর্ত্তে তাঁহার শত্রুতা করিবে—সশব্দে এই সময় ৪টা বাজিয়া উঠিল। জ্যোতির্ম্ময়ী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "উঠি তবে আজ, ৪টে বেজে গেল, আমাদের আবার আজ চায়ে যেতে হবে। একটু সাবধানে থাকবেন, এখনো দুর্ব্বল আছেন।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বালিকা চলিয়া গেল। শরৎ চোখ বুজিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। একটা কষ্টের অবসাদে

তাঁহার দুর্ব্বল শরীর একান্ত ক্লান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যে সত্য এতদিন তাঁহার নিকট লুক্কায়িত ছিল—আজ তাহাতে তিনি সচেতন হইয়া উঠিলেন, বুঝিলেন, অসুখের পূর্ব্বে যে-তিনি ছিলেন—আজ সে-তিনি নাই। হাসির যে হাসিটুকু তিনি এতদিন হৃদয়নিভৃতে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন আজ ত আর তাহার সন্ধান পাইতেছেন না! জ্যোতির্ম্ময়ীর জ্যোতিঃসাগরে তাহার শেষ রশ্মিটুকুও যে সহসা মিলাইয়া পড়িয়াছে! কেমন করিয়া কোন্ মুহূর্ত্তে এ ঘটনা ঘটিল তাহা তিনি বুঝিলেন না,—এইটুকু শুধু বুঝিলেন যে, জ্যোতির্ম্ময়ী এখন তাঁহার মনে একমাত্র জাগ্রত দেবতা!

অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর উপহাস! তিনি হাসিকে ভুলিতে চাহিতেছিলেন সত্য, কিন্তু এমনি করিয়া তপ্ত হইতে তপ্ততর অনলদাহের মধ্যে ডুবিয়া কি? হাসিকে যখন তিনি ভাল বাসিয়াছিলেন, তখন তাহাকে দুষ্প্রাপ্য মনে করেন নাই, সেইজন্য তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে কখনও তাঁহার কুণ্ঠা বোধ হয় নাই, কিন্তু জ্যোতির্ম্ময়ী যে তাঁহার পক্ষে একান্তই দুর্ল্লভ বস্তু; তাঁহার কাছে আত্মবেদনা জানাইতেও যে সাহস নাই, জ্যোতির্ম্ময়ী স্বর্গের তারকা—আর শরৎকুমার মর্ত্ত্যের মানব! চিরদিন এই অনলদাহ নীরবে তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে বহন করিতে হইবে যে!

"ভগবান, এমন নিষ্ঠুর তুমি! অথবা ইহাই তোমার করুণা? গৃহী হইবার জন্য আমাকে তুমি সৃষ্টি কর নাই। এজীবন

পরার্থে দান করিতেই তুমি ইঙ্গিত করিতেছ। তাহাই হউক, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, বল দাও প্রভু—বল দাও।"

জ্যোতির্ম্ময়ীও বেশ সচ্ছন্দমনে গৃহে ফিরিলেন না। অন্য-দিন শরৎকুমারের অজ্ঞাতে তাঁহার উচ্ছ্বসিত আনন্দ-বিকিরণ হইতে তিনি যে কণিকারাশি কুড়াইয়া আনেন সেই আলোকে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার হৃদয় আলোকিত করিয়া রাখে, কিন্তু আজ তাহার পরিবর্ত্তে একটা অন্ধকার বেদনা ভার লইয়া সেখান হইতে তিনি বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের দুজনের মধ্যে এ কি কুয়াসার ব্যবধান আজ! তাহার অন্তপ্রাণ "হায় হায়" করিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি তাহাকে সবলে কশাঘাত করিয়া—শাসন বাক্যে বারবার করিয়া কহিতে লাগিলেন, "ভালই ত সে ভালই! রে অবোধ মন,—তুমি এতদিন যাহা চাহিয়াছিলে, ভগবান আজ তাহা গ্রাহ্য করিলেন,—এখন দুঃখ করিলে চলিবে কেন? তাঁহার মঙ্গলদান কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া সুখ অনুভব কর। ব্যক্তি বিশেষের জন্য হা হুতাশ করা তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। তুমি দেশের কাজে জীবনদান করিয়াছ ইহা ভুলিও না গো—ভুলিও না।"

জ্যোতির্ম্ময়ী গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, কুন্দ উপস্থিত নাই,—যে দাসী তাহার অপেক্ষায় ছিল—সে বলিল, "কুন্দ-দিদি এসে চলে গেলেন,—আপুনি এলে ডাকতে বলেছেন।" জ্যোতির্ম্ময়ী বলিলেন, "না ডাকতে হবে না—।" দাসী কাঁকুইখানা লইয়া তাহার চুল আঁচড়াইতে গেল। জ্যোতির্ম্ময়ী তাহাকে নিরস্ত করিয়া

নিজেই তাড়াতাড়ি কোনরূপে দীর্ঘ কেশদাম সংবৃত করিয়া বাঁধিয়া লইলেন। তাহার পর যথাসাধ্য বিনাড়ম্বরে—এবং অল্প সময়ের মধ্যে সাজপর্ব্ব সমাধা করিয়া লইয়া পিতার নিকট ছুটিলেন। যাইবার সময় দাসীকে বলিয়া গেলেন, "পণ্ডিত-মহাশয়কে গিয়ে বল, আজ আর পড়ব না,—তিনি ঘরে যেতে পারেন।"

পিতৃকক্ষে আসিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিলেন, রাজা তখনো প্রস্তুত নহেন, তিনি বেশ মগ্নভাবেই খাতার উপর কলম চালাইতেছেন। তাঁহার জন্য পিতা অপেক্ষা করিয়া নাই দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন,—কোন কথা না কহিয়া ধীরপদে আসিয়া তাঁহার স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা তখন মুখ তুলিয়া ঘড়ির দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "তাই ত—৪টে বেজে গেছে যে! আচ্ছা তুই একটুখানি অপেক্ষা কর্ রাণী, আমি এখনি আসছি।" জ্যোতির্ম্ময়ী দেখিলেন,—টেবিলের উপর খুব দামী ফ্রেমে আঁটা কালীঘাটের দুই পয়সা মূল্যের একখানি কালীর পট। সেই ছবিখানি হাতে লইয়া তিনি মনোনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন।—

এ কি ভীষণ মূর্ত্তি জগদম্বা প্রকৃতির! শিবকে পদদলিত করিয়া তিনি এখন ভয়ঙ্করা,—নিষ্ঠুরা! কিন্তু প্রকৃতির পক্ষে এই নিষ্ঠুর ভাবেরও যে প্রয়োজন। প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্যই অন্যায় দমনকারিণী প্রকৃতি এখন মুণ্ডমালিনী, ভীমা!

দেয়ালে আধুনিক কোন চিত্রকর-অঙ্কিত মাতৃমূর্ত্তির একখানি পট টাঙ্গান ছিল। নয়ন তুলিয়া একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি তাহার

দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। বিশ্বমাতার এই স্নেহ করুণারূপিণী ভাব কি সুন্দর! —তাঁহার এই ভুবনমোহিনী মাধুরীই ত প্রয়োজনে করালী কালীরূপে রূপান্তরিতা হইয়াছে! বালিকার জীবনের মধুর ভাবও প্রয়োজনের পদতলে সম্ভবতঃ এইরূপ বিসর্জ্জন দিতে হইবে,—মাতৃরূপা হইবার সৌভাগ্য লইয়া ত সকলে জন্ম গ্রহণ করে না!"

জ্যোতির্ম্ময়ীর কোমল মধুর স্বভাবের অংশে একটা দারুণ শিহরণ উঠিল,—তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। রাজা সেই সময় প্রস্তুত হইয়া দ্বারদেশে পদার্পণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঐ পট-খানি মা আমাকে বাঁধাবার জন্যে দিয়েছিলেন, বেঁধে এসেছে, তাঁকে পাঠাতে ভুলে গেছি।" জ্যোতির্ম্ময়ী ছবিখানি টেবিলে রাখিয়া কহিলেন, "এখন এইখানেই থাক্। ফিরে এসে আমি ঠাকুরমার কাছে নিজেই এখানি নিয়ে যাব।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিত মহাশয় ও কুন্দবালার গল্পও বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। রাজকুমারী পড়িতে না আসায় দুজনের কেহই ক্ষতি বিবেচনা করেন নাই! ব্যায়াম-উৎসবে কুন্দ উপস্থিত না থাকায় ষোল আনা উৎসবই যে শাস্ত্রীমহাশয়ের পক্ষে বৃথা গিয়াছে এই কথাই তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন। এই পৌনরুক্তিতে অসহিষ্ণু

স্বভাব কুন্দবালার যে ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছিল না—ইহাই আশ্চর্য্য !

পণ্ডিত-মহাশয় তাঁহার বিলম্বিত দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে শতবারের 'পর আর একবার বলিলেন, "সত্যি বলছি কুন্দ, তুমি ছিলে না—আমি দুই চক্ষে অন্ধকার দেখেছি।

কুন্দ বলিল, "কিন্তু এতে আপনি দুঃখ করছেন কেন? দুঃখ করবার কথা ত আমারি। এমন মহাসমারোহ আমি চর্ম্মচক্ষে দেখতে পেলাম না! আপনি বরঞ্চ সেদিনের বিবরণ খুঁটিনাটি ক'রে বর্ণনা করুন—আমি কাণে শুনেও তৃপ্তিলাভ করি।"

"তা যদি বল,—এমন নূতন কিছু বলার কথা নেই,—সবই গতানুগতিক অনুবৃত্তি; অভিনন্দন,—অভিভাষণ,—ব্যায়াম আর বাহবা প্রদান,—এই চতুর্ব্বিধ বিধানেরই আবর্ত্তন বিবর্ত্তন;—তবে—"

"থামলেন যে—? বলুন না!"

"একটি মাত্র আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছিল।"

"বলুন না! আগ্রহে যে দম ফেটে উঠলো! দেখবেন শেষে নারীবধের পাতক লাগবে আপনাকে।"

"আহা! ও কি কথা কুন্দ! শোন, আগেই বোধহয় শুনেছ,—রাজকুমারী শরৎ জ্যক্তারকে মাল্যদান করেছিলেন—"

"এই কথা! কিছু ত আশ্চর্য্য হলুম না। যে জেতে, তাকে মাল্যদান করাই ত আমাদের দেশের সনাতন পদ্ধতি।"

"হ্যাঁ, স্বয়ম্বরা হওয়াও আমাদের দেশের সনাতন পদ্ধতি,—এস্থলে ফাঁকা মাল্যদানটাই কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।"

"সোজা লাঠি গাছটাকেও এমন সহজে আপনারা বাঁকিয়ে—ধনুক করে তোলেন,— আশ্চর্য্য !

"আরে সংসারটাই এই রকম—লোকের মুখ তুমি ত চেপে রাখতে পার না!"

"বেশ,—লোকে যা বলে বলুক,—আপনি আর এ নিয়ে মাথা ব্যথা করেন কেন?"

"রামঃ? মোটেই না। আমি কেবল তোমাকে বলছি।—দেখ কুন্দ, তোমাকে কোন কথা না ব'লে আমি থাকতে পারিনে,—তুমি ত কই আমাকে কিছু বল না?"

"কিছু ত বলার নেই আমার।"

"তা ত সত্যি! বিশেষ এবার যে রকম গম্ভীর দেখছি তাতে মনে হয়—যেন মৌনব্রত গ্রহণ করেছ।"

কুন্দ হাসিয়া বলিল, "জীবনটা কি হেসে খেলে কাটাবার জিনিষ পণ্ডিত-মশায়?"

"জীবনটা কাজ করবারই জিনিস,—কিন্তু হেসেখেলেই কাজ ভাল হয়।"

"ভিন্ন মতও ত থাকতে পারে?"

"অবশ্যই। পৃথিবী যে বিপুলা,—তাতে সন্দেহ নেই।"

পণ্ডিত-মহাশয়ের হস্তে তাঁহার বিপুলশ্মশ্রু প্রবল ভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

কুন্দ তাহা দেখিতে দেখিতে হাসিমুখে বলিল, "রাজকুমারী ত এখনো এলেন না,—একবার খোঁজ নিয়ে আসি।"

"দরকার কি কুন্দ! তাতে তুমি শুদ্ধ অন্তর্দ্ধান হয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে—"

কুন্দ সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেল,—কিন্তু অল্প-ক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত-মহাশয়ের অন্ধকার মুখ হাস্যোজ্জ্বল করিয়া কহিল, "রাজকুমারী ঘরে নেই! বোধ হয় রাজাবাহাদুরের কাছে গেছেন।"

"পাশের ঘরও বেশী দূরে নয় কুন্দ।"

"দেখুন পণ্ডিত-মশায়, এ রকম ঠাট্টাঠুট্টি করলে আমি কিন্তু চলে যাব।"

"আরে ঠাট্টা কে করছে? আমি জন্মে কখনও কোন বিদূষকের পাঠ অভিনয় করিনি। কখনো তা পারব ব'লে কল্পনাও ছিল না। তবে আজ তোমার প্রশংসাবাদে প্রাণের মধ্যে হঠাৎ একটা আশাতীত আশার উদ্রেক হয়ে উঠছে বটে! কে জানে হয় ত কোন দিন গোপাল ভাঁড়ের আসনও অধিকার করে বসতে পারি। কিন্তু আপাততঃ যা বলছি, এটা পরিহাস নয়। রাজ-কুমারীর মনের গতিক বড় ভাল মনে হচ্ছে না—। পড়া-শুনা ত বন্ধ হয়েইছে, সমিতিটা কবে বন্ধ হয় এখন এই ভয়! ছেলেদের উপর হুকুম জারি হয়েছে যে, তারা যেন বিলিতি জিনিষ ধ্বংস না করে—কেননা ডাক্তার এটা ভাল বলেন না।"

"রাজকুমারীকে আমি এই কথা বলব।"

"রক্ষা কর—ক্ষেপলে কুন্দ ?"

"না ক্ষেপিনি,—আমি তাঁকে বলব—তিনি যে পথে চলেছেন—সেটা প্রকৃত দেশোন্নতির পথ নয়। এ কাজে গুরুর উপদেশ চাই।"

"আঃ তাই বল। তা কুটুমির মত গুরু পেলে মন্দ হয় না বটে। পেয়েছ নাকি ?"

"মনে ত হচ্ছে।"

"সর্ব্বনাশ ! গুরুদেব তোমার স্কন্ধে ভর করলে আমরা দাঁড়াই কোথায় ? কিন্তু ব্রাহ্মেরা ত আমি জানি গুরু মানেন না ?"

"কেন মানবেন না ? এতদিন ত আপনাকেই গুরু বলে মেনেছি !"

"তবু ভাল, কিন্তু গুরু ত জীবনে একজনই হয়। তবে তোমাদের রীতি স্বতন্ত্র হতে পারে,—তোমরা একাধিক স্বামীও গ্রহণ করে থাক।"

"দেখুন পণ্ডিত-মশায়, ও-রকম রসিকতা করবেন না—আমার ভাল লাগে না।"

কুন্দের নয়ন ক্রোধদীপ্ত হইয়া উঠিল—সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। পণ্ডিত মহাশয় কাতর অনুনয় করিয়া কহিলেন, "ক্ষমা কর কুন্দ, এটা যে দোষের কথা তা আমি বুঝতে পারিনি; স্বামী-গ্রহণে দোষ হয় না, আর বল্লেই দোষ হয় ? ব'স, ব'স, কুন্দ, রাগ কোরো না,—"

কুন্দ বসিয়া কহিল, "আপনার যে আজ কি হয়েছে—সব কথাই বিকৃত ক'রে বলছেন ;—সত্যি কিন্তু আমার বড় রাগ ধরছে।"

"রাগ কোর' না কুন্দ—তা হলে মরে যাব।—তোমাদের অভিধানে কোন্ কথা যে শ্লীল এবং কোন্ কথাই বা অশ্লীল, সমস্ত পাণিনী শাস্ত্র উল্টে তা আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় র'য়ে গেছে। এ সম্বন্ধে আমি একেবারেই গণ্ডমূর্খ,—একটা গল্প করব কুন্দ ?"

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল,—তাহার আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "দেখ, একবার আমি একটি ব্রাহ্ম-বাড়ীতে পুরাণ-ব্যাখ্যা করতে যাই।"

"ঐটেই যা আপনার আসে,—কিন্তু সমিতি হওয়া পর্য্যন্ত পুরাণ-পাঠও ত আপনি ছেড়ে দিয়েছেন।"

"তবু ভাল,—আমারও একজন মল্লিনাথ আছে; কিন্তু তুমি যাই বল, মেমসাহেব সেদিন আমাকে বড়ই অপদস্থ করেছিলেন।"

কুন্দ তাঁহার কথার ভঙ্গীতে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, হাসিয়া কহিল, "তাঁর কি আর কোন নাম নেই ?"

পণ্ডিত-মহাশয় উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তাঁর বা তাঁর স্বামীর আসল নাম যে কি তা আমি ঠিক বলতে পারব না। যে বন্ধুটি আমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি পরিচয় করিয়ে দেবার সময় মিসেস্ বটবাল বা ঘটকাল এই রকম কি একটা নাম যেন গিন্নিঠাকরুণের বলেছিলেন; কিন্তু সে নামটা আমার মাথা থেকে কর্পূরবৎ একেবারেই উপে গেছে। মনে আছে কেবল একটুকু যে, তাঁর বাড়ীর চাকর-বাকরেরা মেমসাহেব বলে তাঁকে সম্ভাষণ করছিল।"

"আচ্ছা বেশ! এখন আসল গল্পে নামুন।"

"সে লজ্জার কথা আর কোন্ মুখে বলি! অভিমন্যুবধ ব্যাখ্যার ভূমিকায় যেমন বলেছি যে, অভিমন্যু যখন গর্ভে ছিলেন তখন পিতা মাতার আলাপ প্রসঙ্গে তিনি ব্যূহপ্রবেশ নিয়ম শিক্ষা করে-ছিলেন,—অম্‌নি মেমসাহেব ত্রস্তভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের সেখান থেকে উঠিয়ে দিলেন,—আমার সহসা বাক্‌রোধ হয়ে গেল, কি না জানি অজ্ঞানকৃত মহাপাপে এরূপটা ঘ'টলো বুঝে উঠতে পারলাম না! ছেলেরা চলে যেতে মেমসাহেব বল্লেন, 'ওরূপ খারাপ কথা ছেলেদের কাছে বলা ঠিক নয়।' আমার কণ্ঠতালুকা শুষ্ক হয়ে উঠলো,—মনে করতে চেষ্টা করলুম খারাপ কথাটা কি বলেছি। কিন্তু মস্তিষ্ক তখন শূন্য, কিছুতেই তা বোধগম্য হোলনা। পুরাণ পাঠ ঐ-খানেই শেষ ক'রে আমার সেদিন চলে আসতে হোল। তাই তোমাকে বলছি—তোমাদের শ্লীল ভাবার অভিধানখানা আমাকে তুমি পড়াবে কুন্দ?"

'কি যে বলেন পণ্ডিত মশায়?"

"না, আমি ঠিকই বলছি। আমি তোমার গুরু হতে চাইনে; তুমিই আমার গুরু হও।"

পণ্ডিত-মহাশয়ের অনুরাগরঞ্জিত স্বর কুন্দের খারাপ লাগিলনা; এই শ্মশ্রুবহুল বিজ্ঞ ব্যক্তিরও যে তাহা হইতে গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়াছে ইহাতে সে বেশ একটু গর্ব্ব বোধ করিল। পণ্ডিত মহাশয় তাহার মৌনতায় সাহস পাইয়া আবার বলিলেন, "আমি প্রাণের কথা বলছি কুন্দ, তুমি আমার মনো-আসনে দেবীরূপে অধিষ্ঠিত হও, নইলে আমার জীবন ব্যর্থ হবে।"

নিজের এই উচ্ছ্বসিত বাগ্মিতায় পণ্ডিত মহাশয় নিজেই অবাক হইয়া গেলেন, কুন্দও অসন্তুষ্ট হইলনা, কিন্তু তুষ্টির ভাব গোপন করিয়া তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া কহিল, "কি যে বলেন আপনি ?"

"বুঝতে পারছ না কুন্দ! তুমি বিনা আমার জীবন বৃথা।"

কুন্দ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "আমি যে ব্রাহ্ম পণ্ডিত-মহাশয়,—আপনার জাত যাবে যে ?"

"তোমারি পাদপদ্মে জাত ধর্ম্ম অনেকদিন মনে মনে অঞ্জলি দান করেছি কুন্দ।"

"কিন্তু আমি ত তা করিনি। আমি যে জাতে থাকতে চাই।"

হরি হরি! পণ্ডিত-মহাশয় এতক্ষণ নিজের দিকটাই দেখিতে ছিলেন, কুন্দের তরফ হইতে এ-রকম আপত্তি উঠিতে পারে তাহা মনেও করেন নাই।

তাঁহার বিস্মিত মনের আবেগ হস্তের সাহায্যে শ্মশ্রুরাশিকে ঘন ঘন দোল দিতে লাগিল। কিছু পরে বলিলেন, "ঠাট্টা করছ কুন্দ ?"

"না ঠাট্টা নয়। দেখুন পণ্ডিতমহাশয়, এরূপ কথা শোনা আমাদের অভ্যাস নাই, লজ্জা করে, অন্য কথা বলুন।"

পণ্ডিতমহাশয় হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, আপাততঃ দাড়ী-বেচারীও নিষ্কৃতি পাইল। তাঁহার পুরাতন কথা স্মরণ হইল।

লজ্জা ভাঙ্গাইতে অনেকটা সময় লাগিয়াছিল বটে, তার চেয়ে তবু এটা সহজ মনে হইতেছে। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "কিন্তু অনভ্যাসকেও অভ্যাসে আনা চাই ত!"

"দরকার দেখি না।"

কিন্তু পণ্ডিত-মহাশয় নাছোড়বান্দা,—বলিলেন, "কিসের দরকার নাই? প্রেমানুরাগের?"

কুন্দ হাসি চাপিয়া কহিল, "ধরুন তাই?"

"আরে—বিশ্বসংসার যে প্রেমে চলছে, তোমার আদেশ ত সে মানবে না কুন্দ!"

"কিন্তু নীরব ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ভালবাসা, 'প্লেটনিক' প্রেমই পবিত্র প্রেম। প্রকাশে তার মাহাত্ম্য চলে যায়।"

"তুমি কি সৃষ্টিলোপ ক'রতে চাও কুন্দ? এই বিশ্বসংসারই ত প্রেমের প্রকাশ।"

"কিন্তু, নীরবতায় কি প্রকাশ নেই?"

"থাকতে পারে—কিন্তু—কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি মানব এখনো সে পাঠ শেখেনি। সেই জন্যই ভাব ভাষা চায়,—অনুরাগ মিলন চায়, আর জীবজগতে এই মিলনের পরিণতিই বিবাহ!"

এমন মুক্তকণ্ঠ কোর্টসিপ কুন্দের ভাল লাগিল না। যে সময় বিবাহের নামে বেথুন স্কুলের মেয়েরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিত—সেই সময়ে কুন্দ সে দলের মধ্যে একজন প্রধান ছিল। অবস্থাচক্রে, বয়সে, জ্ঞানে, তাহার এই মতের হাস্যকারিতা সে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে—তবুও সে ভাব তাহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া

যায় নাই। পণ্ডিত-মহাশয়ের অনুরাগ প্রকাশে তাহার মন আপত্তি বোধ করিতেছিল না, কিন্তু প্রকাশের পথটা একটু বাঁকা হইলেই তাহার মনঃপূত হইত। সে বিরক্তির স্বরে কহিল, "পণ্ডিত ম'শায়, ও-সব কথা বলবেন না, আমি মিনতি করছি।"

"কেন? এতেও কি দোষ আছে?"

"আছে।"

"কিন্তু তোমার বাপ-মাও ত বিবাহ্ করেছেন; তাঁরা ত দোষ বিবেচনা করেন নি।"

কুন্দ এ কথায় সত্যসত্য রাগিয়া গেল,—বলিল, "যাঁরা দোষ মনে করেন না তাঁরা ত বিবাহ্ করছেনই এবং করবেনই। আমি দোষ মনে করি,—আমি করব না।"

পণ্ডিত মহাশয় হতাশ ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি ক'রবে তুমি?"

"দেশের কাজ করব।"

"আমিও ত সেই পথের পথিক।"

"কিন্তু আপনারা ভুল পথে চলেছেন,—আমাকে গুরুদেবের আজ্ঞা মেনে চলতে হবে।"

পণ্ডিত-মহাশয় প্রমাদ গণিলেন। কুন্দের স্বরে—তাহার ভাবে-ভঙ্গীতে তিনি একটা দৃঢ়তা দেখিলেন। তাঁহার মন বলিতে লাগিল—কুন্দ কি একটা বিপদচক্রের মধ্যে পা দিতে বসিয়াছে—তিনি কোর্টসিপ ভুলিয়া গিয়া বলিলেন, "তুমি কি করে জানলে যে তাঁদের পথ ঠিক?"

"ঠিক জানি আমি। সন্তোষ-দা বলেছে।"

তিনি বুঝিলেন, কুন্দকে এ পথ হইতে দূরে রাখা এখন তাঁহার সাধ্যাতীত, তাহাদের দলে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে রক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। বলিলেন, "বেশ, আমিও তোমার গুরুর শিষ্য হব। গুরুর দেখা পাব কোথায়? কি করতে হবে?"

কুন্দ আহ্লাদের সহিত বলিল, "গুরু এই খানে শীঘ্র আসবেন বলেছেন। তখনই বুঝবেন কি করতে হবে, না হবে—আমি আর কিছু বেশী বলতে পারব না।"

এই সময় দাসী আসিয়া বলিল, "রাজকুমারী আজ পড়বেন নাই। আপুনি বাড়ী যাও গো।"

পণ্ডিত-মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে কুন্দকে বলিলেন, "চল্লেম তবে, গুরুদেব এলে যেন খবর পাই।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ম্যাজিষ্ট্রেট ভবনে গিয়া আজ প্রথম জ্যোতির্ম্ময়ী জানিলেন যে তাঁহারা বদলি হইয়া প্রসাদপুর হইতে চলিয়া যাইতেছেন।

রাজকুমারী মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। গৃহে ফিরিয়া খানিকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিলেন, তাহার পর বৈকালিক বেশভূষা

খুলিয়া ফেলিয়া মন্দিরে যাইবার সাজ পরিয়া লইয়া কালীর পটখানি আনিবার জন্য রাজার ঘরে গেলেন। তিনি তখন সে ঘরে ছিলেন না, পাশেই শরৎকুমারের ঘর, হয় ত বা এখন তিনি বারান্দাতেই আসিয়া বসিয়াছেন,—একবার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু হাতের কালী-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সেই বিষম পিপাসাও সবলে চাপিয়া লইয়া তিনি গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিদিমার মহলে প্রবেশ করিলেন। দিদিমা মন্দির গমন উদ্দেশ্যে তখন বারান্দায় পদার্পণ করিয়াছেন—জ্যোতির্ম্ময়ীকে দেখিয়া, চরণ সংযত করিয়া কহিলেন, "আজ যে আমার রাধারাণীর অসময়ে উদয়?—মন্দিরে যাবি বুঝি? সাজসজ্জা যে সেই রকম?"

"হ্যাঁ ঠাকুর-মা, অনেকদিন দেব দর্শনে যাইনি তাই আজ ইচ্ছে হোল। দেখ দেখি তোমার জন্যে কি এনেছি?"

ঠাকুর-মা ছবিখানি হাতে লইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া আহ্লাদ সহকারে কহিলেন, "ঠিক সময়েই এনেছিস রাণি,—এখনি মন্দিরে গিয়ে টাঙ্গিয়ে দেব। কালী মূর্ত্তি সেখানে এক-খানিও নেই। তাই বুঝি দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন! স্বপ্ন দেখার পরই পটখানি কালীঘাট থেকে আনিয়েছি।"

"আচ্ছা দাও ঠাকুর-মা,—আমি নিয়ে যাচ্ছি।" বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী ছবিখানি তাঁহার হাত হইতে স্বহস্তে পুনর্গ্রহণ করি-লেন। ঠাকুর-মা তখন তাহার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া কহিলেন, "দিন দিন যে শুকিয়ে যাচ্ছিস নাতনি! বিরহজ্বালা

পুষছিস যে বুকে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু সবাই যা বোঝে তোর বাপ ত তা বোঝে না। বাপের তোর ধনুর্ভঙ্গ পণ যে অর্জ্জুন জামাই করবে। আরে ঐ ত সেই!—যুদ্ধ জিতলে, মালা নিলে,—ছদ্মবেশী অর্জ্জুনই ত সে,—তোর বাপকে কে তা বোঝায় বল্ দেখি?"

জ্যোতির্ম্ময়ীর মনের বেদনা মুখে রক্ত রাগে ঝাঁপাইয়া উঠিল—পাছে ঠাকুরমা তাহা লক্ষ্য করেন—তাই তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "না ঠাকুর-মা, আমি বিয়ে করব না।"

"কেন লো?"

"সবাই যে বিয়ে করে।"

দিদিমা খুব হাসিয়া উঠিলেন,—নাতনির পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "ওঃ সেইজন্যে? যেমন বাপ ঠিক তেমনি মেয়ে! সবাই যা করে তা করতে নেই—কেমন? সেইজন্যে তোর বাপও ত বিয়ে করলে না।"

মেয়ে বলিল—"আচ্ছা ঠাকুর-মা, বাবা বিয়ে করেননি বলে তোমার এত দুঃখ, আমি সে দুঃখ নিবারণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করব। আমারও অনেক সময় মনে হয়—বাবার বিয়ে হলে ভাল হোত। তুমি একটি ভাল মেয়ে দেখ—তারপর এবার আমরা দুজনে মিলে বাবাকে ধরে পড়ব।"

ঈর্ষার পরিবর্ত্তে নিজেই যে জ্যোতির্ম্ময়ী পিতার বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে ইহাতে ঠাকুর-মা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—হ্যাঁ, অসাধারণ মেয়ে বটে। মুখে বলি

লেন, "বেশ কথা! আগে ত তোর হাতে বাঁধন পড়ুক—তখন বাপের চাদরেও গিরে দিস্।"

রসুন-চৌকীর পূরবীরাগ সহসা মন্দিরের আহ্বান ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে থামিয়া পড়িল। রাজমাতা বলিলেন, "চল্ রাণি চল্, আরতির সময় হোল, ফিরে এসে এ পরামর্শ করা যাবে।"

মন্দির অঙ্গনে পৌছিয়া প্রথমেই রাজমাতা কালী মূর্ত্তিখানি একজন সেবকের হস্তে দিয়া, কোথায় ইহা টাঙ্গান হইবে তাহা বলিয়া দিলেন। পুরোহিত এবং অন্যান্য রাজআত্মীয়গণ এতক্ষণ রাজ মাতার আগমন অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁহারা মন্দিরে আসিবামাত্র স্তোত্রপাঠ এবং আরতি আরম্ভ হইল। রাজকুমারীর সহিত মহারাণী সপ্তবার দেব প্রদক্ষিণ করিয়া দেব সম্মুখে প্রণত হইলেন। প্রণামান্তে জ্যোতির্ম্ময়ী নতজানু হইয়া করযোড়ে মূর্ত্তি যুগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের মিলন ভাব—এই যুগল মূর্ত্তিতে আজ তিনি সর্ব্বপ্রথমে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিলেন। এই মিলনরূপ—কি সুমধুর,—কি মনোমোহন! জ্যোতির্ম্ময়ী মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, শ্যামসুন্দরের চরণতলে তাঁহার উন্মেষিত প্রেমকে আজ অঞ্জলিদান করিয়া—চির কৌমার্য্য ব্রতে শপথ-বদ্ধ হইবেন। পারিলেন না—তাহা পারিলেন না। ভগবানের প্রেম-মিলনরূপে তন্ময় হইয়া মোহাচ্ছন্ন ভাবে করযোড়েই তিনি বসিয়া রহিলেন। আরতি শেষ হইয়া গেল, স্তোত্র পাঠ বন্ধ হইল—ঠাকুর-মা তখনও রাজকন্যাকে সেই ভাবে বসিতে দেখিয়া একটু যেন ভীতভাবে ডাকিলেন, "রাণি?" রাণী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন গীতগৃহে ঢালা বিছানায় বসিয়া তানপূরার সুরে গান করিতেছিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী মন্দির হইতে ফিরিয়া গৃহ প্রবেশকালে দূর হইতেই গীত-বাদ্যধ্বনি শুনিয়া এমন নিঃশব্দে পিতার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন যে, তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না; আত্মহারাভাবে মুদ্রিত নয়নে তিনি গায়িতে লাগিলেন—

বড় একেলা গো বড় একেলা!
দুপুর সন্ধ্যা সকালা—
তার অমৃত-কিরণ মাখা
আকাশ-ভরা চোখের দেখা
ধরার পানে ফিরলো না ত হায়রে!—
একটি বারও একটি বেলা!

মূলতান রাগিণীতে তাঁহার ভাববিহ্বল কণ্ঠোত্থিত পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত এই কয়েকটি ছত্র গৃহে একটি মধুর বিষাদতান বর্ষণ করিতে লাগিল,—শুনিতে শুনিতে জ্যোতির্ম্ময়ীর নেত্র অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হইল। তিনি যে পিতার নিকট হইতে দূরে পড়িয়াছেন—এই গানটি যেন ভাল করিয়া তাঁহাকে এই কথা বুঝাইয়া দিল। গানের সুরতান-ভরা প্রত্যেক শব্দটি কি তাহার প্রতি ভর্ৎসনা নহে! রাজকন্যা একরূপ মোহাচ্ছন্ন ভাবেই নতজানু হইয়া পিতার পৃষ্ঠে মুখ রক্ষা করিলেন। রাজা চমকিয়া গান বন্ধ করিয়া কহিলেন, "রাণি!" সে স্বর কি স্নেহানন্দপূর্ণ! এই কণ্ঠ হইতেই কি

মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে অমন বুকফাটা বিষাদবেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল!

রাণী কোন উত্তর করিলেন না, পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া রহিলেন; উত্তপ্ত অশ্রু বিন্দুতে রাজার স্কন্ধদেশ ভিজিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার দুঃখের গানে বালিকা ব্যথা পাইয়াছে। তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক ভুলাইবার ছলে সহাস্যে বলিলেন,

"কে মেরেছে রাণীকে মোর, কে কোয়েছে মন্দ,
তার সঙ্গে কোমর বেঁধে করব গিয়ে দ্বন্দ্ব।"

রাণী তখন হাসিলেন। রাজা বলিলেন, "অনেকদিন সেতার বাজাস্‌নি—রাণি—বাজা দেখি!"

জ্যোতির্ম্ময়ীর সেতার তানপূরাও ভৃত্য সেইখানে আনিয়া রাখিয়াছিল—রাজা সেতারটি তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী সেতার ধরিয়া একটু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া কহিলেন, "বাবা!"

"কেন রাণি?"

"ও গানটি কি তুমি সম্প্রতি রচনা করেছ?"

রাজা তাহার মনের ভাব বুঝিলেন,—বুঝিয়া বলিলেন, "না রাণি—অনেক দিন।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আর কোন প্রশ্ন করিলেন না, বুঝিয়া লইলেন—এই অনেকদিনের অর্থ কি! তখন যেন একটু স্বস্থবোধ করিলেন। সেতারটার পরদাগুলা ঠিক করিতে করিতে

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত

স্বপ্নবাণী

কহিলেন, "বাবা, আমি তোমার পুরাণ গানের খাতা থেকে একটি গান পেয়েছি—ঠিক আমার মনের মত।"

রাজা কহিলেন, "আমার কোন গানটি তোর মনের মত নয়—সেইটি বল দেখি, রাণি?"

"এ গানটি বাবা—সব-চেয়ে আমার মনে বসেছে। যেন আমারি মনের কথা তুমি প্রকাশ করেছ। একটি স্থর বসিয়ে নিয়েছি,—শুনবে বাবা, গানটি?"

রাজা তাহার পৃষ্ঠে সাদর হস্ত বুলাইয়া কহিলেন,

"বেশ, গাও হে তুমি গুণী—
আমার গানটি তোমার তানে ভাল ক'রে শুনি।"

সেতারের পরিবর্ত্তে তানপূরাটা হাতে তুলিয়া লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিয়া রাজকুমারী গান ধরিলেন—

বড় সাধ, বড় আশা, বড় আকিঞ্চন,
পরাতে, জননি, তোরে রত্ন আভরণ!
জানি দীন-হীন অতি, ক্ষুদ্রবল ক্ষুদ্র মতি,
অপার আকাঙ্ক্ষা তবু না মানে বারণ!
বাসনার বলে বলী, কেবলি আপনা ছলি
অসাধ্য-সাধন-তরে প্রয়াস যতন।
শ্রান্ত ক্লান্ত প্রতিদিন, নিরাশায় আশাক্ষীণ
তবুও দুরাশা মনে নহে সম্বরণ!
এ দুর্ব্বল বাহু জোরে বিদরি ভূধর বরে
তুলিবারে চাহি হীরা মাণিক রতন।

১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাটী তুলি ফেলি আর উঠে কাচ-শিলা তার
তাহাই চরণে আনি করি সমর্পণ।
মাগো, এ জীবন সারা—কাটিবে কি এই ধারা!
প্রাণের বাসনা আশা শুধু কি স্বপন?

গান শেষ করিয়া তানপুরাটা যখন জ্যোতির্ম্ময়ী নামাইয়া রাখিলেন, তখন তাঁহার নজরে পড়িল,—বিছানার এক প্রান্তে শরৎ ও অনাদি আসিয়া বসিয়াছেন। রাজাও সেইদিকে চাহিয়া আহ্লাদসহকারে বলিয়া উঠিলেন, "আরে, ডাক্তার যে!" শরৎ হাসিয়া বলিলেন, "গান শোনার লোভ সম্বরণ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিলো—ক্ষমা করবেন।"

"ক্ষমা! আজ আমাদের গানের মজলিস যথার্থ ই সার্থক। কতদিন তুমি আসনি, বলদেখি! ওঃ, কি ভাবনাটাই লাগিয়ে দিয়েছিলে হে!"

শরৎকে দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল, কিন্তু মেঘগ্রস্ত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়—সে আনন্দ সহসা নিরানন্দের মধ্যেই ঢাকিয়া পড়িল।

শরৎ যখন বলিলেন, "রাজকুমারি, আর একবার গানটি গা'বেন?"

তখন রাজকুমারী কহিলেন, "বড় শ্রান্ত মনে হচ্চে ডাক্তার-দা, গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে না আর।"

শরৎ আর কিছু বলিলেন না। রাজা বলিলেন, "আজ যে তোমার মামা তোমাকে দেখতে আসছেন শরৎ। প্রতি মুহূর্ত্তে

তাঁর অপেক্ষা করছি—এতক্ষণ ত আসা উচিত ছিল, বোধ হয় ট্রেণ লেট হয়েছে।"

বিষাদকাতর মন লইয়া রাজকন্যার আর এখন অন্য কাহারও সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তবে আমি এখন যাই বাবা। তোমরা ত কাজ কর্ম্মের কথায় ব্যস্ত থাকবে,—খাবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।"

নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ব্যতীত প্র্রা ি দিনই প্রায় রাজাবাহাদুর অন্তঃপুরে মাতার নিকট বসিয়া ভো ি ন করিতেন।

আহারান্তে অন্তঃপুর হইতে বৈঠকখানায় আসিয়া বৈষয়িক প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্ব্বে শ্যামাচরণ কহিলেন, "তাঁরা যে বড় তাগিদ দিচ্ছেন?" বলা বাহুল্য তাগিদদার আর কেহই নহেন, শ্যামাচরণই স্বয়ং এখানে কন্যাকর্ত্তা।

রাজা মূর্খের মত বলিলেন, "আপনিও উকীলদের তাগিদ দিন, টাকা মজুত ত?"

শ্যামাচরণ মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, "না, আমি আর এক কথা বলছি। মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে; আর তাঁরা কাল বিলম্ব করতে চান না, আমাকে বলে দিলেন অগ্রাণেই দিনটা ঠিক করে যেতে। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা না কয়ে ত আমি মহারাণীকে এ বিষয়ে কিছু বলতে পারিনে।"

রাজা এইবার কথাটা বুঝিলেন, বিস্মিত ভাবে কহিলেন, "ক্ষেপেছেন আপনি!"

"আমি ক্ষেপিনি, কিন্তু ক্ষেপিয়ে তুলেছেন তাঁদের আপনি।"

"আমি তাঁদের ক্ষেপিয়ে তুলেছি ? অস্থার্থ ?"

"কথাটা কি এতই দুর্বোধ্য ! যে মুহূর্ত্তে আপনি কন্যার মালা গ্রহণ করে—তার হাতে আংটি পরিয়ে দিয়েছেন সেই মুহূর্ত্তেই আপনার ভাবীপত্নী বলে তাকে স্বীকার করে নেওয়া হ'য়েছে।"

রাজা সতেজে কহিলেন, "আমার মনে সেরূপ কোন অভিসন্ধিই ছিল না—আপনারা দেখছি বিলিতি—"

শ্যামাচরণ কাণে আঙ্গুল দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছিঃ ছিঃ—ও কথা বলবেন না। এ কথা শুনলে—তাঁরা কন্যাকে চিরকুমারী রাখবেন, তবু আপনাকে কন্যা দান করবেন না—"

এতক্ষণে শ্যামাচরণ কন্যাপক্ষের তরফ হইতে একটা সত্য কথা কহিলেন।

রাজা লজ্জিত হইলেন,—শ্যামাচরণ বলিলেন, "আপনি বিজ্ঞ পুরুষ, আপনার ব্যবহারে লোকে বালকের অবিবেচনা প্রত্যাশা করে না। এখন যদি আপনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তা'হলে আপনার ব্যবহারই দুষ্মন্তের ন্যায় অনুচিত হবে।"

রাজা গম্ভীর হইয়া পড়িলেন—কিছু পরে বলিলেন, "অসম্ভব—অসম্ভব, ইচ্ছা থাকলেও আমার পক্ষে বিবাহ করা এখন অসম্ভব !"

"কেন ?"

উগ্র স্বরে রাজা উত্তর করিলেন, "আপনি ত আমার চেয়েও বিজ্ঞ—আর এইটুকু বুঝতে পারেন না ? রাণী-মা আমার অবিবাহিত আর তার বুড় বাপ বিয়ে ক'রে ক'নে ঘরে আনবে ?"

শ্যামাচরণ হাসিয়া কহিলেন, "বয়সেই যে লোকে বৃদ্ধ হয় না—আজ আপনি তার অকাট্য প্রমাণ দিচ্ছেন। শিশু সুলভ স্বভাব নিয়ে আপনি দেখছি, কল্পনাকাশেই বিচরণ করে বেড়ান পৃথিবীর মাটীর দিকে মোটেই নজর পড়ে না আপনার।"

রাজাও এইবার একটু হাসিয়া বলিলেন, "অত ভণিতার আবশ্যক কি? খুলেই বলুন না আপনার মনের কথাটা?"

"আপনার কন্যা যে ধরা পড়েছেন, বিশ্বশুদ্ধ লোকে সে খবর জানে—আর আপনি জানেন না?"

"শরৎকুমারকে মালা উপহার দেওয়াতে কথাটা রটেছে বোধ হয়—কিন্তু আমি ত রাণীর ভাবে সে রকম কিছু বুঝিনি, দেশমঙ্গল কার্য্যেই ত সমস্ত প্রাণ মা উৎসর্গ করেছেন। আপনি যা বলছেন তা যদি সত্য হয়, তা'হলে আমি খুবই সুখী হই।"

"সর্ব্বতোভাবেই আপনি সুখী হবেন রাজাবাহাদুর। অণুভার বিবাহে আপনারা সকলেই ত আসছেন—তখন বুড়' শ্যামাচরণকে ঘটক বিদায় দেবেন।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন, "বেশ, তাই হবে।"

* * * *

সে রাত্রি জ্যোতির্ম্ময়ীর অনিদ্রায় কাটিল। সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা কখনো সংলগ্ন ভাবে কখনো অসংলগ্ন ভাবে তাঁহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল। কালীমূর্ত্তি আর শ্যামসুন্দর ও রাধারাণীর যুগলমূর্ত্তি, শরতের সুন্দর রূপ আর পিতার বিষাদপূর্ণ কণ্ঠধ্বনির মধ্যে তাঁহার বিভ্রান্তচিত্ত—কখনো আনন্দে, কখনো নিরানন্দে

আত্মহারা হইয়া ফিরিতে লাগিল। পাশের পালঙ্কে কুন্দ যে শুইয়া আছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া মৃদু গুণগুণ কণ্ঠে তিনি একবার গান ধরিলেন --

বড় সাধ, বড় আশা, বড় আকিঞ্চন —

দুই চারি লাইন গায়িবার পর তাঁহার মনে পড়িয়া গেল— কুন্দ জাগিয়া উঠিতে পারে—গান থামিয়া গেল। কুন্দ তখন ডাকিল, "রাজকুমারি !"

জ্যোতির্ম্ময়ী এতক্ষণ বিছানায় শুইয়াছিলেন, উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "তোমাকে জাগিয়ে দিলুম কুন্দদিদি ?"

"না রাজকুমারি, আমারও ঘুম হচ্ছে না, গানটি ভাল করে গাও না ভাই, শুনি !"

"না কুন্দ দিদি, কি হবে গেয়ে ? গানে ত আমার বাসনা পূর্ণ হবে না।"

কুন্দ বুঝিল—কতখানি নৈরাশ্যে তাহার মর্ম্মদাহ হইতেছে। সে কহিল, "একটি কথা বলব রাজকুমারি ? কিছু মনে করবে না ?"

"বল ভাই, বল ! কিছুতে আর কিছু মনে করব না, মনে করবার বলটুকুও হারিয়েছি !"

কুন্দ ব্যথিতচিত্তে কহিল, "আমরা যে পথে মুক্তি চাচ্ছি, সে পথে দেশের মুক্তি নেই রাজকুমারী।"

"বল দিদি, কোন্ পথ ধরব তবে ?"

"আমরা জানিনে সে পথ। আমরা অন্ধ, গুরু সে

পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। গুরুর ইঙ্গিতে আমাদের চলতে হবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর ক্ষুব্ধ বায়ু-তরঙ্গিত অশান্ত হৃদয়ের উপর দিয়া সহসা আশার মৃদুহিল্লোল বহিয়া গেল,—তিনি শান্তভাবে কহিলেন, "তেমন গুরু কোথায়?"

উত্তর হইল—"আছেন, আছেন!"

"পেয়েছ তুমি?"

"পেয়েছি।"

"আমিও কি পাব?"

"নিশ্চয়—নিশ্চয়। অন্তর থেকে যে যাহা প্রার্থনা করে—ভগবান তাকে তা মিলিয়ে দেনই দেন।"

"কবে পাব?"

"তিনি শীঘ্র এখানে আসবেন। তিনিও এই পথের পথিক।"

"কোন্ পথের পথিক?"

"দেশ-উদ্ধার তাঁদের ব্রত। তাঁরা পথ চিনেছেন—তাঁদের নেতৃত্বে আমরাও পথ পাব।"

অধীর বালিকা নিজের শয্যা ত্যাগ করিয়া কুন্দের শয্যায় আসিয়া আবেগভরে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠিক বল্‌ছ কুন্দ দিদি? বাসনা সফল হবে আমার? পারব আমি—পারব—আপনাকে দিতে পারব?"

বালিকা আর পারিলেন না—তাঁহার হৃদয়ের বিপ্লব অশ্রুধারে উথলিয়া উঠিল,—কুন্দের পাশে শুইয়া তিনি রোদন করিতে

লাগিলেন। কুন্দ রাজকুমারীর বাক্যের মর্ম্ম, অশ্রুধারার অর্থ ঠিক বুঝিল না, স্নেহে মাতার ন্যায় তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আবার সে কহিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়,—আশ্বস্ত হও রাজকুমারী।"

রাজকুমারীর অশ্রু স্তিমিত লোচনে ধীরে ধীরে পূর্ব্বের স্বপ্নদৃষ্ট দেবী মূর্ত্তি বিভাসিত হইয়া উঠিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী বিস্ময় আকুল ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি! তুমি মাতা সাম্য মৈত্রীর অধিশ্বরী, দেবী বিচিত্রা! বল, বল দেবী, সেদিন কি আবার আসিবে! তোমার অরুণ চরণ স্পর্শে ভারত ভাগ্য-গগন পুনরায় কি পুণ্য প্রভাত-মহিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে?"

দেবী মৃদু হাসি হাসিয়া অন্তর্ধ্যান হইলেন—স্বপ্নলীন হইয়া পড়িল বালিকার স্বপ্নবাণী।

(বিচিত্রার পরিসমাপ্তি)

সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া প্রণীত

স্বপ্নবাণীর পরিসমাপ্তি

মিলন-রাত্রি

তিনি সুস্থ হইলেই প্রকাশিত হইবে।

উপন্যাস পাঠেচ্ছু সাহিত্যামোদী মাত্রেই তাঁহার সত্বর আরোগ্য কামনা করুন।

উপন্যাস-সিরিজ—১ম বর্ষ।

আশ্বিন সংখ্যায় প্রথম উপন্যাস
দার্শনিক পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
প্রণীত

১। পাষাণী।
মূল্য ১৲ এক টাকা মাঃ ।০

কার্ত্তিক সংখ্যায় দ্বিতীয় উপন্যাস
মানসী-সম্পাদক
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত
এম-এ. প্রণীত

২। বাসন্তী।
মূল্য ১৲ এক টাকা মাঃ ।০

অগ্রহায়ণ সংখ্যার তৃতীয় উপন্যাস
বসুমতী-সম্পাদক
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ
বি-এ প্রণীত

৩। চোরাবালি।
মূল্য ১৲ এক টাকা মাঃ ।০

পৌষ সংখ্যার চতুর্থ উপন্যাস
শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া
সরস্বতী গ্রথিত

৪। মহিমাদেবী।
মূল্য ১৲ এক টাকা মাঃ ।০

মাঘ সংখ্যার পঞ্চম উপন্যাস
ভারতী-সম্পাদক
শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
বি-এল প্রণীত

৫। দরদী।
মূল্য ১৲ এক টাকা মাঃ ।০

ফাল্গুন সংখ্যা। ষষ্ঠ উপন্যাস
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
বিদ্যাভূষণ প্রণীত

[illegible]।
[illegible] মাঃ ।০

চৈত্র সংখ্যার সপ্তম উপন্যাস
উপন্যাস-ধুরন্ধর
শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত

৭। দীপালি।
মূল্য ১৲ এক টাকা মাঃ ।০

শুভ-বৈশাখের নব-উপন্যাস
সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী
শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী গ্রথিত

৮। বিচিত্রা।
মূল্য ১৲ এক টাকা মাঃ ।০

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার নবম উপন্যাস
উপন্যাস-যাদুকর
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু প্রণীত

৯। রাঙাবৌ।
মূল্য ১৲ এক টাকা মাঃ ।০

আষাঢ় সংখ্যার দশম উপন্যাস
উপন্যাস-কেশরী
শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ প্রণীত

১০। গোধূলি।
মূল্য ১৲ এক টাকা মাঃ ।০

শ্রাবণ সংখ্যার একাদশ উপন্যাস
উপন্যাসাচার্য্য
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য
প্রণীত

১১। সুদের সুদ।
মূল্য ১৲ এক টাকা মাঃ ।০

ভাদ্র সংখ্যার দ্বাদশ উপন্যাস
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র পাল প্রণীত

১২। জন্মএয়োতী।
মূল্য ১৲ এক টাকা মাঃ ।০

যৌতুক দিবার জন্য ১৲ দামের এই বইখানি-ই খুব সরেশ !!

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল প্রণীত

জন্ম-এয়োস্ত্রী।

জন্ম-এয়োস্ত্রী

জন্ম-এয়োস্ত্রী

জন্ম-এয়োস্ত্রী

জন্ম-এয়োস্ত্রী

জন্ম-এয়োস্ত্রী

'জন্ম-এয়োস্ত্রী' হাতে দিয়া নব-বধূকে আশীর্ব্বাদ করিতে হয়।

'জন্ম-এয়োস্ত্রী' হাতে পাইয়াই

বধূ মাতারা—উপহার দাতাকে নমস্কার করিবেন।

বান্ধবীদের সহিত গল্প করিবার সময়—"বিয়ের সময় একখানা বই পেইছি, সে'খানার নাম "জন্ম-এয়োস্ত্রী"—এ কথাও উত্থাপন করিতে পারেন।

'বই ত বই, জগৎ-সংসারে এমন অনেক বই-ই পয়সা দিলে মেলে'—'জন্ম-এয়োস্ত্রী' সম্বন্ধে যাঁহারা এ কথা বলিবেন; তৎক্ষণাৎ জন্ম-এয়োস্ত্রীর যে কোন দু' একটী পরিচ্ছেদ পড়িয়া শুনাইবেন, অদৃষ্ট পূর্ব্ব সমালোচক মহাশয়কে সলজ্জহাস্যে বলিতেই হইবে—"তা, তা আগে ত জানতুম না, তা দেখ! বইখানা কোথায় পাওয়া যায় হা?"

অপ্রস্তুত না হইয়া তখনি ঠিকানা বলিয়া দিবেন—

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির—১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।